শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

চতুর্থ খণ্ড

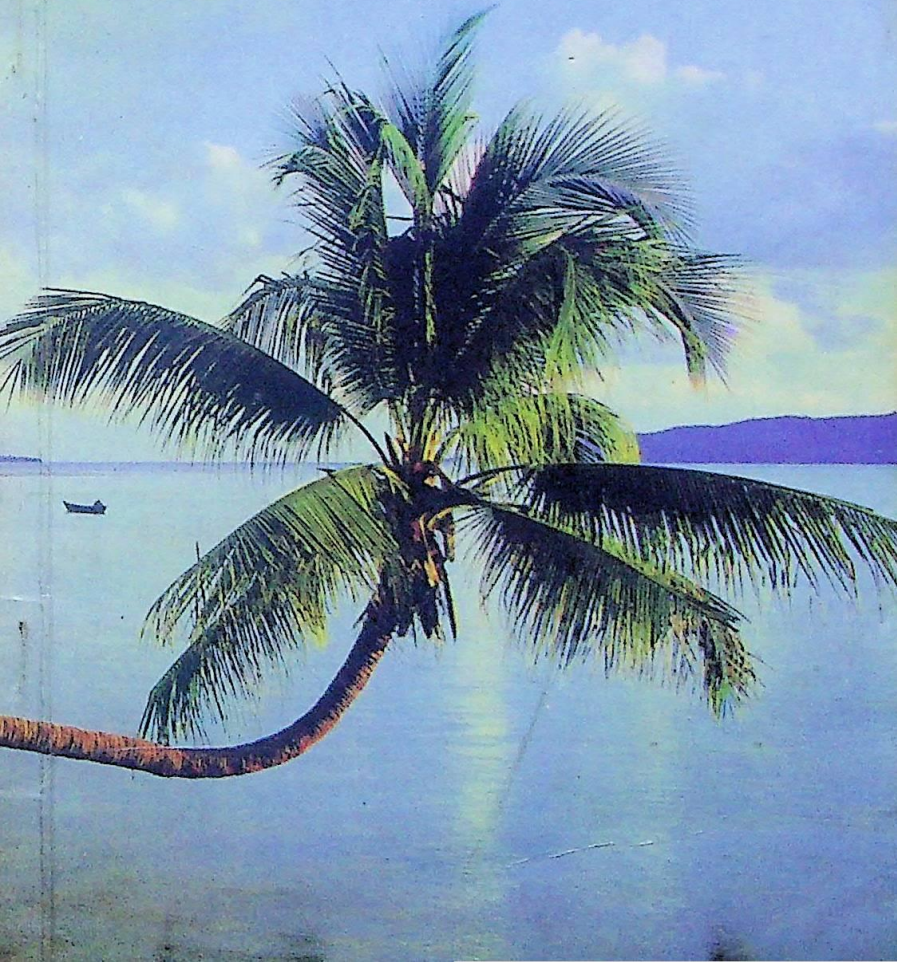

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

চতুর্থ খণ্ড

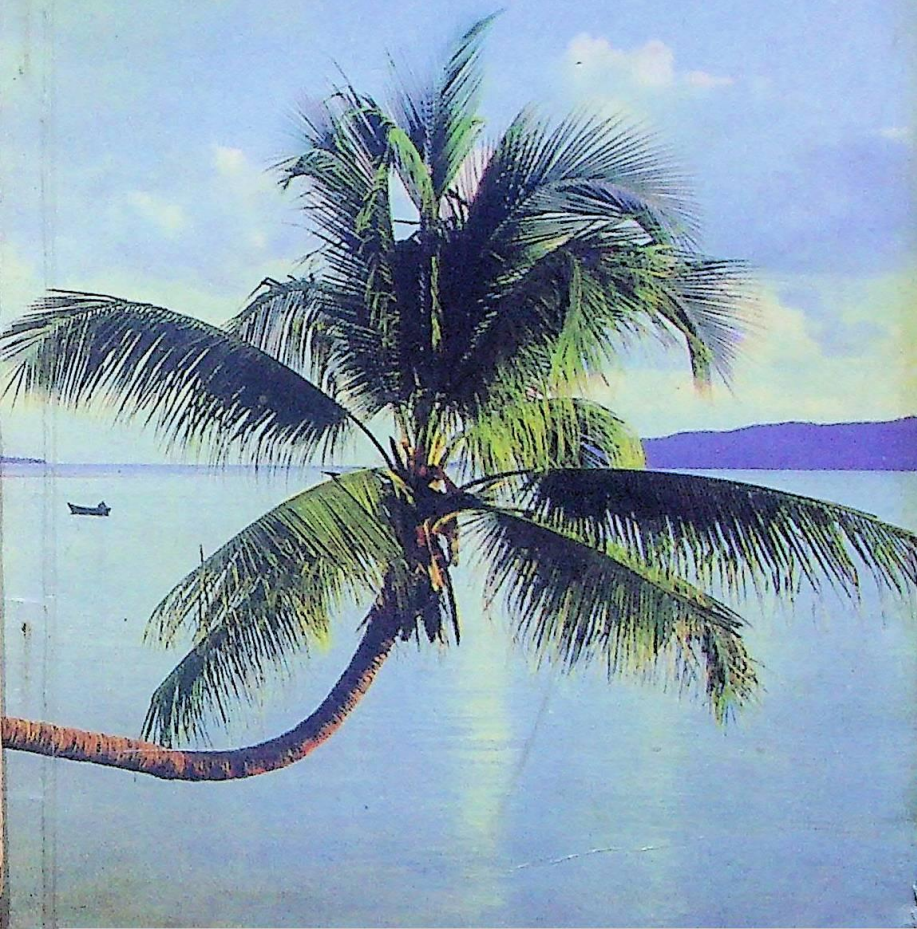

শ্রী শ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

চতুর্থ খণ্ড

শ্রী চৈতন্য রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট

৭০-বি, রাসবিহারী এভিনিউ

কলিকাতা - ৭০০ ০২৬

কলিকাতা - রাসবিহারী এভিনিউ স্থিত
শ্রী চৈতন্য রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট হইতে
শ্রীপাদ ভক্তি সুন্দর ভারতী মহারাজ
কর্ত্তৃক প্রকাশিত

চতুর্থ সংস্করণ ২৪-৩-১৯৯৯
শ্রীল ভক্তি বিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজের
১০৫ তম আবির্ভাব তিথি

ভিক্ষা ২০ টাকা

শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন সরকার মহোদয়ের
অর্থানুকূল্যে
এই গ্রন্থ মুদ্রিত

Printed By ✆ 31575
SRI LAXMI GANAPATHI BINDING WORKS
Main Road;
KOVVUR - 534 350

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

চতুর্থ খণ্ড

(বঙ্গাব্দ ১৩৩৪ সাল)

সূচীপত্র

	বিষয়			পত্রাঙ্ক
1	অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য	...	...	1
2	অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য	...	...	14
3	দীক্ষা ও বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি	...	...	30
4	শ্রীচৈতন্যদেব	...	...	38
5	শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের "প্রতি-নিবেদন"			56
6	বহির্ম্মুখতা ও কপটতা	...	...	68
7	শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য	...	...	80

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

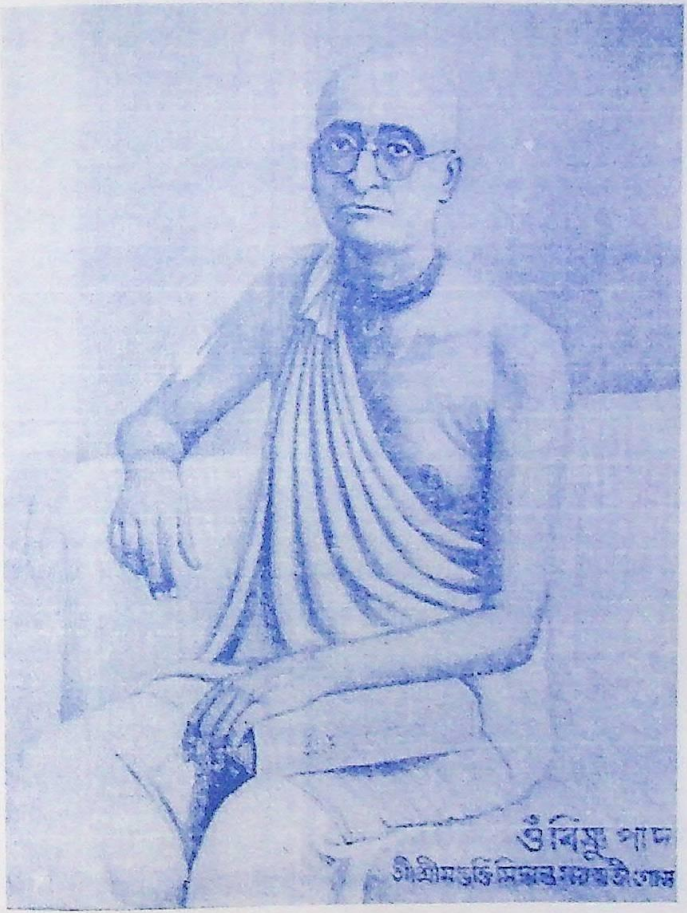

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

চতুর্থ খণ্ড

অধোক্ষজ-তত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য

স্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক

সময়—শনিবার, অপরাহ্ণ ২৪শে আষাঢ়, ১৩৩৪, ৯ই জুলাই, ১৯২৭

শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভু-বিগ্রহের অধিষ্ঠান-বাসর

মঙ্গলাচরণ

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥"

শ্রৌতগুরুবাক্য একমাত্র সেবোন্মুখ শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য

ইহ জগতের কথা অথবা যে সকল কথা আমরা সচরাচর শুন্‌তে পাই সে সকল কথা শুন্‌বার পর কর্ণ-ইন্দ্রিয় ব্যতীত অপর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সে সকল কথা 'সত্য' কিনা, আমরা বিচার ক'রে থাকি। কিন্তু আমার শ্রীগুরুদেব আমাকে যে সকল কথা বলেন, শ্রবণেন্দ্রিয় ব্যতীত অপর ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই সকল কথা বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা আমার নাই।

বিষয়টী ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অতীত ব'লে সেরূপ চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। যেমন ছয় হস্ত পরিমিত রজ্জুতে নাসাবদ্ধ বলীবর্দ্দের শতসহস্র-যোজন দূরে অবস্থিত তৃণাঙ্কুর লভ্য হয় না, যেমন বামনের চন্দ্রস্পর্শ করার চেষ্টা নিষ্ফল, তদ্রূপ বৈকুণ্ঠবস্তুকে কুণ্ঠধর্ম্মে আবদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মাপিয়া লইবার চেষ্টা বৃথা। যে বস্তু আমি গ্রহণ ক'র্‌তে পারি না, সে বস্তু-বিষয়ে যদি কোন কথা হয়, বর্ত্তমান অযোগ্যতার জন্য আমার সে স্থান পর্য্যন্ত যা'বার অধিকার হয় না। যদি সেই বস্তু অন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হ'ত, তবে আমার পক্ষে তদ্বিষয়েই যত্ন করা প্রয়োজনীয় ছিল। ঐ প্রকার অনর্থক চেষ্টা দ্বারা সময় নষ্ট করা অন্যায়। তর্কপথ অবলম্বন ক'রে সে বিষয়ে কোনও সন্ধান ক'র্‌তে পা'রবো না। তবে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত যে সকল কথা আমার গুরুদেবের মুখ হইতে কাণ দিয়ে শুনে থাকি, সে-সকল কথা আমাকে 'প্রণিপাত', 'পরিপ্রশ্ন' ও 'সেবা' দ্বারা জেনে নিতে হ'বে।

প্রণিপাত

'প্রণিপাত' মানে শ্রবণ-বিষয়ে কোনও প্রকারে অমনোযোগী না হওয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভাবে কাণ দিয়ে শুনা। পূর্ব্বে যে বিষয় আমার ইন্দ্রিয়-দ্বারা বোধগম্য ছিল না, সে বিষয়টী আমি কর্ণ-ইন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে গ্রহণ ক'রতে পারি না। যে বিষয়টী গুরুপাদপদ্ম হ'তে শ্রবণ ক'রেছি, তাহা 'শ্রবণ' ব্যতীত অন্য উপায় দ্বারা জানা সম্ভব হ'ত না। প্রণিপাত ব্যতীত অন্য উপায়ে জান্‌বার উপায় নাই।

পরিপ্রশ্ন

যে শব্দ আমার গুরুপাদপদ্মে পৌছ্‌তে পারে, এমন শব্দ দ্বারা যে আমার বিজ্ঞাপ্যবিষয়, তাহাই—'পরিপ্রশ্ন'। যখন আমি প্রশ্ন করি, তখন আমার এরূপ অন্তর্নিহিত দুর্ব্বুদ্ধি থাকা উচিত নয় যে, আমি

আমার প্রশ্নের উত্তর শুন্‌তে প্রস্তুত হ'ব না। সন্দেহবাদী (Sceptic) হ'য়ে যে প্রশ্নের চেষ্টা, তাহা 'পরিপ্রশ্ন' নয়। যাবতীয় বস্তুর মীমাংসক-সূত্রে আমার যে অহঙ্কার, সেই অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হ'য়ে কেবল যে প্রশ্নের ছলনা, তাহাও 'পরিপ্রশ্ন' নয়। আর কেবল শ্রবণকার্য্যটাই অবলম্বন কর্‌বার চেষ্টা পরিত্যাগ ক'রে যদি প্রশ্ন করি, তা' হ'লেও তাহাকে (আমার প্রশ্নের প্রাপ্তসিদ্ধান্ত) আপত্তিজনক জ্ঞানে আমার হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ যে প্রশ্নের সঞ্চার করা'বে, সেইটীও 'পরিপ্রশ্ন' নয়।

শব্দবৃত্তি—অজ্ঞরূঢ়ি ও বিদ্বদ্‌রূঢ়ি

পরজগৎ সম্বন্ধে যে সকল কথা সাধারণ তার্কিক সম্প্রদায় বলেন, সেই সকল অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি-চালিত বাগ্‌বৈখরী শব্দাড়ম্বর মাত্র। শব্দবৃত্তি ত্রিবিধ—(১) রূঢ়ি, (২) যৌগিকী ও (৩) যোগরূঢ়ি। রূঢ়িবৃত্তি স্বতঃ-প্রকাশিত, যেমন উচ্চকণ্ঠে ভৎর্সনামুখে প্রযুক্ত শব্দের বৃত্তি; তাহা গরুতেও বোঝে, মানুষেও বোঝে, ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও বোঝে, ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিও বোঝে, নিরুক্ত-শাস্ত্রে যেরূপ বলা হইয়াছে, তাহাই যৌগিকী বৃত্তির নির্দ্দেশক। রূঢ়ি ও যৌগিকী-বৃত্তি যেখানে সংশ্লিষ্ট, সেখানে যোগরূঢ়িবৃত্তির কার্য্য। আমার অজ্ঞতা যে স্বতঃ-প্রকাশিকা শব্দবৃত্তিতে প্রাধান্যলাভ করিয়াছে, সেই স্থানে আমি অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তিদ্বারা পরিচালিত। আবার আত্মার স্বতঃপ্রকাশিত অনুভূতি বা বিদ্বদনুভব যে স্থানে শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ প্রকাশিত করিতেছে, সে স্থানে বিদ্বদ্‌রূঢ়ির কার্য্য।

রূঢ়ির দৃষ্টান্ত

একটী সন্তান প্রসূত হ'লে আপনা থেকে জান্‌তে পারে, আমি খা'ব কি? গোবৎসকে মাতৃদুগ্ধ পানের কথা শিখিয়ে দিতে হয় না—কোন যৌগিক উপায় দ্বারা শিখিয়ে দিতে হয় না।

শব্দ ও শব্দী

ইহ জগতে শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট যে বস্তু, সেই বস্তুর সহিত শব্দের ভেদ আছে, অর্থাৎ শব্দের সহিত শব্দিত বস্তুর মধ্যে ব্যবধান আছে। যেমন, 'ঝাউগাছ'—এই শব্দটী বলিবামাত্র ওষ্ঠ স্পন্দিত হ'য়ে সেই শব্দটী ভূতাকাশে প্রতিধ্বনিত এবং তৎপরে কর্ণে প্রবিষ্ট হইল; কিন্তু শব্দটী বস্তুর দ্যোতক মাত্র।

কখন পরিপ্রশ্নের উদয় হয়?

বেদান্তবিস্তৃত 'পরতত্ত্ব'—জ্ঞেয়বস্তুকে জানেন, প্রাকৃত-রসনা না থাকিলেও তিনি কীর্ত্তন করিতে পারেন, প্রাকৃত চক্ষু না থাকিলেও তিনি নিখিল বস্তু দর্শন করেন। আমাদের জ্ঞান তাঁহাকে 'জ্ঞেয়'-বস্তুরূপে জেনে নিতে পারে না। আমাদের কর্ণ তাঁহার কথা শ্রবণ ক'র্‌তে পারে না। যখন এই সকল কথা আমি গুরুপাদপদ্ম হ'তে শুন্‌তে পাই, তখনই আমার পরিপ্রশ্নের উদয় হয়।

জাগতিক নিরুক্তকারগণের অনুমান ও ভ্রান্তি

যে বস্তুতে অজ্ঞরূঢ়ির কার্য্য নাই, এমন বিষয় যখন ভগবান্, তখন সাধারণ শব্দ দ্বারা উদ্দিষ্ট বস্তুর সহিত ভগবদ্‌বস্তু নিশ্চয় পার্থক্যলাভ ক'রেছে। এখানে নিরুক্তি-বিচার-নিপুণ বল্‌বেন, যাহা শ্রবণেন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য ইন্দ্রিয়দ্বারা জানা গেল না, তাহা কেবল 'শব্দ' মাত্র। কারণ জগতের আভিধানিক শব্দ দ্বারা যে ভাব বা বস্তু নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই ভাব বা বস্তু দ্বারা শব্দ সমর্থিত হইয়া থাকে।

বৈকুণ্ঠে শব্দই সাক্ষাৎ বস্তু

এখানে ঐরূপ বিচারের সহিত পার্থক্য আছে—এখানে শব্দই বস্তু। শব্দটী যদি ব্রহ্ম অর্থাৎ বৃহৎ হয়—খণ্ডিত না হয়, তা' হ'লে শব্দ ও

শব্দোদ্দিষ্ট বস্তুর মধ্যে ভেদ নাই। ইহ জগতের শব্দ দ্বারা উদ্দিষ্ট বা সংজ্ঞিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তুর মধ্যে পরস্পর ভেদ আছে।

প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাই একমাত্র অধোক্ষজ-বস্তুর গ্রাহক

যে শব্দ কৃষ্ণ ব্রহ্মার হৃদ্দেশে প্রতিধ্বনিত ক'রেছিলেন এবং যে শব্দ শ্রবণ ক'রে, সেই শব্দের অনুকীর্ত্তন বা গানের দ্বারা ত্রাণলাভ করা যায়, সেই শব্দটাই আমি গুরু-মুখ হ'তে শ্রবণ ক'রেছি। সেই শ্রবণটীর বিষয় **পরিপ্রশ্ন মাত্র ক'র্‌তে হ'বে। তদ্বিষয়ে আর কিছু অধিক ক'র্‌বার সামর্থ্য আমার নাই।** প্রণিপাত-ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে সেই শ্রুতবিষয়ে অভিজ্ঞান লাভ হয় না। শ্রবণ অর্থাৎ সেবা-প্রবৃত্তি ব্যতীত সেই বস্তুর অভিজ্ঞান কোন দিনই হ'তে পারে না। **প্রণিপাত-দ্বারাই শ্রবণাধিকার লাভ হয়—শ্রদ্ধাবৃত্তি-দ্বারাই শ্রবণে অধিকার।**

তর্কস্পৃহার অবকাশ

তর্কের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট বস্তু অপসারিত ক'র্‌বার দুর্ব্বুদ্ধি তখনই আমাদের হয়, যখন আমরা মনে করি, তর্কের দ্বারা আমরা বস্তুর অধিষ্ঠানকে নাড়াচাড়া ক'র্‌তে পা'র্‌বো। গুণজাত খণ্ডিত বস্তুতে এরূপ বিচার প্রযুক্ত হ'লেও নির্গুণ অদ্বয়তত্ত্বে এরূপ বিচার প্রযুক্ত হ'তে পারে না। **শ্রবণ করা ব্যতীত অদ্বয়জ্ঞান-বস্তু সম্বন্ধে অন্য কোন প্রকার চেষ্টা ক'র্‌তে হ'বে না।** অদ্বয়জ্ঞানবস্তু যখন স্বয়ং এসে যাবেন, তখনই অদ্বয়জ্ঞানের সেবা ক'র্‌তে হবে।

শিষ্যের একমাত্র পরিপ্রশ্নে অধিকার

কেবল আমার পরিপ্রশ্ন কর্‌বার অধিকার মাত্র আছে,—"কি ক'রে অদ্বয়জ্ঞান সিদ্ধ হয়"।

অদ্বয়জ্ঞানে তর্কের অধিকার নাই কেন?

যেখানে সত্ত্বের সহিত রজস্তমোগুণের পার্থক্য স্থাপিত হ'য়েছে, সেইখানেই অদ্বয়জ্ঞানের অভাব। অদ্বয়জ্ঞান 'তত্ত্ববস্তু' শব্দে কথিত হয়; সেখানে ভেদজ্ঞান ক'রতে হ'বে না—সেখানে তাঁহাকে পুতুল মনে ক'র্‌তে হ'বে না। অবশ্য শব্দ এবং শব্দিত বস্তু যেখানে অভিন্ন, সেই শব্দের কথাই হ'চ্ছে। ইন্দ্রিয় জ্ঞানের উপর নির্ভর ক'রে আমরা যে যোগ্যতা অর্জ্জন করি, তাহা নানাপ্রকার তর্কের দ্বারা প্রতিহত। অতর্ক্য অদ্বয়জ্ঞানকে তর্কদ্বারা প্রতিহত করার আবশ্যক হয় না। মনোধর্ম্মোত্থ বিচার সঙ্কল্প ও বিকল্পধর্ম্মযুক্ত। ইহাতে দু'টী পক্ষ আছে। **কিন্তু সত্যসঙ্কল্প অদ্বয়জ্ঞানে দ্বিতীয়বস্তুই** (বিকল্প) **না থাকায় তর্করূপ সঙ্কল্প-বিকল্প নামক দ্বিতীয় বস্তুর কোন অধিষ্ঠানই নাই।** যে বস্তু অতর্ক্য বস্তু, যেখানে তর্কের সম্ভাবনা নাই, সে বস্তু সম্বন্ধে বা সেখানে 'গ্রহণ ক'র্‌বো, কি না ক'র্‌বো'—এইরূপ সঙ্কল্প-বিকল্প না ক'রে তত্ত্ববস্তুর সেবা করাই আবশ্যক—পূজ্যবস্তুকে পূজা করাই কর্ত্তব্য। অদ্বয়জ্ঞানে বৈকুণ্ঠ শব্দগুলি তর্কদ্বারা বিচারযোগ্য নহে।

যিনি একায়নশ্রৌতপথে একনিষ্ঠ, তিনিই শ্রোত্রীয়

শ্রুতি বলেন, "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" অবিক্ষেপের সহিত সাতত্যই 'নিষ্ঠা'। যাহার বৃহদ্‌বস্তুতে এইরূপ সাতত্য হইয়াছে, তিনিই 'ব্রহ্মনিষ্ঠ'। ব্রহ্মনিষ্ঠ বস্তুকে তর্কান্তর্গত করা যায় না। যিনি শ্রৌতপন্থায় পারঙ্গত, তিনিই 'শ্রোত্রীয়'। শ্রোত্রীয় পুরুষের আত্মবৃত্তিতে নিত্য সেবন-ধর্ম্ম সমুদিত থাকায়, তিনি তর্কের সেবা করেন না। **কিন্তু তিনি যে দুর্ব্বিচারক বা অবিচারক, তাহাও নহে।** তিনি বলেন, অতর্ক্য বা বিচারাতীত

বস্তু তর্ক্য বা বিচারাধীন নহে। 'বৈকুণ্ঠ' মায়িক বস্তুর ন্যায় ভোগ্যবস্তু নহে। যাঁহার নিকট হ'তে আমরা শ্রৌতপথে শিক্ষা ক'র্‌বো তিনি কে? শ্রুতি বলেন, তিনি 'সৎ'—তিনি স্বরূপে অবস্থিত।

শ্রৌতবাক্য শ্রবণের ফল

শ্রৌতবাক্য শুন্‌বার পর আমাদের যাবতীয় মেপে নেওয়ার ধর্ম্ম থেমে যায়। শ্রুতির বাণী সেবা ক'র্‌বার পর যাবতীয় শ্রুতিবিরোধী অনুমান-প্রত্যক্ষ থেমে যায়

শ্রৌতবাক্য অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তিতে গ্রাহ্য নহে

গুরুপাদপদ্ম হইতে যে শব্দব্রহ্ম আমাদের শ্রুতিগোচর হয়, যদি অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তিদ্বারা তাহা গ্রহণ করি, তাহা হইলে শব্দব্রহ্ম বা বৃহদ্বস্তুতে খণ্ডত্ব আরোপ করিবার দরুণ শব্দ এবং শব্দিত বস্তুতে ভেদধর্ম্ম আসিয়া উপস্থিত হইবে। কিন্তু অদ্বয়জ্ঞান বস্তুতে কোন প্রকার ভেদ নাই; কেন না, তাহা বৃহদ্বস্তু। বৃহদ্বস্তুতে খণ্ডিত কথার আরোপ করা মানে, যে কথা নিজে বল্‌ছি, সেই কথাই নিজে ফিরিয়ে নেওয়া। 'বৈকুণ্ঠ' শব্দের সহিত শব্দ-শক্তি রূঢ়ির কোন ভেদ নাই। অজ্ঞ বা বিপরীত রূঢ়িতে অজ্ঞতা বা বিপরীত ধর্ম্ম যেমন সংশ্লিষ্ট, বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিতেও বিদ্বত্তত্ত্ব তেমনিই অবিভাজ্যরূপে সংশ্লিষ্ট।

শব্দব্রহ্ম ও শ্রুতির একায়নত্ব স্বীকারের ছলে ও কদর্থে সচ্চিদানন্দ-শ্রীবিগ্রহপূজা-বিরোধ

এই জগতে শ্রৌতপথের দ্বারা বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে পারদর্শিতা লাভ হ'তে পারে। কিছুদিন পূর্ব্বে নাস্তিকসম্প্রদায় বা হিন্দুবিদ্বেষী সম্প্রদায়ের মধ্যে একটী চিন্তাস্রোতের উদয় হ'য়েছিল। তাঁ'রা বলেছেন

যখন শব্দব্রহ্মের সাহায্যেই সমস্ত অজ্ঞান তিরোহিত হয়, তা'হলে আর প্রতিমা-পূজার আবশ্যক কি? প্রতিমা-পূজা তাঁহাদের মতে শ্রুতি-পথের বিরোধী। তাঁ'রা বলেন—বৈষ্ণবদের প্রতিমা-পূজা বৌদ্ধ-পদ্ধতির অনুগমন মাত্র, শ্রৌত-পদ্ধতি নহে। পরজগতের ব্যাপার, যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, তাহার proxy বা প্রতিভূ-সূত্রে লেপ্যা, লেখ্যা প্রভৃতি-রূপে প্রতিমা এসে উপস্থিত হয়। অদ্বয়জ্ঞানের বিরুদ্ধবুদ্ধি হ'তে আমা'দের প্রতিচ্ছবি জ্ঞান উপস্থিত হয়।

অর্চ্চা ও অর্চ্চ্যে অদ্বয়জ্ঞান

নামই—নামী; নামীর রূপ, গুণ, লীলাবৈচিত্র্যে ভেদবুদ্ধিই অদ্বয়-জ্ঞানের বিরুদ্ধ বুদ্ধি। কিন্তু আমার শ্রীগুরুদেব বলেন, 'শ্রীমূর্ত্তিকে অপর জড় বস্তু বা তোমার ভোগের বস্তুর সমান বস্তু মনে কর্‌তে নাই।' মন্ত্রার্থ-জ্ঞানের অভাবে—অদ্বয় জ্ঞানাভাবে অর্চ্চা ও অর্চ্চ্যে পার্থক্য বুদ্ধি উদিত হয়। অর্চ্চা ও অর্চ্চ্যে যেখানে অদ্বয় জ্ঞান, সেখানে ওরূপ ভেদ-জ্ঞান নাই।

শ্রীগুরুদেব-কর্ত্তৃক মন্ত্রার্থ-জ্ঞাপন

শ্রীগুরুদেব ভগবানের সহিত ভক্তিযোগের দ্বারা সম্বন্ধ করিয়া দেন—সেবা ক'রবার ভার দিয়ে দেন। শ্রীগুরুদেব যোগ্যকে মন্ত্রের অর্থ বলেন, অযোগ্যকে বলেন না। শ্রীগুরুদেব সংস্কার দেবার পর মন্ত্রের অর্থ বল্‌বেন।

স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ॥
(নারদ-পঞ্চরাত্র-ভরদ্বাজ-সংহিতা ২য় অঃ ৩৪ শ্লোক)

আচার্য্য গুরু স্বয়ং পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র প্রদান করায় সেই মন্ত্র-প্রভাবে

শিষ্যের পুনর্জন্ম হয়। বিনীত শিষ্য পুত্রদিগকে বৈদিক দশ, ষোড়শ, চত্বারিংশৎ বা অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া আচার্য্য শিষ্যদিগকে ব্রহ্মচারী করাইয়া মন্ত্রের অর্থ শিক্ষা দিবেন। ইহাই দীক্ষা-বিধি।

প্রাকৃত-সাহজিক বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের পৌত্তলিকতার সহিত শ্রীবিগ্রহ-পূজার বিবর্ত্ত

পৌত্তলিকতা বড় খারাপ জিনিষ। কাঠের সিংহ চুপ ক'রে ব'সে থাকে। কাঠের ঠাকুর, মাটীর ঠাকুর যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ বস্তুবিষয়ক জ্ঞান উদিত হচ্ছে না। প্রাকৃত-সাহজিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে পুতুল-পূজার ব্যবস্থা আছে। এই জন্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি কেহ কেহ ব'লে থাকেন, বৈষ্ণবগণ বৌদ্ধ সহজিয়ার একটী শাখা বিশেষ। 'বৈষ্ণব' বল্‌তে গিয়ে তাঁ'রা প্রাকৃত সহজিয়াকেই আলোচনা বা বৈষ্ণবের আদর্শ জ্ঞান ক'রেছেন, প্রাকৃত-সহজিয়া-বাদকেই 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' মনে কর্‌ছেন।

সগুণ-উপাসনা

কতকগুলি লোকের বিচার, প্রাকৃতবস্তুসমূহে দেবজ্ঞান সংহিতাংশে বর্ণিত আছে। আর্য্যগণ নিজেদের দরিদ্রতা অনুভব ক'রে প্রাকৃত বস্তু যথা নাসিক্য বায়ু প্রভৃতি স্বষ্ট বস্তুতে দেবত্ব বা ঐশ্বর্য্য আরোপ ক'রে "অগ্নিমীলে" প্রভৃতি মন্ত্র দ্বারা আরোপিত প্রাকৃত বস্তুর আরাধনা ক'রেছেন। পরন্তু শ্রুতি-মৌলি উপনিষদে 'ব্রহ্মবস্তু'-বিচারে এরূপ পৌত্তলিকতা স্বীকৃত হয় নাই।

পঞ্চোপাসক 'পাষণ্ডী' হিন্দুগণের পৌত্তলিকতা ও বৈষ্ণবের সাক্ষাদ্‌ভগবদ্‌বস্তুর পূজায় পার্থক্য

ঔপনিষদ-বিচার বৌদ্ধ বিচার দ্বারা বিধ্বংসিত হ'য়েছে। বর্ত্তমান তথা-কথিত পঞ্চোপাসক হিন্দুদিগের প্রতিমা-পূজা—পুতুল-পুজা বা পৌত্তলিকতা। আমরা বলি, বৈষ্ণবেরা কখনও ঐরূপ প্রতিমা-পূজা করেন না, তাঁহারা সাক্ষাদ্বস্তুর পূজা ব্যতীত কখনও অন্যবস্তুর পূজা করেন না।

শ্রৌতগুরুব্যাসের বাক্য প্রমাণ

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল-কলুষহে শব্দ-সামান্য-বুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতর-সমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥

(পদ্মপুরাণ)

যে ব্যক্তি পূজার বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণব-গুরুতে মরণশীল মানব-বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণবপাদোদকে জলবুদ্ধি, সকল-কল্মষ-বিনাশী বিষ্ণুনাম-মন্ত্রে-শব্দ-সামান্যবুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহ সমবুদ্ধি করে, সে নারকী।

পৌত্তলিক ও বৈষ্ণবের পার্থক্য

পৌত্তলিকগণ—অধঃপতিত, তা'দের অর্চ্চ্যে শিলাধী। শালগ্রাম—গণ্ডকী শিলা, গুরুদেব—মনুষ্যের সহিত সমান বা মনুষ্যজাতি প্রভৃতি বিচার পৌত্তলিক নারকীদের বিচার। বৈষ্ণবগণ সেই প্রকার পৌত্তলিক নহেন; তাঁ'রা অর্চ্চ্য বস্তুতে শিলাবুদ্ধি করেন না—ভূতশুদ্ধি না ক'রে পূজা করতে বসেন না—যে ইন্দ্রিয়-দ্বারা বাহ্য রূপ-রসাদি গ্রহণ করা যায়, সেই ইন্দ্রিয়-দ্বারা তাঁ'রা পূজা করেন না।

প্রত্যেক দেবতার অন্তরে তদন্তর্য্যামী পরতত্ত্ব বিষ্ণুদর্শন ; পঞ্চতত্ত্ব-দর্শনাভাবে পুত্তল-পূজার আবাহন

যে কোন দেবতাই আসুন না কেন, বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের অন্তর্য্যামি-সূত্রে বিষ্ণু পরতত্ত্ব ভগবান্‌কেই দর্শন করেন, যেমন আকাশে সূর্য্যের উদয়, সূর্য্যের অন্তর্ভূক্ত সূর্য্যদেবতা, তদন্তবর্ত্তী বলদেব প্রভুর হৃদ্দেশে মহালক্ষ্মী, মহালক্ষ্মীর হৃদ্দেশে চিল্লীলা-মিথুন রাধাগোবিন্দ। রাধা-গোবিন্দের বপুতত্ত্ব বলদেব প্রভু আমার। আমরা দেবতার মূর্ত্তি দর্শন করি, দেবতা দর্শন করি, কিন্তু তদন্তর্ভূক্ত বলদেব-কৃষ্ণ দর্শন করি না। অণু-পরমাণুতে এইরূপ পঞ্চতত্ত্ব আছে। ভূত-শুদ্ধি হয় না ব'লে আমাদের পঞ্চতত্ত্ব দর্শন হয় না। আমাদের যদি এই বিচারের অভাব হয়, তবে পুতুল্ পূজা হ'য়ে যা'বে।

প্রাকৃত সহজিয়ারই পরমেশ্বরে দেহ-দেহী-ভেদ-বুদ্ধি

সাক্ষাত্তগবান্ শ্রীচৈতন্য সচ্চিদানন্দ বস্তু শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে প্রকাশ-মান হচ্ছেন। শ্রৌতপথ গ্রহণ কর্‌বার বিধি পরিত্যাগ ক'রে যদি আমরা অন্য পথ গ্রহণ করি, তবে পৌত্তলিক, প্রাকৃতসহজিয়া, অজ্ঞরূঢ়ি বৃত্তির যাজক, বিবর্ত্তবাদী বা Psilanthrophist হ'য়ে যাব।

শ্রীচৈতন্যের বিচার

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র শ্রীজগন্নাথ দেবকে সাক্ষাদ্ব্রজেন্দ্রনন্দন দর্শন কর্‌বার লীলা প্রদর্শন ক'রেছেন। 'নিম্বকাষ্ঠ বা নিম্বকাষ্ঠের অভ্যন্তরে ভগবান্ আছেন' —পৌত্তলিকের এইরূপ শ্রীবিগ্রহে দেহদেহীভেদ-বিচার তিনি প্রদর্শন করেন নাই। তিনি অন্যত্র ব'লেছেন,—"প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।"

অন্তর-দর্শন

অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তিদ্বারা চালিত হ'য়ে যে ভাব হৃদ্দেশে উদিত হয়, তদ্দ্বারা, সত্যের অপলাপ হ'য়ে থাকে। খামের অভ্যন্তরস্থ চিঠির বিষয়ে উদ্‌গ্রীব হ'লে বাহিরের খামখানা দেখ্‌বার অবসর হয় না। বৃক্ষের শাখার পার্শ্বে চন্দ্র আছে ব'লে চন্দ্র দর্শন হ'লে আর শাখার প্রতি দৃষ্টি কর্‌বার আবশ্যক হয় না, চন্দ্রই দেখ্‌তে থাকি।

শ্রৌতপ্রণালীতেই সেবা-সিদ্ধি হয়

বাহ্য জগতের বিচার-প্রণালীদ্বারা অন্তর্য্যামীর সেবা হয় না। একমাত্র শ্রৌত-পথের দ্বারা সেবা হ'য়ে থাকে।

সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।

মন্ত্র বা বৈকুণ্ঠ-শব্দোচ্চারণমুখে ভগবদর্চ্চন বৌদ্ধপ্রণালী হইতে পৃথক্

ভগবান্ চৈতন্যচন্দ্রের যাবতীয় স্মৃতির কথা যা'তে উদিত হয়, সেইরূপ নামের দ্বারা ভগবান্‌কে আহ্বান, সেইরূপ মন্ত্রদ্বারা ভগবান্‌কে পূজা করি—কোন প্রকার বৌদ্ধপন্থা দ্বারা পরিচালিত হই না। সুতরাং যা'তে নরকপ্রাপিকা বুদ্ধি হ'তে ছুটী হয়, তা'হতে সর্ব্বদা আমাদিগকে সাবধান হ'তে হ'বে।

বৈষ্ণব-ধর্ম্মই বৈদিক ধর্ম্ম

ভগবান্ পৌত্তলিকের সজ্জা হ'তে দূরে থাকেন, তিনি বৈদিকের চিদ্দর্শনে অতি সম্মুখ। বৈষ্ণবধর্ম্মই একমাত্র বৈদিক ধর্ম্ম। বেদের কথা বৈষ্ণব ছাড়া আর কেহ বুঝ্‌তে পারেন না।

ভজনক্রম

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব-বিঃ ৪র্থ প্রেমভক্তিলহরীতে ১১শ শ্লোক)

প্রথমে শ্রদ্ধা, তাহা হইতে সাধুসঙ্গ, তাহা হইতে ভজন-ক্রিয়া, তাহা হইতে অনর্থনিবৃত্তি, পরে নিষ্ঠা, তাহা হইতে রুচি ও আসক্তি—এই পর্য্যন্ত সাধন-ভক্তি; তাহা হইতে ক্রমশঃ 'ভাব', অবশেষে 'প্রেম' উদিত হয়। সাধকদিগের প্রেমোদয়ের এই ক্রম জানিবে।

মুক্তকুলের ভগবদুপাসনা-প্রণালী

মুক্তকুল ভগবানের উপাসনা করেন কীর্ত্তন-পদ্ধতিতে—মন্ত্রাদিতে, যাহা শব্দাত্মক, যাহা জড়াতীত বস্তুর বাচক—তা'তে শব্দ ও শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয়ে ভেদ নাই। 'আদৌ শ্রদ্ধা' প্রভৃতি ক্রমপথ অবলম্বন করলে আমাদের হৃদয়ে ভগবৎপ্রীতির উদয় হয়।

উপসংহার

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৩৮)

প্রেমাঞ্জনদ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষুর্বিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্যগুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয়ে অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ ভগবান্‌কে আমি ভজনা করি।

অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য

স্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক

সময়—শ্রীহরিবাসর, ২৫শে আষাঢ়, ১৩৩৪ ; ইং ১০ই জুলাই, ১৯২৭

শ্রীরূপের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বন্দনা

ওঁ নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণ-প্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

—এই শ্লোকটী ব'লে একদিন শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভু প্রয়াগে দশাশ্বমেধঘাটে শ্রীগৌরসুন্দরের চরণ-বন্দনা ক'রেছিলেন। হে কৃষ্ণ, তোমাকে আমি নমস্কার করি। তোমার নাম—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য', রূপ—'গৌর', গুণ—'মহাবদান্যতা', লীলা—'কৃষ্ণপ্রেমপ্রদান'। এইরূপ কৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। শ্রোতা কে?—শ্রীগৌরসুন্দর। আর বক্তা কে?—শ্রীরূপ-গোস্বামী।

দৈন্যছলে দাম্ভিক শ্রোতার শ্রবণাভিনয়ের কুফল জ্ঞাপন

তৃতীয় ব্যক্তি—আমার মত একজন দাম্ভিক একথা শুন্‌লে নিরহঙ্কার প্রকাশ কর্‌ছেন কে?—শ্রীচৈতন্যদেব। তিনি কে? তা'র কথা আমি বলি—তিনি বলেন,—

'তৃণাদপি সুনীচতা'র শিক্ষক শ্রীগৌরহরি

তিনি কে?—তা'র কথা আমি বলি—তিনি বলেন,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

কেহ যদি মহাপ্রভুর নিকট এসে বলেন,—"আপনি ব্রজেন্দ্র-নন্দন" তখন তিনি কাণে হাত দেন; বলেন,—কৃষ্ণকে "কৃষ্ণ", ব'ল্‌তে হয়, আমি ক্ষুদ্র জীব, আমাকে তা' ব'ল্‌তেই নেই। হরিকীর্ত্তন কা'র দ্বারা সম্ভব? যাঁ'র চা'র প্রকার গুণ দেখ্‌তে পাওয়া যায়,—(১) তৃণাদপি-সুনীচতা। তৃণ—গো-গর্দ্দভ-মানব সকলের দ্বারাই পদ-দলিত হয়—সেই 'তৃণ' অপেক্ষাও আমি ছোট। জগতের যত অহঙ্কারী লোক আছেন, তা'রা যদি নিজদিগকে নিষ্কপটে "তৃণাদপি সুনীচ" জানেন, তবেই হয়—তাঁ'দের মুখে "কৃষ্ণ-নাম" উচ্চারিত হ'তে পারে।

মহাসৌভাগ্যবান্ কে?

কৃষ্ণনাম-উচ্চারণকারীই মহাভাগ্যবান্—

"এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥"

(ভাঃ ২।১।১১)

[হে রাজন্, যাঁহারা সংসারে নির্ব্বেদ-প্রাপ্ত একান্ত ভক্ত, যাঁহারা স্বর্গ-মোক্ষাদি কামনা করেন এবং যাঁহারা আত্মারাম যোগিপুরুষ, সকলের পক্ষেই হরির নাম-গুণ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ—এই তিনটী পরম সাধন ও সাধ্য বলিয়া পূর্ব্ব আচার্য্যগণ-কর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছেন।

হরিকীর্ত্তনকারীর আরও গুণ

হরিকীর্ত্তনকারীর আর একটী গুণ—(২) পরম সহিষ্ণুতা। আর একটী গুণ (৩) অমানিত্ব। কীর্ত্তনকারী—নিরভিমানী—অমানী, তিনি জড়ের কোনও অভিমান করেন না। চতুর্থ গুণ—(৪) মানদত্ব।

শ্রীগৌরসুন্দরের আদর্শের রহস্য

নিখিল বিনয়াধারের আদর্শ-প্রদর্শনকারী শ্রীগৌরসুন্দর—সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিনয়-শিক্ষা-দাতা শ্রীগৌরসুন্দর শুন্‌ছেন শ্রীরূপের মুখে—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

—সকল বুদ্ধিমান লোক মানবের প্রয়োজন-তত্ত্বে 'সর্ব্বোত্তমতা' ব'লে নির্ণয় ক'রেছেন যে চতুর্ব্বর্গকে—সেই চতুর্ব্বর্গকেও ধিক্কার ক'র্‌তে পারে—'কৃষ্ণপ্রেম' বা 'পঞ্চমপুরুষার্থ'। চা'র প্রকার পুরুষ-প্রয়োজনকেও ধিক্কার ক'র্ত্তে পারে—পঞ্চমপুরুষার্থ—'কৃষ্ণপ্রেম'। সেই কৃষ্ণপ্রেমের প্রদাতা তুমি। তুমি 'কৃষ্ণ,—'কৃষ্ণ' হ'য়েও কৃষ্ণপ্রেমের প্রদাতা। তুমি 'কৃষ্ণচৈতন্য'-নামধৃক্। তুমি গৌরাঙ্গ, তুমি মহাবদান্য। যে গৌরসুন্দর জগৎকে 'অমানী' 'মানদ' হ'বার জন্য উপদেশ দিচ্ছেন—সেই কৃষ্ণ-চৈতন্যদেব কি প্রকারে রূপ-গোস্বামীর নিকট নিজ স্তুতি শ্রবণ ক'র্‌লেন?

অকৃত্রিম 'তৃণাদপি-সুনীচ' মহাভাগবতের প্রতি মৎসর দাম্ভিকগণের দর্শনবিবর্ত্ত

আজকার সভায়—

"জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয়॥"

—এমন একজন নির্ঘৃণ্য অধমাধমজনকে সম্মান কর্‌বার ভার নিয়েছেন,—খুব একজন আভিজাত্য-সম্পন্ন ব্যক্তি—প্রবীণ ব্যক্তি—সর্ব্বোত্তম ব্যক্তি। তাঁ'র ত' সর্ব্বোত্তমতা আছে; কিন্তু এমন পশু কে আছে—যে তাঁ'র ন্যায়

সর্ব্বোত্তম ব্যক্তির নিকট হ'তে ব'সে ব'সে নিজ স্তুতি শুন্‌বে? অত্যন্ত অসৎ—পাপ-পরায়ণ ব্যক্তিই তা' শুন্‌তে পারে। আমরা সেই রকম একটী অভিযোগ বরণ কর্‌বার ভার গ্রহণ ক'রেছি। সকলে সাধারণ আসন গ্রহণ ক'রেছেন, কিন্তু আমাকে একটা উচ্চ আসন দেওয়া হ'য়েছে—সকলকে জানান হচ্ছে—"Zoo-gardenএর (চিড়িয়াখানার) একটা মস্ত জন্তু দেখ—কেমন দাম্ভিক! এমন মূর্খ—এমন অসৎ—এমন একটা প্রকাণ্ড পশু দেখেছ!—পুষ্প-মালিকা প্রদান ক'রেছেন আবার গলদেশে! কেমন স্তুতি—বড় বড় লম্বা লম্বা শব্দ বিশেষণ—আত্মজয়গান শুন্‌ছেন—নিজ কাণে ব'সে ব'সে! মনে মনে আনন্দ হ'চ্ছে—মহাপ্রভুর শিক্ষার বিরুদ্ধ কার্য্য কর্‌ছে!" সেইরূপ পশু—মূর্খ—দাম্ভিক কিরূপে সেইরূপ পশুত্ব হ'তে বাঁচ্‌তে পারে?

"আমার আজ্ঞায় 'গুরু' হঞা তার' এই দেশ"

আমি একজন প্রধান মূর্খ। 'দাম্ভিক' ব'লে আমাকে কেহ সদুপদেশ দেন না। আমাকে যখন কেউ উপদেশ দেন না, তখন আমিই মহাপ্রভুকে জানা'লাম। তখন ভাব্‌লাম আমার ভারটা তাঁ'র উপরই ছেড়ে দেই—দেখি তিনি আমাকে কি ক'র্‌তে বলেন। শ্রীগৌরসুন্দর তখন আমাকে ব'ল্লেন,—

"যা'রে দেখ তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥
ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥

যাঁ'র "তৃণাদপি সুনীচতা"ই একমাত্র শিক্ষা, তিনি আবার বল্লেন,—
"আমার আজ্ঞায় 'গুরু' হঞা তার' এই দেশ।"

এখানে স্বয়ং মহাপ্রভু 'হুকুম-ওয়ালা'—তাঁর' হুকুম—আমারই মত 'গুরুগিরি' কর।'—যাঁ'দের দেখ তাঁ'দেরও এ কথা বল। চৈতন্যদেব ব'ল্‌ছেন,—তা'দিগকে "আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ"—এ কথা বল। লোকের বুদ্ধিহীনতা হ'তে তা'দিগকে পরিত্রাণ দাও।

'না বাধিবে বিষয়-তরঙ্গ,—পাবে মোর সঙ্গ'

একথা যে যে শুন্‌ছে, সে হাত জোড় ক'রে ব'ল্‌ছে—আমি যে একটা পাষণ্ড—অধম, আমি "গুরু" হ'ব! আপনি ভগবান্, আপনি জগদ্‌গুরু; আপনি 'গুরু' হইতে পারেন। তা'র উত্তরে মহাপ্রভু ব'ল্‌ছেন,—

"তাহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি—পাবে মোর-সঙ্গ॥"

পূর্ণ-বস্তুতে কোণজ-হেয়তা নাই

এক্ষেত্রে কৃষ্ণ-বিস্মৃতির অবসর নাই। যেখানে ১৮০° ডিগ্রি বা ৩৬০° ডিগ্রির কম, সেখানেই কোণের (angle) উৎপত্তি; কিন্তু সমতল ভূমিতে বা ৩৬০° ডিগ্রিতে angular vision অর্থাৎ কোণজ দর্শন নাই। ভগবান্ বা ভগবদ্‌বস্তুকে যদি ৩৬০° ডিগ্রির সহিত একটা তুলনা ক'রে দেখান যায়, তা' হলে তাঁ'তে কোন প্রকার কোণজ-হেয়তা থাক্‌তে পারে না।

'বিষয়ী' হওয়া উচিত নহে

'বিষয়' জিনিষটা আমাদিগকে কষ্ট দেয়—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ তরঙ্গায়িত হ'য়ে আমাদিগকে ধাক্কা দেয়। এজন্য 'বিষয়ী' হওয়া উচিত নহে।

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥"

(চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক ৮।২৪)

[শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন,— ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার যাঁহাদের ইচ্ছা, এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিগণের পক্ষে বিষয়ি-দর্শন, স্ত্রী-সন্দর্শন, বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু।]

যোষা—বিষয়, যোষাধিপতিত্বাভিমানী বিষয়ী

যিনি ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হ'তে চান, তিনি যেন বিষয়ীকে দর্শন না করেন। বাহ্য জগতের আংশিক রূপ দর্শনে ভগবদ্রূপদর্শন আচ্ছাদিত। বিষয় বা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ব্যাপার যখন এসে উপস্থিত হয়, তখনই ভগবদ্-বিস্মৃতি হয়, ভগবজ্জনগণকে 'ছোট' মনে হয়। যিনি ভগবানের সেবা কর্‌বার জন্য ভক্তিপথে অগ্রসর হ'চ্ছেন, তিনি বিষয়ীকে দর্শন কর্‌বেন না—বিষয়ীকে দর্শন ক'র্‌বেন না। 'যোষা—বিষয়, আর যোষাধি-পতিত্বের অভিমানী হ'চ্ছে 'বিষয়ী'। যোষিৎ-সঙ্গী বা—যোষিৎ-সঙ্গীর সঙ্গীকে দর্শন ক'র্‌বে না। গৌরসুন্দর চিকিৎসকসূত্রে আমাদিগকে ব'লে দিয়েছেন—যোষিৎ-সঙ্গীর সঙ্গ কোরো না—কোরো না।

বিষয়-কবলিত ব্যক্তি 'গুরু' নহে

মহাপ্রভু ব'লে দিয়েছেন,—

"আমার আজ্ঞায় 'গুরু' হঞা তার' এই দেশ।"
"ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥"

"হিংসা পরিত্যাগপূর্ব্বক জীবে দয়াবিশিষ্ট হও। হিংসা কর্‌বার জন্য 'গুরুগিরি' কোরো না। নিজে বিষয়ে ডুবে যা'বার জন্য 'গুরুগিরি' কোরো না। কিন্তু যদি তুমি আমার নিষ্কপট ভৃত্য হ'তে পার, আমার শক্তি লাভ ক'রে থাক, তা'হলে তোমার ভয় নাই।"

অকপট শ্রৌতপথানুসরণকারীর ভয় নাই

আমার কোন ভয় নাই। আমার গুরুদেব, তাঁ'র গুরুদেবের নিকট এ'কথা শুনেছেন। তাই তিনি (আমার গুরুদেব) আমার ন্যায় পাষণ্ড ব্যক্তিকেও গ্রহণ ক'রেছেন এবং আমাকে ব'ল্‌ছেন,—

"আমার আজ্ঞায় 'গুরু' হঞা তার' এই দেশ"।

শ্রৌতপ্রণালীতে গুরুপূজার মহিমাকীর্ত্তনকারী ও শিষ্যে গুরুপূজা-শিক্ষাদানকারী গুরুদেবের তৃণাদপি-সুনীচতার অভাবকল্পনা প্রাকৃত সাহজিক মর্কটমতবাদ

যা'রা গৌরসুন্দরের এ'কথা শুনে নাই, তা'রাই বল্‌ছে,—"কিরূপে আত্মস্তুতি শুন্‌ছে!" গুরু যখন শিষ্যকে একাদশ স্কন্ধ উপদেশ দিচ্ছেন, তখন কিরূপ 'পাষণ্ডতা'ই (!) না তাঁ'র কর্‌তে হচ্ছে! "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে আচার্য্য কি কর্‌বেন? "আচার্য্যকে কখনও অবমাননা করিও না। তোমার সঙ্গে 'আচার্য্য' সমান—এ'কথা কখনও মনে করিও না।"—কৃষ্ণের এই সকল বাণী—যা'তে জীব মঙ্গল লাভ কর্‌বে, সেই সকল কথা ব্যাখ্যা কর্‌বার আসন থেকে (আচার্য্যের আসন থেকে) কি তিনি পালাবেন? তাঁ'কে যে অধিকার তাঁ'র গুরুদেব দিয়েছেন—যদি তিনি তা' পালন

না করেন, তা'হলে গুর্ব্ববজ্ঞা—নামাপরাধ-ফলে তাঁ'র পতন অবশ্যম্ভাবী—যদিও তখন আমার দাঁড়ে ছোলা ব্যাখ্যা হ'য়ে যায়। যখন গুরু শিষ্যকে মন্ত্র প্রদান ক'র্‌ছেন, তখন কি তিনি ব'লে দেবেন না,—এই মন্ত্র-দ্বারা 'গুরুপূজা' কোরো? না ব'লে দেবেন, —গুরুকে জুতাকয়েক—ঘা কতক দিয়ে দেবে? "গুরুকে কখনও অসূয়া কর্‌তে হ'বে না, গুরু—সর্ব্বদেবময়"—এই সকল কথা ভাগবত পড়ান'র সময়ে কি গুরুদেব শিষ্যকে ব'লে দেবেন না? "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ" শ্রীকৃষ্ণে যেমন পরা ভক্তি, গুরুদেবেও যাঁ'র তদ্রূপ নিষ্কপট পরা ভক্তি বিদ্যমান, তাঁর নিকটই গুহ্য বিষয়সমূহ প্রকাশিত হয়,—একথা কি গুরুদেব শিষ্যকে ব'ল্‌বেন না? "আদৌ গুরুপূজা' সর্ব্বাগ্রে গুরুপূজা—কৃষ্ণেরই ন্যায় গুরুকে ভক্তি ক'র্‌বে—এইরূপে গুরুর উপাসনা কর্‌তে হয়—এ সকল কথা কি গুরুদেব শিষ্যকে ব'লে না দিয়ে পালিয়ে যাবেন?

মহামুক্তগণের সেবা-সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিচার সাধারণ ভ্রমে পতিত মূর্খসম্প্রদায়ের অনধিগম্য

কোণে (angle) সম্পূর্ণতা—সমতলতা ১৮০° ডিগ্রি বা ৩৬০° ডিগ্রির অভাবরূপ হেয়ত্ব আছে—কিন্তু সমতল ভূমিতে—৩৬০° ডিগ্রিতে সে হেয়ত্ব নাই। মুক্ত অবস্থায় যে, সে অবস্থাটা (হেয়ত্ব) থাকে না, তা' সাধারণ মূর্খ-সম্প্রদায় বুঝে উঠ্‌তে পারে না।

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

[নিখিল শাস্ত্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্ন-বিগ্রহ-রূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং সাধুগণও যাঁহাকে সেইরূপেই চিন্তা করিয়া থাকেন, তথাপি যিনি—মহাপ্রভু ভগবানের একান্ত প্রেষ্ঠ, সেই (ভগবানের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ প্রকাশ-বিগ্রহ) শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি]

গুরুতে অপ্রাকৃত ভগবদভিন্ন ভগবৎপ্রিয়তম-বুদ্ধি ব্যতীত শিষ্যত্ব-সংরক্ষণে ও শ্রীনাম-গ্রহণে অযোগ্যতা

সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে যেরূপ বিচার ক'র্‌বে, গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার ক'র্ব্বে, কোনও অংশে কম মনে ক'র্ব্বে না। সাধু সকল—পণ্ডিত সকল—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-সকলের কর্ত্তব্য হ'চ্ছে—ভগবানের ন্যায় গুরুকে জানা—পূজা করা—সেবা করা—যদি তা' না করেন, তবে শিষ্য-স্থান হ'তে ভ্রষ্ট হ'য়ে যাবেন।

"কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ "

মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন—ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না বল্লে কোনও দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না। তা'র একটা প্রমাণ আছে শ্রুতিতে—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ
প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ" ॥

তিনিই শ্রুতির মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারেন, যাঁ'র গুরু ও ভগবানে অভিন্নবুদ্ধি আছে।

শ্রীগুরুদেব—সেবক-ভগবান্—আশ্রয়-ভগবান্

"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।"
"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে'আমি তাঁহার প্রকাশ॥"

সচ্চিদানন্দ ভগবানের গায়ে হাত আছে, সেই হাত দিয়ে তিনি যেন তাঁ'র পা' চুল্‌কুচ্ছেন। ভগবানের হাতও তাঁ'র দেহ-ই—ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা ক'র্‌ছেন। **ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন।** আমার গুরুদেবও সেইরূপ ভগবান্ হ'তে অভিন্ন—ভগবানের সহিত এক দেহ—'সেব্য-ভগবান্' আর 'সেবক-ভগবান্'—'বিষয়-ভগবান্' আর 'আশ্রয়-ভগবান্'। মুকুন্দ—সেব্য-ভগবান্—বিষয়-ভগবান্, আর মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব—সেবক-ভগবান্—আশ্রয়-ভগবান্। আমার গুরুদেবের তুল্য প্রিয় ভগবানের আর কেহ নাই। তিনিই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। আমাদের গুরুদেব এরূপ ব'লেছেন,—

"ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥"

[হে মন, বেদ-প্রতিপাদিত ধর্ম্মই হউক অথবা বেদনিষিদ্ধ অধর্ম্মই হউক, তুমি তাহা কিছুই করিও না। তুমি ইহজগতে বর্ত্তমান থাকিয়া ব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্য্যা বিস্তার কর এবং শচীনন্দন শ্রীগৌর-সুন্দরকে নন্দ-নন্দন হইতে অভিন্ন এবং গুরুবরকে 'মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ' জানিয়া নিরন্তর স্মরণ কর]

"গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজ-নবযুবদ্বন্দ্ব-শরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরাময়ে
স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ॥"

গোষ্ঠে—নবদ্বীপে—বৈকুণ্ঠে—শ্বেতদ্বীপে—বৃন্দাবনে ; নবদ্বীপবাসী—ব্রজবাসী গৌরকৃষ্ণ-সেবকগণকে অমর্য্যাদা কোরো না। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকে অবজ্ঞা কোরো না।

কপটতা সিদ্ধির প্রতিবন্ধক

যেমন, খেতে ব'সে যদি কপটতা ক'রে ভদ্রতার নামে অল্প খাই, তবে পেট ভ'র্‌বে না। কামারকে যদি ইস্পাত ফাঁকি দেই—যদি কোন অঙ্ক বুঝে উঠ্‌তে না পেরে—মাষ্টারের নিকট "বুঝ্‌তে পারি নাই" ব'ল্‌তে লজ্জা বোধ করি, তা' হ'লে আমার কার্য্য-সিদ্ধি হ'বে না।

'কপটতা' সুনীচতা নহে

"নাচ্‌তে ব'সে ঘোম্‌টা টান্‌লে হ'বে না"। আমি গুরুর কার্য্য কর্‌ছি কিন্তু যদি আমার 'জয়' দিতে হ'বে না—এ'কথা প্রচার করি অর্থাৎ একটু ঘুরিয়ে অন্যভাবে বলি 'বেশী ক'রে আমার 'জয়' দাও', তা' হ'লে সেটা 'কপটতা' ছাড়া আর কিছুই নয়।

গুরু-গৌরাঙ্গ কপটতার শিক্ষক নহেন

আমাদের গুরুদেব এরূপ কপটতা শিক্ষা দেন নাই—মহাপ্রভু এরূপ কপটতা শিক্ষা দেন নাই। অত্যন্ত সরলতার সহিত ভগবানের সেবা কোর্‌ব—ভগবানের বাক্য আমার গুরুদেব পর্য্যন্ত আছে—আমি সেই বাক্য সরলভাবে পালন কোর্‌ব।

গুরুগৌরশিক্ষা সরলভাবে পরিপালনই কৃষ্ণসেবা

আমি মূর্খ-সম্প্রদায়ের—হিংসা-পরায়ণ-সম্প্রদায়ের কোনও কথা শুনে গুরুর অবজ্ঞা কোর্‌ব না। যখন শ্রীগৌরসুন্দর আমাকে আজ্ঞা ক'রেছেন—"আমার আজ্ঞায় 'গুরু' হঞা তার' এই দেশ"। আমার গুরুদেবের কাছে এই আজ্ঞা পৌঁছেছে—গুরুদেব আবার আমাকে সেই আজ্ঞা ব'লেছেন—আমি সেই আজ্ঞা পালন কর্‌তে কপটতা কোর্‌ব না—মূর্খ-সম্প্রদায়ের—কপট-সম্প্রদায়ের—ফল্গুত্যাগি-সম্প্রদায়ের আদর্শ নেবো না—আমি কপটতা শিখ্‌বো না। বিষয়িগণ—মৎসরগণ—ফল্গুত্যাগি-গণ—স্বার্থপরগণ বুঝ্‌তে পারে না—ভগবানের ভক্তগণ কিরূপ জগতের সর্ব্ববিষয়ে পদাঘাত ক'রে ভগবানের আজ্ঞায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে লবমাত্রও ভগবানের নিষ্কপট সেবা হ'তে বিচ্যুত হন না।

কপটজড়প্রতিষ্ঠাকামী সম্প্রদায়ের বিবর্ত্ত

কপট-সম্প্রদায়—বৈষ্ণবব্রুব-সম্প্রদায় অন্তরে জড়প্রতিষ্ঠাকামি-সম্প্রদায় মনে ক'র্‌ছেন, গুরুর আসনে ব'সে শিষ্যগণের স্তুতি শুন্‌ছে কিরূপে! প্রত্যেক বৈষ্ণব প্রত্যেক বৈষ্ণবকে 'শ্রেষ্ঠ' জ্ঞান করেন। যখন হরিদাস ঠাকুর বিনয়-নম্র ভাব দেখাচ্ছেন, তখন মহাপ্রভু ব'ল্‌ছেন,—"তুমি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—পৃথিবীর শিরোমণি এসো একসঙ্গে ভোজন করি। তিনি ঠাকুর হরিদাসের সচ্চিদানন্দ দেহ ক্রোড়ে বহন ক'র্‌ছেন। রূপানুগ-সম্প্রদায়ে 'অমানী-মানদ'-ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে র'য়েছে, যা'রা তাতে বৈষম্য দর্শন করে, তা'রা দিবান্ধ পেচকসদৃশ—অপরাধী।

আত্মদৈন্যছলে প্রকৃতগুরু ও শিষ্যের অকৃত্রিম আচারের স্বরূপ শিক্ষাদান

কিন্তু আমার মত চণ্ডাল, মূর্খ, দাম্ভিক, ক্ষুদ্র, নির্ঘৃণ অসজ্জন ঐরূপ কথার বিষয় নয়। তা'তে আমি বলি,—'আমার সদাচার এটা নয়—মানব জাতির আইন এটা—এই আইনটা গুরু-পারম্পর্য্য-ক্রমে আমার নিকট এসে উপস্থিত হ'য়েছে। যদি আমি এ'টী অমান্য করি, তা' হ'লে গুরু-আজ্ঞা-অপালন-জন্য-দোষ আমাতে এসে আমাকে গুরু-পাদপদ্ম হ'তে অপসারিত ক'র্‌বে। বৈষ্ণবগুরুর আজ্ঞা পালন ক'র্‌তে যদি আমাকে 'দাম্ভিক' হ'তে হয়, 'পশু' হ'তে হয়—অনন্তকাল নরকে যেতে হয়—আমি অনন্ত-কালের তরে contract ক'রে সেইরূপ নরকে যেতে চাই। আমি গুরু-আজ্ঞা ছেড়ে অন্য হিংসাপরায়ণ লোকের কথা শুন্‌বো না। আমি গুরুর আজ্ঞা ছেড়ে জগতের বাদবাকী কা'রও কথা শুন্‌বো না—জগতের অন্যান্য সমস্ত লোকের চিন্তাস্রোত গুরুপাদপদ্মের বলে মুষ্ট্যাঘাতে বিদূরিত ক'রব—আমি এতদূর দাম্ভিক। আমার গুরুপাদপদ্ম-পরাগের একটু কণা ছড়িয়ে দিলে তোমাদের মত কোটী কোটী লোক উদ্ধার লাভ ক'র্‌বে। এমন কোনও পাণ্ডিত্য জগতে নাই—এমন কোনও সদ্‌বিচার চতুর্দ্দশ ভুবনে নাই—কোন মনুষ্যদেবতায় নাই—যা' নাকি আমার গুরুদেবের পাদ পদ্মের ধূলির একটী কণা হ'তেও ভারি হ'তে পারে।

অকপট অহিংসক অমন্দোদয়-দয়াবান পুরুষই শ্রীগুরুদেব

গুরুদেব আমায় হিংসা করেন না। আমায় যিনি হিংসা করেন, তাঁ'র কথা শুন্‌তে আমি কিছুতেই প্রস্তুত নই—তাঁ'কে গুরুরূপে বরণ ক'র্‌তে প্রস্তুত নই। শ্রীচৈতন্যদেবের সম্মুখে শ্রীদামোদরস্বরূপ ব'ল্‌ছেন,—

"হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া।

[হে দয়ার সাগর শ্রীচৈতন্য, আপনার কৃপার উদয়ে চিত্তখেদ-রূপ ধূলি হৃদয় হইতে অনায়াসে উড়িয়া যায়, সুতরাং হৃদয় নির্ম্মল হয়। তখন হৃদয়ে কৃষ্ণসেবা-জনিত পরমানন্দ প্রকাশ পায়। শাস্ত্র-সমূহের ব্যাখ্যা-ভেদে বিবাদসমূহ চিত্তে উদিত হইয়া নানা বাদ-প্রতিবাদ করে। আপনার কৃপালাভ করিলেই লব্ধরূপ হৃদয়টী ভগবদ্রসে উন্মত্ত হয়; আবার কৃষ্ণ-রস-প্রদা মত্ততাও আপনার কৃপাবলেই উদিত হয়; সুতরাং শাস্ত্রবিবাদ শান্তি লাভ করে। আপনার কৃপা নিরন্তর ভক্তিবিনোদন করিয়া থাকে অর্থাৎ জীবকুলকে স্ব-স্বভাবে প্রেরণ করাইয়া থাকে। আপনার কৃপা কৃষ্ণেতর-তৃষ্ণারহিত করাইয়া জীবকুলকে অপ্রাকৃত মাধুর্য্য-রসের চরম সীমায় উপনীত করায়। হে দয়ানিধি শ্রীচৈতন্য, আপনার সেই অমন্দোদয়া দয়া আমার প্রতি উদিত হউক।]

মূঢ়লোককে অকপট বিনয়-শিক্ষাদানার্থ—শ্রীচৈতন্যদেবের অমানিত্বলীলা ; কপটতা শিক্ষাদানার্থ নহে

একথা যখন শ্রীস্বরূপদামোদর শ্রীচৈতন্যদেবকে ব'ল্‌ছেন, তখন ত' চৈতন্যদেব শুন্‌ছেন। তবে মূঢ়লোকসমূহকে 'বিনয়' শিক্ষা দেওয়ার জন্য কখনও কখনও এরূপ আচরণ প্রদর্শন ক'র্‌ছেন,—"আমাকে ঐরূপ ব'ল্‌তে নেই"—উহা কিন্তু 'কপটতা' শিক্ষা দেওয়ার জন্য নয়।

মৎসর মূঢ়লোকের সন্দেহের কৈফিয়ৎ

মূঢ়লোকদের স্বাভাবিক সন্দেহ উপস্থিত, তা'র জবাবে আমার একটা কৈফিয়তের খানিকটার একটা দিক্‌মাত্র আজ ব'ল্‌লাম। একদিনে আপনাদের সময়ের উপর অধিক পরিমাণে হস্তক্ষেপ কর্‌বার অধিকার আমার নেই।

মহাভাগবত শ্রীগুরুদেবের অমানী মানদ-লীলা দর্শনে তাঁহাকে তদ্রূপ অযোগ্যবিচার ভীষণ অপরাধ

আমি গুরুদেবের নিকট শিক্ষা পেয়েছি—

"পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।
জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ॥"

আমি পুরীষের কীট বটে, তবে আমার গুরুদেব গুরুর আদেশে—মহাপ্রভুর আদেশে যখন ঐরূপ আচরণ করেন, তখন যেন কেহ তাঁ'র চরণে অপরাধ না করে।

আত্মদৈন্য ও উপসংহার

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্লিষ্ট আমার প্রতি আপনারা দয়া ক'র্‌বেন—কারণ আপনারা উদার। কতলোককে আপনারা ক্ষমা ক'রেছেন, মাদৃশ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দাম্ভিককেও তদ্রূপ ক্ষমা ক'রে আমাদের মঙ্গল ক'র্‌বেন।

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥"

দীক্ষা ও বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি

স্থান—শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ, কাশীধাম।

সময়—রবিবার, অপরাহ্ণ ১৫ই আশ্বিন ১৩৩৪, ২রা অক্টোবর, ১৯২৭

শ্রীগৌরবিগ্রহাধিষ্ঠানবাসর

সম্বন্ধজ্ঞানাচার্য্য শ্রীল সনাতনের বন্দনামুখে শ্রীরূপানুগবরের মঙ্গলাচরণ

'বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥

বারাণসীক্ষেত্র

আজ আমরা বারাণসীক্ষেত্রে উপস্থিত। এখানে আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর গুরু শ্রীসনাতন প্রভুর নিকট শ্রীগৌরসুন্দর সনাতন ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

সেই শ্রীসনাতন প্রভুর সম্বন্ধে 'বিলাপ-কুসুমাঞ্জলী'তে শ্রীল দাসগোস্বামি-প্রভু পূর্ব্বকথিত শ্লোকটী গ্রথিত করিয়াছেন।

সম্বন্ধজ্ঞানাচার্য্য অনিচ্ছুককেও বলপূর্ব্বক ভক্তিরস পান করাইয়া থাকেন

হিতাহিত-বিবেকশূন্য মানুষ আমি—বাহ্য-জ্ঞানাদিতে প্রমত্ত আমি নিজের মনগড়া ভজনাদিতে ব্যস্ত ছিলাম। আমাকে ইতরপিপাসা-রহিত করাইয়া মহাবদান্য গৌরসুন্দরের নিত্যভৃত্য মহামহাবদান্য শ্রীল সনাতন প্রভুপাদ অনিচ্ছুক আমাকে বল পূর্ব্বক ভক্তিরস পান করাইয়াছিলেন। আমাদের শ্রীগুরুদেব শ্রীরূপ, তাঁহার শ্রীগুরুদেব শ্রীসনাতন।

শ্রীরূপানুগেরই গোপীগণগম্য ভক্তিকথা শ্রবণে অধিকার

শ্রীসনাতন—সম্বন্ধজ্ঞানাচার্য্য। তিনি 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত'-গ্রন্থের মধ্যে সম্বন্ধবিষয়ক কথা বিচার করিয়াছেন। ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইলে ভগবানের ভক্তের আশ্রয়ব্যতীত আমাদের ভগবৎসেবা লাভ ঘটে না। আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীরূপগোস্বামী, যাঁহার (শ্রীরূপের) অনুগত বলিয়া শ্রীদাসগোস্বামী আপনাকে পরিচয় দিয়াছেন, যাঁহা হইতে ভজনবিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন—আমাদের কবিরাজ গোস্বামী, সেই শ্রীরূপপ্রভু অত্যন্ত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির, এমন কি উদ্ধবাদিরও দুর্ল্লভ একমাত্র গোপীগণ-প্রাপ্য ভক্তি-কথা শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর নিকট শুনিবার অভিনয় করিয়াছিলেন।

অনাদি-বিমুখ জীবের অবস্থা ও মঙ্গলের উপায়

প্রাক্তন অনাদিকর্ম্মফলে আমাদের মনে হইয়াছে যে, কৃষ্ণেতর প্রীতিসংগ্রহ-ই আমাদের প্রয়োজনীয়। আমরা পতিত জীব। আমরা নিজের মঙ্গল নিজে করিতে পারি না। পতিতপাবনের চরণাশ্রয় না করা পর্য্যন্ত আমাদের মঙ্গল হয় না—তদ্ব্যতীত অন্য মঙ্গলের উপায় নাই।

সর্ব্বজীবগুরু শ্রীরূপ-সনাতন

শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিগণ নিত্য ভগবৎপার্ষদ। তাঁহাদের পাদপদ্ম নিত্যকাল সর্ব্বজীবের সর্ব্বোচ্চ গুরুপাদপীঠ।

'যতনবট' ও শ্রীল সনাতনের পূর্ব্ব ইতিহাস

এই কাশীপুরীর 'যতনবটের' নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে চন্দ্রশেখরের গৃহে তখন মহাপ্রভু বাস করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র, রঘুনাথ ভট্টগোস্বামীর পিতৃরূপী শ্রীতপনমিশ্র মহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু পূর্ব্বেই গৃহত্যাগের অভিনয় দেখাইয়াছিলেন।

শ্রীসনাতন কারারক্ষককে অর্থাদির দ্বারা বঞ্চনা করিয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্মে ছুটিয়া আসেন। শ্রীসনাতন মজঃফরপুরের নিকটবর্ত্তী স্থানে ডাকাতের হাতে পড়িবার অভিনয় করেন। তখন শ্রীল সনাতন 'সাকর মল্লিক' নামে পরিচিত ছিলেন! সনাতন কাশী আগমন করিলে তপনমিশ্র 'সাকর মল্লিকে'র দাড়ি গোঁফ প্রভৃতি দেখিয়া 'মুসলমান ফকির' মনে করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু 'সাকর মল্লিক' নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'সনাতন' নাম দিলেন। কর্ণাট ব্রাহ্মণোচিত বেশ না দিয়া সনাতনকে দিলেন কাঙ্গালের বেশ। সনাতন বৈষ্ণবের অবশিষ্ট অধৌত বসন পরিধান করিলেন।

পরমহংসবেষ ও বৈধবেষ

পুরাতন কাপড় রাগপর্য্যায়ে গৃহীত নিষ্কিঞ্চনের বেষ বা বৈষ্ণব-পরমহংসের বেষ। তাহা বিধিপর্য্যায়ে গৃহীত বেষ নয়। কাষায়-বসনাদি বৈধ বেষ

সম্বন্ধজ্ঞান

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে সম্বন্ধের কথা বলিয়াছিলেন। যেখানে বস্তুর একত্বের অধিক, সেখানেই পরস্পরের সম্বন্ধভাব বিদ্যমান—সেখানেই সেব্য-সেবক ভাব।

কৃষ্ণস্মৃতি

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্॥

(ভা ১২।১২।৫৫)

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের অনুক্ষণ স্মৃতি জীবের যাবতীয় অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া অশেষ কল্যাণ বিস্তার করে। তাঁহার চরণ স্মরণে অন্তঃকরণশুদ্ধি এবং জ্ঞানবিজ্ঞান ও বিরাগযুক্ত প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভ হয়।

সম্বন্ধজ্ঞানই—দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা

আদৌ সম্বন্ধ জ্ঞান। সম্বন্ধ জ্ঞানের অপর নামই 'দিব্যজ্ঞান' বা 'দীক্ষা'। গুরুপদাশ্রয় হইতেই এই দিব্যজ্ঞান লাভ হয়।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন,—

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিঃ ৭ম সংখ্যা-ধৃত বিষ্ণুযামল-বাক্য)

যেহেতু দিব্যজ্ঞান (সম্বন্ধ-জ্ঞান) প্রদান করে এবং পাপের (পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা) সমূলে বিনাশ করিয়া থাকে, সেই জন্য ভগবত্তত্ত্ব-বিৎ পণ্ডিতগণ এই অনুষ্ঠানকে 'দীক্ষা' নামে অভিহিত করেন।

দীক্ষার প্রকৃত স্বরূপ কি ?

মন্ত্রের উপদেশমাত্র দীক্ষা নয়; যাহাতে দিব্যজ্ঞান হয়, তাহার নামই —দীক্ষা। জীব নিজে শত শত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া বা নিজের মনোমত ভজনের অভিনয় করিয়া নিজের মঙ্গল সাধন করিতে পারে না। শব্দার্থজ্ঞানকে মন্ত্রার্থজ্ঞান সাহায্য করেন। মহান্তগুরুর নিকট শিষ্যের দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষাপ্রাপ্তিতে বাহ্য জগতের যে পরিভাষা—যাহা অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তিময়ী, তাহা তাঁহার চিত্তে স্থান না পাইয়া সে স্থানে মন্ত্রার্থ বা বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি অধিকার স্থাপন করেন।

'অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণবাচার'

শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধুঃ॥

(চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৮।২৪)

হায়! ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার যাঁহাদের ইচ্ছা, এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিগণের পক্ষে বিষয়িদর্শন এবং স্ত্রীসন্দর্শন বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু।

শ্রীচৈতন্যবাণী ভূতাকাশে বিলীন হন নাই বৈকুণ্ঠাকাশে বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি প্রকাশ করিয়া নিত্য বিরাজমান

ঐতিহাসিকগণ বলিতে পারেন, চৈতন্যদেব বহুদিন পূর্ব্বে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা ভূতাকাশে বিলীন হইয়া গিয়াছে। **অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তিতে সেই সকল কথা ভূতাকাশে বিলীন হইলেও বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিতে নিত্য বৈকুণ্ঠাকাশ বা পরব্যোমাকাশে সেই সকল ভগবৎকথা সেবোন্মুখ জীবের কর্ণকুহরে নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে।**

বৈষ্ণব পৌত্তলিক নহেন

আমরা কিছু সাধারণ প্রতিমার পূজক নহি। আমরা আত্মবৃত্তিতে পরমাত্মার পূজা করিবার জন্য লালায়িত। আমাদের আত্মা ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত। কিন্তু সেই বুদ্ধিটি বর্ত্তমানকালে বিপর্য্যস্ত হইয়াছে।

মোক্ষদায়িকাপুরীবাসীর কর্ত্তব্য

এই মোক্ষদায়িকা পুরীতে যাঁহারা মোক্ষলাভের জন্য লালায়িত হয়, তাঁহাদের উচিত যে গৌরসুন্দর যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা আলোচনা করা।

আমরা গৌরসুন্দরকে একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ বা প্রচারকমাত্রে আবদ্ধ করিব না। আমরা তাঁহাকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপেই জানিব। 'আমরা কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি'—এই বিচারটী যাহাতে আমাদের আত্ম-বৃত্তিতে পুনরুদ্দীপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে আমরা চেষ্টা করিব। যেমন শ্রীভাগবত বলিয়াছেন,—

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥
(ভাঃ ১১।৯।২৯)

মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা বড় বা একমাত্র প্রয়োজনীয় কি ?

আমরা জন্মে জন্মে বিষয় পাইব। ভোক্তা হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করিতে পারিব। সুপ্তি ও সুষুপ্তির সুখভোগ করিতে পারিব। এই সকল ভোগের জন্য বহু বহু জন্মান্তর রাখিয়া দিয়া যে **কার্য্যটী সর্ব্বাপেক্ষা বড় পড়িয়া গিয়াছে—যে কার্য্যটী মনুষ্য জন্ম না হইলে অপর জন্মে হয় না, তাহারই জন্য আমাদের উঠিয়া পড়িয়া লাগা উচিত।** আমরা যদি দেবতা হইতাম, তাহা হইলে আমাদের হরিকথা শুনিবার অধিকার বা সময় হইত না! যাহাতে আমাদের স্বার্থপরতার পূর্ণসিদ্ধি হয়, তজ্জন্য যত্ন করাই উচিত।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তি—এসকল আমাদের প্রকৃত পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে, এই সকলের দ্বারা আমাদের স্বার্থপরতার পূর্ণসিদ্ধি হইতে পারে না। ভোগি-সম্প্রদায়ের ন্যায় ভুক্তি-কামনা বা ত্যাগিসম্প্রদায়ের ন্যায় হরিসেবাহীন মুক্তিকামনা—এরূপ ক্ষুদ্র লাভাশা লইয়া পরিপূর্ণ স্বার্থপর পুরুষগণ মোক্ষদায়িকা বারাণসীপুরীতে আসেন না। যাঁহারা পরম প্রয়োজনের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা মোক্ষদায়িকা পুরীতে বাস করিয়া রুদ্রের আচরিত কৃষ্ণসেবার জন্য লালায়িত হন। 'নিজাস্তিত্ব-রহিত হইয়া যাওয়া, প্রভৃতি বিচারের ন্যায় কৃষ্ণপ্রেমার বিচারটী ক্ষুদ্র নহে! ইহা নিরপেক্ষ বিচারের দ্বারা প্রত্যেকে জানিতে পারেন। শ্রীরুদ্রদেব সর্ব্বদা 'রাম'নাম করেন, রামেরও রুদ্রের সহিত অত্যন্ত প্রীতি। সে লীলার ভিতরে প্রবেশ লাভ না করিলে আমাদের জন্মজন্মান্তর লাভ হইবে। শ্রীরুদ্রের আনুগত্যে সঙ্কর্ষণ-রামের সেবায় অধিষ্ঠিত না হইলে আমাদের জন্মজন্মান্তর লাভ হইবে। শ্রীরুদ্রের পঞ্চমুখ নিরন্তর এই কথাই কীর্ত্তন করেন।

সনাতনক্ষেত্র কাশী ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ-জ্ঞান উদ্দীপনার স্থান

শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে আমরা যে-সকল কথা লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমাদের ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা স্তব্ধ হইয়া যাইবে। কাশীক্ষেত্র বিষয়ভোগ করিবার স্থান নহে। ইহা বিষ্ণু-বৈষ্ণব-ক্ষেত্র,—পরমার্থ আলোচনার স্থান। এই মোক্ষদায়িকা পুরীকে যদি আমরা বিষয়-ক্ষেত্র মনে করি, তবে কেহই আমাদের বুদ্ধির

প্রশংসা করিবেন না। এখানে নিত্যকাল গৌরসুন্দর নিত্য-সনাতন-বৈষ্ণবকে হরিকথা উপদেশ করিতেছেন। এ'টী ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ-উদ্দীপনার স্থান। সেজন্য আমরা হরিপ্রিয়তম মহাদেবের চরণাশ্রয় করিয়াছি।

অর্চ্চামূর্ত্তি প্রাকৃতবস্তু নহেন, সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তু

আপনারা শ্রীঅর্চ্চামূর্ত্তিকে দার্ব্বী, শিলাময়ী প্রভৃতি বিচার করিবেন না। সাক্ষাৎ মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামিপ্রভুকে যে প্রকারে হরিকথা উপদেশ দিয়াছেন, শ্রীঅর্চ্চাবতাররূপে শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়-মঠে শ্রীগৌর-সুন্দরও এখনও সেইপ্রকার হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। আসুন, আপনারা—শ্রীগৌরসুন্দর দর্শন করুন।"

শ্রীচৈতন্যদেব

স্থান—নূতন দিল্লি, তালকটোরা

সময়—শনিবার, ১৯শে কার্ত্তিক, ১৩৩৪ ; ইং ৫ই নবেম্বর ১৯২৭

উত্থানৈকাদশী, শ্রীল গৌরকিশোর-তিরোভাব-তিথি

মহাভাগবতোচিত দৈন্যমুখে মঙ্গলাচরণ ও বক্তব্য বিষয়ের নির্দ্দেশ

সর্ব্বপ্রথমে উপস্থিত সকলকেই আমি নমস্কার করি। আজ "শ্রীচৈতন্যদেব" সম্বন্ধে আমার বলিবার কথা।

সার্ব্বভৌমরচিত গৌরস্তব

শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম শ্রীমন্মহাপ্রভুকে এই শ্লোকদ্বয়ের দ্বারা নমস্কার করিয়াছিলেন,—

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তি-যোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণ-চৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥

নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীসার্ব্বভৌম-মিলনের প্রাগ্‌বিবরণ

শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণের পর যখন শ্রীপুরুষোত্তমে উপস্থিত হইলেন, তখন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নদীয়া-সম্পর্কে যুবক-সন্ন্যাসীকে স্নেহচক্ষে দেখিয়াছিলেন। বহু সন্ন্যাসীর উপদেষ্টা অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ও বেদান্তশাস্ত্রের পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিমাইকে বেদান্ত-

দর্শনে অনভিজ্ঞ-জ্ঞানে শাস্ত্র শ্রবণ করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অমানি-মানদ-ধর্ম্মের প্রচারক শ্রীচৈতন্যদেব অষ্টাদশ দিবস পণ্ডিতের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবার পর "বুঝিতে পারিয়াছেন কিনা" পণ্ডিত সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে প্রশ্ন করায় মহাপ্রভু বলিলেন,—"আপনার কৃত অর্থ আমি বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু ব্যাসের অভিপ্রায় শ্লোকে স্পষ্ট প্রকাশিত, তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি।" সার্ব্বভৌমের ব্যাখ্যাত 'বিবর্ত্তবাদ' তিনি স্বীকার করিলেন না, শক্তি-পরিণামবাদের কথাই বিশেষভাবে বিচার করিলেন।

বিবর্ত্তবাদ ও বিভিন্ন অক্ষজ মতবাদ

'বিবর্ত্ত' অর্থে যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে তাহাই বলিয়া ধারণা—যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। পরিদৃশ্যমান জগতে ইন্দ্রিয় জ্ঞানে যাহা কিছু গৃহীত হয়, তাহা সকলই খণ্ডিত ভাবে গৃহীত হয়; কোনও বস্তু-বিষয়ের পূর্ণ জ্ঞান হয় না। করণগুলি অসমর্থ; অসীম বা মানব-ধারণার অতীত অতি সুবৃহৎ বা অখণ্ড বস্তুর বিচার মানব জ্ঞানের খণ্ডিত বিচারের গম্য নহে। পাশ্চাত্যদেশের মনীষিগণ Agnosticism, Pantheism, Scepticism Pan-en-theism প্রভৃতি মতবাদ এবং ভারতীয় মনীষিবৃন্দ বিভিন্ন বিচার উপস্থাপিত করিয়াছেন।

মতভেদ ও সাম্প্রদায়িক বিবাদের কারণ

বিভিন্ন পন্থার লোক বিভিন্নভাবে বিষয় দর্শন করেন। মন বাহ্য দৃষ্টবস্তু হইতে লব্ধ জ্ঞানের সমষ্টি লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হয়। আমরা দ্রষ্টৃ-সূত্রে দৃশ্য জগতের অনুভব বাহ্যজ্ঞানে যেরূপ দর্শন করি, তাহাতে আমাদের angle of vision (প্রতীতি) পরস্পর পার্থক্য লাভ করিয়াছে। কতকগুলি লোক বিবাদে ও কতকগুলি লোক আনুগত্য-

ধর্ম্মে অবস্থিত। শেষোক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে আবার কতকগুলি লোক যে কাল পর্য্যন্ত বস্তু বুঝিতে না পারে, সে কাল পর্য্যন্ত আনুগত্যের ছল প্রদর্শন করে। বস্তুগত ধারণার সহিত উহাদের নিজ নিজ উপলব্ধি-পার্থক্যে মনোধর্ম্মে ইন্দ্রিয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যক্ষীকৃত জ্ঞানসমূহ অনুমিতির সাহায্যে একে অপরের ভ্রান্তিদর্শন উপস্থিত করিতে পারে। এইরূপে সাম্প্রদায়িক বিবাদ উপস্থিত হয়।

অভিজ্ঞতা-বাদের ভিত্তি তর্কপথ

অনুকূলভাবে অভিজ্ঞানের স্বীকার ও প্রতিকূলভাবে অস্বীকার মনোরাজ্যের মনোধর্ম্মে অবস্থিত। অধ্যাপক ভ্রমবশে কোন কথা বলিলে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সেই কথা প্রমাণিত না হইলে অধ্যাপকের বিচারে ভুল দেখিতে পাওয়া যায়। বাহ্যজ্ঞানে প্রত্যেক বিষয় বুঝিয়া লইতে তর্কপথ ব্যতীত দ্বিতীয় পথ নাই এইরূপ তর্কপথ খণ্ডিতবস্তু সম্বন্ধে সত্য হইলেও অখণ্ড-বস্তু-বিষয়ে সত্য নহে। খণ্ডিত জ্ঞানে মানব অখণ্ড বস্তুর নিকট উপস্থিত হইতে পারে না। বিবেকী তর্কের সাহায্যে বুঝিবার চেষ্টা করেন। তর্ক প্রশ্নাকারে উপস্থিত হইলে বুঝিবার সুযোগ হয়। তাই গীতাশাস্ত্র বলেন,—

গীতার বাণী

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

সংশয়-নিরসনার্থ অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট প্রশ্ন করিয়া তদুত্তর শ্রবণ করিতে হয়। শ্রবণে অন্যমনস্ক হইলে ও বস্তু-বিষয়ে ধারণা করিতে না পারিলে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে হয়। **'প্রণিপাত'-শব্দে মনোযোগের সহিত শ্রবণ।** প্রশ্ন করিয়া উত্তর শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইলে মূর্খতা, অজ্ঞতা ও পূর্ব্ব ধারণা বিগত হয়।

অপ্রাকৃত-তত্ত্ব-সম্বন্ধে পরিপ্রশ্নে সার্ব্বজনীন অধিকার—তর্কে অধিকার নাই

অভিজ্ঞের নিকট সর্ব্বতোভাবে পরিপ্রশ্ন করিবার সুযোগ আছে। অযথা তর্কের উদ্দেশ্য, 'আমি গ্রহণ করিব না'—এই বুদ্ধিতে প্রশ্ন করা উচিত নহে। তদ্বারা বিষয় গ্রহণ করা যাইবে না। প্রশ্নের বিষয়ের উত্তর পাইলে তাহা utilise অর্থাৎ কার্য্যে লাগান উচিত।

ভ্রমাত্মক মানবজ্ঞান

মানব জ্ঞান বর্ত্তমানে খণ্ডিত জ্ঞান, misconception বা অন্যায় ধারণার বশবর্ত্তী। মানবের concoction (উদ্ভাবন) ও ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের reciprocal (পারস্পরিক) ইন্দ্রিয়ের পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জন হইলে দৃশ্য জগৎ অন্যভাবে প্রতিভাত হইবে। দৃশ্য জগতে মানবের সংগৃহীত জ্ঞান নানা ভাবে ভ্রম উৎপাদন করে। খণ্ডিত জ্ঞানে অখণ্ডজ্ঞান আলোচ্য বিষয় নহে। Numerical Strengthএ (সংখ্যাগত শক্তি-মত্তায়) অখণ্ড বস্তুর পূর্ণ প্রতীতি করিতে পারে না। মানবের ক্ষুদ্রজ্ঞানে বৃহতের ধারণা accommodate করিতে (স্থান দিতে) পারে না। বাহ্যজগতের দর্শনোত্থ জ্ঞান মিথ্যা। **আংশিক জ্ঞানের পূর্ণ জ্ঞানও সম্পূর্ণ বা বাস্তব জ্ঞান নহে।** Idealistic চিন্তাস্রোত কেবলাদ্বৈতবাদে প্রবেশ করিয়াছে। এইরূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দৃশ্য জগতের মানবের শোধিত অনুভূতি 'মিথ্যা' দোষযুক্ত। চেতনের বৃত্তি বাধাপ্রাপ্ত হয় দৃশ্য জগদ্দর্শনে।

জগৎ সত্য কিন্তু খণ্ডিত

মহাপ্রভু বলেন, জগৎ সত্য, তবে তাহার তাৎকালিকতা বা নশ্বরতা আছে। কেননা,—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ-প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম।"

(তৈঃ ভৃগু ১ অনু)

দৃশ্য জগৎ মিথ্যা নহে খণ্ডিত

মহাপ্রভু Idealistic theory (প্রপঞ্চ-মিথ্যাবাদ) স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন, অনন্তশক্তিবিশিষ্ট ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি দ্বারা দৃশ্যজগতের উৎপত্তি। **দৃশ্যজগৎ মিথ্যা নহে, মনোধর্ম্মে দৃষ্ট বলিয়া খণ্ডিত।** শক্তিপরিণত এই progressive world (চলিষ্ণু জগৎ) ভগবানের একপ্রকার সৃষ্টি। উদাহরণস্থলে বলা যাইতে পারে যে—ফুল, ফুলের মধ্যে ফল, তাহার মধ্যে কলা, তা'র পর কাঁদির অবস্থা, পরে বর্দ্ধিত কলার পক্কাবস্থা, শেষে শুষ্কাবস্থায় পরিণতি। ভগবানের সৃষ্ট জগৎ সময়ের দ্বারা উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়বিশিষ্ট। এই শক্তি-চালিত হইয়া পিতা-মাতা হইতে আমরা জাত, বাহ্য জগতের সহিত আমরা সংশ্লিষ্ট।

জগৎকে 'মিথ্যা' বলা অপসাম্প্রদায়িকতা

ভূতাকাশে যে সমস্ত বস্তু আছে, তদ্বিষয়ে প্রধাবিত হওয়ার অর্থ—পূর্ণবস্তুর আলোচনা হইতে বিরতি। বাহ্য জগতের অনভিজ্ঞতা অপসারিত করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে civic rules ইত্যাদি পালনের চেষ্টা করি, দোকান হইতে অর্থের বিনিময়ে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করি। 'মনুষ্যের ধারণায় জগৎ কল্পিত হইয়াছে, বিভিন্ন ভাবে পরিদৃষ্ট হইতেছে

অতএব জগৎ কিছুই নহে,—'মিথ্যা' প্রভৃতি বলায় অসৎসাম্প্রদায়িকতা উপস্থিত হয়।

জড় ও চেতন

অচিদ্ বস্তু initiative (স্বয়ং প্রথম প্রবর্ত্তনা) নিতে পারে না, তাহার knowing (জ্ঞান-শক্তি), willing (ইচ্ছাশক্তি) এবং feeling (অনুভবশক্তি) নাই, প্রশ্নের respond (উত্তর) করিতে পারে না। আমাদের ভিতর, পশুর ভিতর চেতন আছে, বৃক্ষের ভিতর অল্পমাত্রায়। 'চেতন' ও 'অচেতন' এই দুই প্রকার ভগবানের শক্তি—ভিতরের অঙ্গের ও বাহিরের অঙ্গের শক্তি। বাহ্য জগতের সহিত জীবের ও ঈশ্বরের স্বরূপের ভেদ। ভগবান্ ও জীবের সহিত বৃহত্বে ও অণুত্বে ভেদ। ভগবান্ unalloyed (অবিমিশ্র) চেতন। আমাদের মৃত্যুকালে চেতনের ধর্ম্ম লোপ পায়, বাহ্য বস্তুর অনুশীলনে অসমর্থ হই, ইন্দ্রিয়গুলি ক্রিয়াশূন্য হয়। বাহ্য জগতে চিদাভাস ও জড়,—এই দুই প্রকার বস্তু লক্ষ্য করি।

দেহ ও দেহী

জীবের চেতন-ধর্ম্মের সহিত একটী শরীর যুক্ত হইয়াছে। 'শরীরই আমি' একথা শ্রীচৈতন্যদেব বলেন না। তিনি বলেন, "দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান।" দেহ ও দেহী ভিন্ন। দেহী proprietor (সম্পত্তিমান বা স্বত্বাধিকারী)। দেহ property (সম্পত্তি বা স্বত্ব)। দেহ দুই প্রকার—subtle and gross, (সূক্ষ্ম এবং স্থূল)। এই দুই দেহের ownership (মালিকানী স্বত্বই) আত্মার। মন চেতনাভাস ও দেহ চেতনবিহীন ; এই দুই প্রকার দেহে আমরা 'আমি'-বুদ্ধি করি—ইহাই বিবর্ত্ত বা misconceptions।

শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্মই একমাত্র বিবদমান শ্রুতির অবিরোধ সমন্বয়-সাধক

শক্তি-পরিণামবাদই শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীকার করিয়াছেন। বিভিন্ন শ্রুতির বিভিন্ন উক্তিতে সামঞ্জস্য দেখিতে না পাইয়া অনেক লোক বিভিন্ন অর্থ করিয়া বিভিন্ন পথে গমন করিয়াছেন, কিন্তু ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব উহার সামঞ্জস্য করিয়াছেন। যেমন, এক শ্রুতিতে আছে—"সদেব সৌম্যেদমগ্রমাসীৎ"; অপর শ্রুতি—'অসতঃ সজ্জায়ত'। পূর্ব্বে 'সৎ' ছিল, তাহা হইতে এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। অপর 'অসৎ' হইতে এই দৃশ্য জগতের উৎপত্তি। কিন্তু কথাটা তাহা নহে। যেমন দুগ্ধে দধির properties (উপাদান) আছে বলিয়া দুগ্ধ হইতে দধি হয়; কিন্তু জল হইতে কোনদিনও দধি হয় না। সৎ—কারণসূত্রে, কার্য্যরূপ অসতের উৎপত্তি। আপাতঃ উক্ত মন্ত্রদ্বয়ে বিপরীত ভাব দৃষ্ট হইলে বেদান্তসূত্রে অবিরোধ-অধ্যায়ে উহার সামঞ্জস্য মীমাংসিত হইয়াছে। যে শাস্ত্র এইরূপ নির্ব্বিবাদের মীমাংসা করিয়াছে, তাহাও অধ্যয়নে মানবের বিভিন্ন জ্ঞান বিভিন্ন ভাবে গ্রহণ করে।

শ্রীচৈতন্যদেবের অদৃষ্টপূর্ব্ব সহিষ্ণুতার আদর্শ

শ্রীচৈতন্যদেব ১৮ দিন বেদান্ত শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বিবর্ত্তবাদীর অপসিদ্ধান্ত-শ্রবণে এইরূপ ধৈর্য্য দর্শন করিয়া সার্ব্বভৌমও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়ার দিঙ্‌নির্দ্দেশ

আমি আজ বিষয়ের একটু মাত্র বলিলাম। বহুদিন ধরিয়া ক্রমাগত আলোচনা করিবার সুযোগ পাইলে বিষয়টী সুষ্ঠুভাবে বলা যায়।

শ্রীসার্ব্বভৌমের পূর্ব্ববিচার ও গোপীনাথ

মহাপ্রভুর সহিত বিচারের পর সার্ব্বভৌম, শ্রীচৈতন্যদেবের বিদ্যার প্রতিভা প্রভৃতি দর্শনে তাঁহাকে 'অতিমর্ত্ত্য পুরুষ" বলিয়া গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বে তিনি স্বীয় ভগিনীপতি গোপীনাথকে রহস্য করিয়া বলিতেন যে, মানুষ কি পরজগতের কথা বলিতে পারে? উত্তরে গোপীনাথ বলিতেন যে, মানব-জ্ঞানের পরিপূর্ণাবস্থায় অপর জগৎ হইতে আগত ব্যক্তিই পরজগতের কথা বলিতে পারেন। তাহাতে সার্ব্বভৌম বলেন,—সামান্য মানবকে লোকাতীত বলিয়া গ্রহণ করা মূঢ়তার পরিচয়। গোপীনাথ বলিলেন যে, তোমার নিজের কথা ও ধারণা দূরে রাখিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শ্রবণ কর এবং বিচার করিয়া দেখ, তিনি পরজগৎ হইতে আগত কিনা।

জাগতিক বিচার পরজগতের বস্তুবিচারে অসমর্থ

আমরা মানুষ, কর্ম্মফলে দেহে আবদ্ধ হইয়া কর্ম্ম করি, পুনরায় মৃত্যুর পর কর্ম্মানুযায়ী দেহ লাভ করি--এইরূপে সংসারে আমাদের গতাগতি হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের বিচার শ্রবণ করিয়া সার্ব্বভৌম লোকাতীত জগতে উপনীত হইলেন। বেদান্তশাস্ত্র আধ্যক্ষিক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানে বুঝা যায় না। ইহজগতের বিচার-প্রণালীর দ্বারা পর-জগতের বস্তু গ্রহণ করা যায় না। Transcendentalএর (অধোক্ষজের) সহিত phenomenal (অক্ষজ) এক করা উচিত নহে। সূর্য্য দর্শনার্থ অপর আলোকগ্রহণে ব্যস্ত হইলে মূর্খতা প্রকাশ পায়। সূর্য্যেই যথেষ্ট আলোক আছে। সেই আলোকে সূর্য্য ও অন্যান্য সকল বস্তুই দৃষ্ট হয়। যে বস্তুর জ্ঞানে সকল বস্তুর জ্ঞানলাভ হয়, তাহাতে নিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

জাগতিক জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা ও দ্রুতসিদ্ধান্ত

মানুষের মধ্যে জগতের জ্ঞান-সংগ্রহে একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি Sir Isac Newton বলিয়াছিলেন যে, "আমি অনন্ত সমুদ্রতীরে উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি মাত্র"। মানব-জ্ঞানে সঙ্কীর্ণতা আছে বলিয়া তাহা অসম্পূর্ণ। ইহাতে নির্ভর করিয়া সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা 'এ চড়ে পাকা'র চেষ্টার ন্যায়। যাহারা Hasty conclusion-এ (দ্রুতসিদ্ধান্তে) উপনীত হয়, তাহারা সত্যবস্তু গ্রহণে অসমর্থ। পূর্ণজ্ঞানের অনুশীলনের জন্য তাহারা অল্প সময়ও দিতে পারে না। আমরা শিশুকাল হইতে যে সমাজে লালিত-পালিত, তাহাতে materialism (জড়ভাব) এত বেশী যে, নিত্য জীবনের আলোচনার জন্য এক মুহূর্ত্তও দিতে পারি না। ব্যবহারিক কার্য্যে ২৪ ঘণ্টা ব্যয় করি। নিজে যে কি বস্তু, তাহা জানিবার জন্য চেষ্টা করি না। **অখণ্ডকালের নিকট শতবর্ষ পরমায়ুর পরিমাণ কি? সুতরাং মানব জীবনের ২৪ ঘণ্টাই পারলৌকিক বিচারে ব্যয় করা কর্ত্তব্য।** বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে যে, তিনি শতবর্ষব্যাপী জীবন সেন্দ্রিয় দেহের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য ব্যয় করেন।

সৎস্বার্থপরতাই—প্রয়োজনীয়; স্বার্থবিচারে বিবর্ত্ত

প্রত্যেকে নিজের নিজের মঙ্গল অনুসন্ধান করিবেন, 'স্বার্থপর' হইবেন। কিন্তু সংসারে অধিক লোক ইতর কার্য্যে নিযুক্ত—বালক খেলায়, যুবক সংসার-ধর্ম্মে এবং বৃদ্ধ সম্পত্তি ও দেহ রক্ষার জন্য সার্ব্বকালিক যে যত্ন করে, তাহাতে নিজের 'স্বার্থে' উদাসীনতা দেখা যায়। **স্থানীয় (জাগতিক) স্বার্থসংগ্রহের জন্য [illegible]ত্যস্বা[illegible] উদাসীন!**

"ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে" নীতির অসম্পূর্ণতা

অনেকে বলেন যে, বর্ত্তমান স্বার্থের জন্য (আত্মার মঙ্গলের জন্য) চিন্তা করা আবশ্যক নহে। ভবিষ্যতের কথা,—"ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে"। পরন্তু তাহা নহে—বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষালাভ না করিলে যৌবনে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

সামাজিক মঙ্গলকামীর কর্ত্তব্য

যিনি সমাজের মঙ্গল কামনা করেন, তিনি নিজের স্বার্থের সহিত অপরের মঙ্গল চিন্তা করিবেন। যাহাতে চেতনের ধর্ম্ম অচেতনের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত না হয়, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অনেকে বলিতে পারেন যে, পাপকার্য্য ত্যাগ করিয়া পুণ্য করা উচিত—ইহা দয়ার কার্য্য বটে। **মানব বাস্তবিক বুদ্ধিমান হইলে মানবের তাৎকালিক কার্য্যের সঙ্গে নিত্য অবস্থানের কি সম্বন্ধ, তাহা প্রতি পদে পদে, নিদ্রা, জাগরণ প্রভৃতি কালে সর্ব্বদা বিচার করা আবশ্যক।** ইহাতে পরাঙ্মুখ হইলে বিবাদ করিয়া আমরা 'সাম্প্রদায়িক' হইয়া যাইব। সকলেই যে নিজের অমঙ্গল কামনা করেন, তাহা নহে। কালে কার্য্য করিলে ভবিষ্যতে লাভ হয়।

সময় থাকিতে সময়ের সদ্ব্যবহার কর্ত্তব্য

সময়ের যথার্থ ব্যবহার না করিলে অসুবিধা হয়। **বৃদ্ধকালে পরলোকের আলোচনা করিবার অভিলাষী ব্যক্তি সংসারের চিন্তায় বিব্রত থাকায় কোনও উপকার পায় না।**

আমি বলি না যে, সাংসারিক সমস্ত কার্য্য ছাড়িয়া এই মুহূর্ত্তেই সকলে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিবে। শ্রীগৌরসুন্দর বলেন,—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের যোগ্যতার পরমায়ু

প্রত্যেক জীবমাত্রে বাহিরের খোলসকে (পত্রের বাহ্যাবরণ খামকে) 'আত্মা' বলিয়া মনে না করেন। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মপালন বিশেষ আবশ্যক এবং সুষ্ঠুভাবে পালিত হইলে ইহ ও পরলোকে সুবিধা হয়। **দেহ থাকা পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। ইহা ঐহিক মঙ্গলের উপযোগী চতুর্দ্দশ ভুবনে ঔপাধিক স্থিতিতে ইহার আবশ্যকতা আছে নিত্যজগতে ইহার কিছুই উপকারিতা নাই।**

শ্রীচৈতন্যের বিচার

শ্রীচৈতন্যদেব বলেন আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় নই, বৈশ্য ও শূদ্র নই; আমি ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বানপ্রস্থ নই, সন্ন্যাসীও নই, ভগবানের সহিত মাত্র আমার নিত্য সম্বন্ধ। আমি যেখানেই থাকি, তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ। তাঁহাকে না ভুলিলে সেবক আমি, আমার সুবিধা হয়। তিনি আরও বলিয়াছেন,—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

(ভা ১।২।১১)

মনোধর্ম্মপর অচৈতন্যগণমত

সকলে বলেন,—সেই জিনিসকে পাইতে হইবে। অজ্ঞেয়তাবাদী বলেন,—দরকার নাই; সন্দেহবাদী বলেন,—তিনি আছেন কিনা সন্দেহ। পরমাণুবাদী বলেন,—বাহ্য জগৎই ব্রহ্ম, আমাদের বিচার-প্রণালী থামিয়া গেলেই সকল শেষ। তাঁহারা ভগবানের personality (ব্যক্তিত্ব) মানেন না।

জীবের ও ভগবানের স্বরূপ

বাস্তব সত্য এই—স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর যাঁহার, তিনিই শরীরী। জীব মাত্রেই তাহাই। ভগবান্—চেতন, জীবও—চেতন। ভগবদংশ জীব। বর্ত্তমানে জীব চেতনের অপব্যবহার করিয়া দুর্গতি লাভ করিয়াছে। Foreign matter (আগন্তুক বস্তু) গ্রহণ করায় আমিত্ব-বিচারে উপনীত হইতে পারিতেছে না। ভগবান্ হইতে বিচ্যুতি লাভ করিয়া আমাদের দুর্গতি এবং তাঁহার সেবা হইতেই সুবিধা।

অপরা বিদ্যার সার্ব্বভৌমের পরবিদ্যাপতি শ্রীচৈতন্যের নিকট শ্রবণফলে দিব্যজ্ঞান-লাভ

সার্ব্বভৌম এই কথা অনেক দিন ধরিয়া শুনিলেন। চৈতন্যদেব এই লোকাতীত কথা, সার্ব্বভৌমের চেতনের উপলব্ধি করাইয়া বলিয়াছিলেন। ইহার পরেই সার্ব্বভৌম তাঁহাকে শ্লোকদ্বয়ের দ্বারা প্রণাম করিলেন এই,—

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজ-ভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥

শ্রীচৈতন্যদেব কে? তাহাতে শরণাগতির প্রয়োজন কি?

আমি সব ছাড়িয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে প্রস্তুত। আমি চৈতন্যদেবের শরণাগত। এখন কথা হইতেছে, চৈতন্যদেব কে? এবং তাঁহার শরণাগতিই বা কি? আমি কি চলিবার জন্য ঘোড়ার শরণাগত? অভাব মিটাইবার জন্য অর্থের শরণাগত?—চৈতন্যদেব কি ভোগ্য বস্তু? চৈতন্যদেব কি সামান্য মানব? অথবা সাধারণ প্রচারক মাত্র।

শ্রীচৈতন্যদেব সর্ব্বকারণ-কারণ

চৈতন্যদেব দু'হাজার দশহাজার বৎসরের নহেন। তিনি—সনাতন। তিনি পুরুষোত্তম। তিনি আদি, সর্ব্বাদি ও সর্ব্বকারণ-কারণ। তিনি কালে উদ্ভূত নহেন, কিন্তু ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই তিন কাল তাঁহা হইতে উদ্ভূত। তিনি অখণ্ডকালের অতীত। তিনি হাড়-মাংসের 'থলে' নহেন। তিনি—পুরাণ। তিনি পুরুষ—কর্ত্তা, সর্ব্বতোভাবে পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া নহে—সমগ্র আত্ম-জগতের পরব্রহ্ম-পরমাত্মা এবং ভগবদ্‌বস্তু। বর্ত্তমানে তিনি কি জন্য আসিয়াছেন? না—বৈরাগ্যবিদ্যা,—ইত্যাদি।

'বৈরাগ্য' শব্দের অপব্যবহার ও শ্রীচৈতন্যদেব-কর্ত্তৃক যথার্থ তাৎপর্য্য প্রচার

'বৈরাগ্য' শব্দের অর্থ বর্ত্তমান জগতে বিপরীত-ভাবে চলিতেছে। 'বিরাগ' অর্থে অনেকেই apathetic mood মনে করি। 'বৈরাগ্য' শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝাইবার জন্য তিনি ক্ষুদ্র প্রচারকের বেশে আসেন নাই। মানব জাতি তাহা বুঝিতে পারেন নাই। আমাদের যে attachment (আসক্তি), তাহা হইতেই repulsionএর (বিতৃষ্ণার) উদয়। মনুষ্য জাতি বৈরাগ্যের যে আকারটী করিয়াছেন, তাহা ঐ

শ্লোকোক্ত বৈরাগ্য নহে। বর্ত্তমানে আমার পাতান, ও বহুযত্নের সংসারটী কি ছাড়িতে হইবে? আমার পূজ্য পিতা-মাতা—যাঁহাদের উপকার ফেরত দিতে পারি নাই, ইহা ছাড়িয়া দিতে হইবে, এই রকম ধরণের কথা, 'বৈরাগ্য' শব্দের অর্থে সাংসারিক লোকের মনে আসিতে পারে। **বাহ্যতঃ যাঁহারা ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাও প্রকৃত ত্যাগী নহেন। সংসারে আসক্তি ও তাহা হইতে বৈরাগ্য করা—এই উভয়েরই প্রয়োজন নাই।** একটী 'বিলাস' ও অপরটী "বিলাস-রহিতাবস্থা'। বৌদ্ধবিচারে আহার করিবার পরে গুহার ভিতর প্রবেশ করিয়া গহ্বরমুখে প্রস্তর স্থাপন করিতে হয়। পরে অনাহারে ক্ষীণকায় হইলে প্রস্তর উত্তোলনে অসমর্থ হইয়া বাহির হইতে না পারিলে কার্য্যের শেষ হইল। ইহা বৈরাগ্য নহে, suicide (আত্মহত্যা)। 'বৈরাগ্য, বা 'ত্যাগ' কথাটী ভোগিসমাজের নিকট বড়ই আশ্চর্য্যজনক। মহাপ্রভু বলেন, -যে যে অবস্থায় আছে, সেখানে থাকিয়া যদি তাহার উদ্দিষ্ট বস্তু লাভ হয়, তবে হিমালয়ে থাকিয়া রেচক, পূরক, কুম্ভক প্রভৃতির আবশ্যকতা কি! এই বিষয় বিচার আবশ্যক, কলহ হইতে বিরত হওয়া ভাল। গৃহে বা বনে থাক, ভগবানের অনুশীলন কর। তাঁহার কথা আলোচনায় ইতর বিষয়ে আসক্তি ছুটিয়া যাইবে।

যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্য

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥"

'আসক্তি-রহিত, সম্বন্ধ-সহিত,
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।'
'শ্রীহরি-সেবায়, যাহা অনুকূল,
'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।'

যুক্তবৈরাগ্যের অপব্যবহার—মহাপ্রভুর উদ্দিষ্ট বৈরাগ্য নহে

অত্যন্ত আসক্ত হইয়া ভগবান্‌কে ভুলিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। যেখানে থাক 'ঐটী' (বাহ্য বস্তু) না হইলে চলে না,—এইরূপ ভাব কোনমতেই আদরণীয় নহে। যে যে কাজ নিয়ে থাক, থাক। আজ সংসারী, কাল ত্যাগী, আবার পরমুহূর্ত্তে বিলাসের ফল্গুনদী হৃদয়ে প্রবাহিত হইলে পুনরায় বিলাসের বশবর্ত্তী হইয়া ভোগী হওয়া কোন কাজের নহে। **"বৈরাগ্য" অর্থে ভগবদিতর বস্তুতে আসক্ত না হইয়া ভগবদনুশীলনে ব্যস্ত হওয়া। কিন্তু সাবধান! ভগবদনুশীলনের ছলনায় প্রাকৃত-সহজিয়া গৃহব্রত বা ফল্গু বৈরাগী হইও না। নিজকে নিজে বঞ্চনা করিও না। কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দিলে নিজেই ঠকিবে।**

শ্রীচৈতন্য বৈরাগ্য-বিদ্যা ও ভক্তিযোগের মূর্ত্ত উপদেশক

'বিদ্যা'—ভগবদ্‌বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান; নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে বা প্রকৃতিতে লীন হওয়ার জ্ঞান প্রকৃত 'বিদ্যা' নহে। বিদ্যা-শিক্ষা, বৈরাগ্য-শিক্ষা ও নিজ ভক্তিযোগ শিক্ষা দেওয়ার জন্য চৈতন্যাবতার। কতকগুলি লোক কর্ম্মকে, অপরে জ্ঞানকে 'ভক্তি' বলিয়াছেন, কিন্তু কথা তাহা নহে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীরধারীই প্রকৃত বৈরাগ্য-বিদ্যা ও ভক্তিযোগের উপদেশ দিয়াছেন।

অনর্পিতচরী অমন্দোদয়-দয়া-বারিধি শ্রীচৈতন্য

নিজ ভক্তিযোগ—নিজ প্রয়োজনীয় ভক্তি—নিজ আত্মার ভক্তিযোগ। তিনি কৃপাম্বুধি—দয়ার সাগর। এত দয়া কেহ দিতে পারে না। ভগবানের কোন অবতারে এত দয়ার পরিমাণ নাই। এ দয়া অযোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্যতা দেওয়ার জন্য। অনন্তকালের জন্য পূর্ণ দয়া—ভগবানের নিজকে নিজে দিয়ে দেওয়া—এরূপ কেহই দেন নাই।

শ্রীচৈতন্য-কৃপা-ব্যতীত গত্যন্তর নাই

আমার চিত্ত বিষয়-কার্য্যে ব্যস্ত। কোন সময়ে বিচারে বা অবিচারে ব্যস্ত। সেই চিত্তবৃত্তি কৃত্রিমভাবে সঙ্কোচের প্রয়াস-দ্বারা মঙ্গল-লাভের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া বিফল-মনোরথ হইয়াছি। অতএব চৈতন্য-দেবের কৃপা-ব্যতীত দ্বিতীয় উপায় নাই।

চৈতন্যকরুণায় নৃমাত্রাধিকার

ভৃঙ্গ যেমন চঞ্চলতা ক্রমে মধুলাভের জন্য পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমন করে, সেরূপ নহে; কিন্তু আমার চিত্ত যেন—মৌমাছির ন্যায় মধুপানে প্রমত্ত হইয়া চৈতন্য-চরণ-পুষ্প-মধুপানে মত্ত হয়। চৈতন্যদেব সর্ব্ব-জীবকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। তিনি যে 'প্রেম' দান করিয়াছেন, তাহার সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে 'কর্ম্মী', 'যোগী', ও 'জ্ঞানী' অসমর্থ; কিন্তু যে কেহ তাহা লাভ করিতে সমর্থ। আবার বলি,—

'বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ' ইত্যাদি।

শ্রীচৈতন্য-চরণে শরণাগতিতে বিশ্বাহ্বান

আর একটী শ্লোক বলিয়া আমি ক্ষান্ত হইব—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

আমি আপনাদের তুলনায় নিতান্ত অযোগ্য হইলেও আপনাদের নিকট আমার একটী ভিক্ষা আছে। আপনারা সাধু, আমি অসাধু। আমাকে দয়া করিবার জন্য আজ আপনারা এখানে উপস্থিত। আপনাদের নিকট একটী আব্‌দার এই যে, আপনাদের যত রকমের বিচার আছে, সব ছাড়িয়া চৈতন্যদেবের কথা শ্রবণ করিবার জন্য সময় দিন। সাধারণ মনুষ্য হইতে যাঁহার বিশেষত্ব, তাঁহার কথা শ্রবণে একটু সময় দিলে মানব-রাজ্যে প্রকৃত শান্তির পথ ভগবদুপাসনা উপস্থিত হইবে। ভগবান্‌কে পুত্রভাবে পালন করিতে প্রবৃত্তি হইবে। পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের বিবাহাদি-দ্বারা মানবজীবনের পূর্ণতা বা শান্তি লাভ করিবার যে বিচার উপস্থিত হয়, সেই স্থানে ভগবান্ উপস্থিত হইলে অনিত্য-জ্ঞানে মাতার পুত্রের প্রতি পুত্র-জ্ঞান প্রভৃতি দূরে যাইবে। আমাদের সমস্ত ভাব যদি ভগবৎপাদপদ্মে নিযুক্ত করিতে পারি, তবেই তাহার সার্থকতা। **শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচ রস ভগবানে পূর্ণমাত্রায় অবস্থিত। সেই ভাবগুলি ভগবানে নিযুক্ত করিবার পরিবর্ত্তে অনিত্য বস্তুতে নিযুক্ত করায় ভগবদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেছি না।** তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিতে না পারিয়া—বালকের ন্যায় নিজের

মঙ্গল নিজে না বুঝিয়া পরমার্থ-বস্তুর সান্নিধ্য লাভ করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সেবা করিতে চাই না। আমাদের কপালের দোষ। 'মেপে নেওয়া যায়'—এরূপ বস্তুকে আমরা 'বস্তু' বলি। সেই অজ্ঞান, ক্ষণভঙ্গুর বস্তুজ্ঞান হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য যদি ব্যস্ত হই, তবে দেখি যে, নিত্য বস্তুর সন্ধান করি না কেন! তখন এই "ফিরিওয়ালার" কথা আমাদের মন্দ লাগে না। সে যখন পায় ধরিয়া আমাদের সম্মান করিতেছে, তখন তাহার কথা একটু শুনি না কেন?

দন্তে নিধায় তৃণকং—

ভগবদ্ বস্তু পূর্ণজ্ঞানময়, আনন্দময়; তাঁহাকে জানিবার জন্য কত স্থানে না ছুটিতেছি, কিন্তু ঘরের কাছে গোলোকপতি মানুষের আকারে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ব্যক্তির নিকটও যেকথা বলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা না শুনিয়া অন্য চেষ্টা করিলে বুদ্ধিমান আমাদিগকে প্রশংসা করিবেন না বা আমরাও আমাদিগের বুদ্ধির প্রশংসা করিব না।

উপসংহার

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ॥
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের "প্রতি-নিবেদন"

ব্যাসের জয়গান-মুখে মঙ্গলাচরণ

ভারত-প্রারম্ভে আমরা মঙ্গলাচরণে ইহাই উচ্চারণ করি যে,—

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥"

আমাদেরও অদ্য বর্ষপ্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের জয়গান

সনাতনী রীতি

শ্রীমদ্ব্যাসের আরাধ্য শ্রীনারায়ণ ; তিনি পুরুষোত্তম পরমপুরুষ মহাপ্রভু আর তাঁহার চিচ্ছক্তিরসময়ী সরস্বতীদেবী নারায়ণী। এই যুগল-নমস্কারান্তর শ্রীগুরুদেব-শ্রীব্যাসের জয় গান করাই সনাতনী রীতি।

প্রপঞ্চের আদিম উপকরণ ও আদি মহান্তগুরু

সর্ব্বলোকপিতামহ পুরুষোত্তমের নরমূর্ত্তি এবং তাঁহার প্রতিভূস্বরূপ চতুর্ম্মুখই প্রপঞ্চের আদিম উপকরণ।

জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামীর উক্তি ; আম্নায়

শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদাধস্তন শ্রীধর বলেন,—"বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি। যস্যাস্তে হৃদয়ে সংবিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে॥" আদি মহান্ত গুরু শ্রীচতুর্ম্মুখ শ্রীনৃসিংহের সম্বিচ্ছক্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন এবং সরস্বতী চতুর্ম্মুখদ্বারা বেদচতুষ্টয় গান করিয়াছিলেন। উহাই শ্রবণ করিয়াছিলেন শ্রীনারদ। শ্রীনারদ উহাই কীর্ত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীব্যাসদেব তাহা আকর্ণিত করেন।

অক্ষর

আধস্তনিকগণের মঙ্গলের জন্য সেই ব্যাস অনুকূল ও প্রতিকূলভাবে পুরুষোত্তম শ্রীনারায়ণের চরণানুশীলন করিবার প্রণালীদ্বয়ের মূর্ত্তিসমূহকে 'অক্ষর' নামে অভিহিত করিয়া তাহা হইতে ক্ষর-ধর্ম্ম অপসারিত করিয়াছিলেন।

শ্রীনৃসিংহলীলা

যে বিষ্ণু আদিকবি ব্রহ্মার হৃদ্দেশে চিন্ময়ী শোভাসম্পৎ প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহার লীলাই শ্রীনৃসিংহলীলা। তজ্জন্যই শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদাধস্তন শ্রীধর তাঁহার অভীষ্টদেব শ্রীনারায়ণের স্বরূপনির্ণয়ে নরসিংহদর্শনের ব্যবস্থারূপা তদনুগজনের জন্য অক্ষরাত্মিকা মূর্ত্তি প্রকাশিত করিয়াছেন।

শ্রীনিত্যানন্দ-পদানুসরণে শ্রীব্যাসপূজা

অদ্য শ্রীনিত্যানন্দপদানুসরণে আমরা শ্রীব্যাসদেবের পূজার অর্ঘ্যপ্রদানকার্য্যের আবাহন করিতেছি। এই অর্ঘ্যপ্রদান আদিগুরু শ্রীব্রহ্মা, তদনুগ শ্রীনারদ এবং তাঁহার অনুগ শ্রীবেদব্যাস এবং শ্রীব্যাসানুগ শ্রীমদানন্দতীর্থ, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও সমগ্র পরিকর গৌড়ীয়গণের পূজা একদিন শ্রীনবদ্বীপে জগদ্‌গুরু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ং সম্পাদন করিয়াছেন। আম্নায়পারম্পর্য্যে তাদৃশ কৃত্য আমাদের ভক্ত্যনুষ্ঠানের একটী মুখ্য ব্যাপার।

শ্রীব্যাসমুখরিত শ্রুতির অনুকীর্ত্তনই আচার্য্যগণের শ্রীব্যাসপূজার উপায়ন

আচার্য্যগণ শ্রীব্যাসমুখরিত শ্রুতিরই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমরাও আজ তদনুসরণে শ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি।

মাঘী শুক্লা পঞ্চমী ও কৃষ্ণা পঞ্চমীর বিশেষত্ব

অপরা বিদ্যার সন্তোষবিধানার্থ শিশুগণ গৌরশুক্লা-পঞ্চমীতে অঞ্জলি দিয়া থাকেন আর আমরা মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমীতে পরা বিদ্যা-দেবীর চরণে অঞ্জলি প্রদান করিতেছি। সেই অঞ্জলি শ্রীব্যাসের শ্রীকরোদ্ভাসিত।

শ্রীব্যাসপূজার আবাহনমন্ত্র

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"—এই মন্ত্রশ্রবণযোগ্যতা-লাভের হেতুমূলেই শ্রীব্যাস-পূজা-যজ্ঞের আবাহন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আচার্য্যত্বের আদর্শ

একদিন শ্রীমদানন্দতীর্থপাদ শ্রীব্যাসপূজায় নিযুক্ত থাকিয়াই শ্রীব্যাসাসনে উপবেশনরূপ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার অনুগসম্প্রদায় তাঁহার আনুগত্যের পরিচয়ে আবাহমানকাল আম্নায়-পারম্পর্য্যে শ্রীব্যাসাসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। প্রাপঞ্চিক বিচারে নিজ অযোগ্যতার বিচার আসিয়া ব্যাসাসনে অধিরোহণ কার্য্যে বাধা দেয় বটে, **কিন্তু শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞালঙ্ঘনরূপ দুষ্প্রবৃত্তিবশে আমাদিগকে যেন কোন দিন গুরুপাদপদ্মসেবা-বিমুখ না করে—ইহাই শ্রীব্যাসদেবের ও শ্রীপাদ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের শ্রীচরণে আমাদের বিজ্ঞপ্তি।** শ্রীমধ্বমুনি শ্রীব্যাসদেবের পূজাভিনয়-প্রদর্শন কল্পে অশীতিবর্ষ গুরুলীলাভিনয় করিয়াছেন। এক সময়ে তিনি ভীমরূপে উদিত হইয়া কৃষ্ণবিদ্বেষি-

সম্প্রদায়সমূহকে গদাধরসেবকত্ব প্রদর্শনকল্পে মহাভারতযুদ্ধে কৃষ্ণসেবার অভিনয় করিয়াছেন। অন্য সময়ে তিনি বজ্রাঙ্গজীরূপে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিপক্ষকুলনির্য্যাতনের কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন। আর নিত্য-কাল তিনিই আবার বায়ুরূপে বৈকুণ্ঠ ধারণ করিয়া অপ্রাকৃত নিত্যাবস্থানের বিলোপসাধন করিতে দেন নাই। শ্রীমদানন্দতীর্থের শুক্লা নবমীতে অপ্রকটপূজার পরে অদ্য তাঁহারই অধস্তন মদীয় গুরুবর্গ শ্রীব্যাসপূজার পুরোহিতরূপে আমাকে বরণ করিতেছেন। ইহা তাঁহাদিগের মহাভাগবতের অনুসরণ-লীলামাত্র। আমার স্বরূপগত পরিচয়ে আমি জানি যে, আমি শ্রীরূপানুগজনের অযোগ্য অসম্ভাব্য নিত্যদাস সুতরাং অযোগ্যতা-নিবন্ধনই আমার এই তাৎকালিক বিশৃঙ্খলতা। শ্রোতৃবর্গ আমার এই ধৃষ্টতা ক্ষমা করিলেই আমি তাঁহাদের দাস্য-পদে নিযুক্ত হইবার অধিকার লাভ করিব। আমার কণ্ঠরোধ করিলে আমাকে শ্রীব্যাসপূজার অধিকার দেওয়া হইবে না, তজ্জন্য আপনাদিগের নিকট আমি সকাতরে প্রার্থনা জানাইতেছি যে, আপনারা অসংখ্য মহাপুরুষ-গণকে শ্রীব্যাসপূজার অধিকার দিয়াছেন, অতএব আমাকেও ক্ষণকালের জন্য সেই পূজার অধিকার প্রদান করুন।

শ্রীব্যাসপূজার পুরোহিতের অকৃত্রিম তৃণাদপি সুনীচতা, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতার সহিত হরিকীর্ত্তনরূপ শ্রৌতপথানুসরণ

শ্রীব্যাসপূজার পুরোহিতসূত্রে আমি কৃচ্ছ্রসাধন অবলম্বন করিয়া শ্রীব্যাসাসনে অধিরোহণ করিতেছি না। আমি আমার শ্রীগুরুদেবের এবং তাঁহার পূর্ব্ব পিতৃবর্গের তর্পণোদ্দেশে যে আরাধনা করিতেছি, তাহা—অবতার বা অবরোহবিচারেই প্রতিষ্ঠিত। আমি বাহ্য জড়-

জগতে জ্ঞানের প্রয়াস অবলম্বনে অজিত-বস্তু লাভের আশায় প্রতারিত হইবার অভিলাষী নহি। তজ্জন্য শ্রীচতুর্ম্মুখের অধস্তন সম্প্রদায়গণের আদেশ, শ্রীব্যাসানুগ-গণের আজ্ঞা এবং শ্রীরূপানুগ-গণের অপার করুণার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়াই আজ আমি শ্রীরূপ-কথিত ভক্তিপথের কিঞ্চিৎ বর্ণনা দ্বারা শ্রীব্যাসের চরণে অঞ্জলি দিতেছি। কেবল শ্রীব্যাসের চরণে অঞ্জলি দিতেছি না, পরন্তু শ্রীব্যাসানুগ গৌড়ীয়-গুরুবর্গের চরণেও অঞ্জলি দিবার জন্য অধিরোহবাদীর জঘন্য বৃত্তিও গুরুর আজ্ঞানুসারে পরিহার করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতেছি। আমার এই কার্য্যে "তৃণাদপি সুনীচ" ধর্ম্মলাভের উপদেশ অবহেলিত হইতেছে না। শ্রীরূপানুগ-গণের মহিমা বলিতে গিয়া আমার তরুর ন্যায় সহিষ্ণু-গুণসম্পন্ন হইবার ব্যাঘাত হইতেছে না। কোনও জড়প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হইবার দুরাশাবশে আমি শ্রীগুরুবাক্য লঙ্ঘন করিতেছি না। সুতরাং আমি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গকথিত মানদধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে অভিলাষী হইয়া পরিমিতি-করণ পরিহারপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠকথারই পুনরাবৃত্তি করিতেছি। এই অনুষ্ঠানের গুণ-দোষের আমি ফলভাক্ নহি। সুতরাং ফল বা দক্ষিণাস্বরূপে আমি জাগতিক নিন্দাপ্রশংসার প্রার্থী নহি। নিত্যপার্ষদ শ্রীরূপ ও তদনুগ-গণ এবং ভাবিকালের শ্রীরূপানুগ-গণ সকলেই আমার পূজ্য শ্রীগুরুদেব শ্রীব্রহ্ম-নারদব্যাস-মধ্ব-নিত্যানন্দাশ্রিত আশ্রয়-জাতীয় ভগবদ্বিগ্রহগণ। আমি তাঁহাদের নিত্যকাল আশ্রিত হইতে পারিলেই ধন্য হইব—আমার প্রাপঞ্চিক ভব-রোগ বিদূরিত হইবে এবং ভুক্তি-মুক্তি পিশাচীদ্বয়কে 'জননী' বলিয়া জানিবার পরিবর্ত্তে পূতনাস্বরূপ জ্ঞান করিব। জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি ভক্তি-জননীর উপযুক্ত পুত্র হইয়া যেন মাতৃসেবায় ঔদাসীন্য না করেন, জননীকে 'দাসী' জ্ঞান না করেন—ইহাই আমার প্রার্থনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষার বৈজয়ন্তী শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীরঘুনাথ-শ্রীজীব

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুকে যে ভক্তির স্বরূপে পরিচিত করিয়াছেন, এবং যে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীসনাতন প্রভুকে ভক্তিসিদ্ধান্ত-আচার্য্যরূপে 'সম্বন্ধ'-শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, এবং যে সনাতন-শিক্ষা শ্রীজীবে প্রতিফলিত হইয়া ভাগবতাচার্য্যরূপে দেদীপ্যমান আছে এবং যে শ্রীরূপানুগত্ব মূর্ত্তিমতী ভক্তিস্বরূপে শ্রীরঘুনাথপ্রভুবরে স্বরূপানুগত্যের দেদীপ্যমান শোভাময় আচার্য্য-বিগ্রহত্বে প্রকটিত থাকিয়া গৌড়ীয়ের হৃৎসরোবরের আশাবারি অবিশ্রান্তভাবে পরিপূরণ করিতেছেন, শ্রীরূপানুগ শ্রীজীবহৃদয়তট সেই ভক্তিরসামৃতজলধির পরিরক্ষক এবং সুসিদ্ধান্তবিরোধ ও অনর্থরূপ-পঙ্কিলজলপ্রবাহ-সমূহের প্রতিষেধকরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন।

শ্রীল জীবগোস্বামী পঞ্চরাত্র-বিরুদ্ধমত বা শ্রীরূপানুগ-বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত প্রচারক নহেন

শ্রীরূপোপদিষ্টা শ্রীচৈতন্য-ভক্তি শ্রীরূপের শ্রীকরোদ্ভাসিতা। "দুর্গমসঙ্গমনী" জীববৃত্তি পঞ্চরাত্র-মত-ধ্বংসিনী নহেন। যাঁহারা মনে করেন যে, শ্রীজীব পাঞ্চরাত্রিক মতের সহিত বিরোধ করিবার উদ্দেশেই শৌক্রবিচারের প্রাধান্য ও স্বকীয় বাদ প্রভৃতি স্থাপন করিয়া শ্রীরূপানুগত্ব ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন; শ্রীরূপরঘুনাথানুগ জনগণ তাঁহাদের ঐরূপ নিকৃষ্ট বিচারের পক্ষপাতী নহেন। শ্রীমৎ-কবিরাজ গোস্বামী ও শ্রীনরোত্তম প্রভু প্রভৃতি গৌড়ীয়গণই এই ঘৃণিত-বিশ্বাস-রোগের চিকিৎসক। "মনঃশিক্ষা", "বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি" প্রভৃতি শ্রীরূপানুগত্বের প্রকৃষ্ট নির্য্যাস। তাই বলি,

শ্রীব্যাসাসনে বসিয়া শ্রীজীবানুগত্যে আমাদিগের শুদ্ধজীবানুগত্য পরিচয় লাভ হউক আর 'স্বরূপের শ্রীরঘুনাথে'র আনুগত্যে ব্যাসাসনে' শ্রীব্যাস-পূজার উদ্দেশে প্রাকৃত চাঞ্চল্য অপসারিত হইয়া অপ্রাকৃত সেবা-প্রবৃত্তির উদয় হউক। **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে আনীত শ্রীজীব-ঘটে স্বরূপের রঘুদাস্য আমাদিগের কামাদি ষড়রিপুর অনিত্য দাস্যদস্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া অমরসলিলে স্নাত ও পিপাসার নিবৃত্তি করুক।**

"গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বস্মরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরা-
ময়ে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ ॥"

শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীরঘু ও শ্রীজীবে অদ্বয়জ্ঞান; রূপানুগত্ববিচারে বিবর্ত্ত

শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট শ্রবণকালে তাঁহার পূর্ব্ব পরিচয়ে "দবির খাস" বলিয়া অভিহিত হন। ভক্তির স্বরূপবিজ্ঞানে তদনুগ-সম্প্রদায় তাঁহাকে "দবির খাস" বলিয়া না জানিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত 'শ্রীরূপ' বলিয়াই জানেন। শ্রীরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট ভক্তি-বিষয়িণী শিক্ষালাভের অভিনয় প্রদর্শন করেন। যাহা তিনি শ্রবণ করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার কৃপা-স্বরূপে তদনুগ-সম্প্রদায়ে ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে অধিকার প্রদান। তিনি যাঁহার নিকট ভক্তিসিদ্ধান্ত লাভ করিয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধ-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে 'সাকর মল্লিক'কে সনাতন-বিগ্রহত্বে প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীরূপ তজ্জন্যই শ্রীসনাতন প্রভুকে 'গুরু' বলিয়া জানাইয়াছেন; শ্রীরঘুনাথ দাস

গোস্বামিপ্রভু তজ্জন্যই "বিলাপকুসুমাঞ্জলি"তে শ্রীসনাতনকে কৃষ্ণসম্বন্ধ-কারক বলিয়া উক্তি করায় শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাঁহাকেই 'ভক্তি-সিদ্ধান্তাচার্য্য' বলিয়াছেন। সেই ভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রীরূপ-শ্রীকরাঙ্কিত হইয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর সন্ধান-দায়িনী সরণীরূপে শ্রীরূপানুগ শ্রীজীবানুগ-সম্প্রদায়ের সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয় উদয় করাইয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পান করাইয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামীর দ্বারা যাহারা নিজ নিজ প্রাকৃত স্বার্থ সিদ্ধ করিবার যত্ন করিয়াছেন, তাহারা দুর্গম পথে ভ্রান্ত হইয়া ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। যাহারা শ্রীজীব গোস্বামীকে 'শ্রীরূপানুগ' বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছেন, তাহাদের 'রূপানুগ' বলিয়া পরিচয় দিবার সম্ভাবনা নাই এবং শ্রীদাস-গোস্বামি-প্রদর্শিত রূপানুগ ভজন-প্রণালীর অনুসরণে কখনই যোগ্যতা হইবে না। শ্রীদাস-গোস্বামিপ্রভুর আনুগত্য ব্যতীত শ্রীজীবের অনুগ-গণের গত্যন্তর নাই। সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়েই ভক্তির প্রবৃত্তি এবং ভক্তির উত্তরোত্তর বৈশিষ্ট্য-বৈচিত্র্য-বিলাসাদি ভক্তিমানের সম্বন্ধজ্ঞানে পারদর্শিতা সাধন করে।

রসময়ী ভক্তি ; বিরস নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান কর্ম্মজ্ঞানযোগচর্চ্চা ও প্রতিকূল অনুশীলন

ভগবান্—রসময়। ভগবন্মায়া-রচিত বস্তুতে যে রস আছে, তাহা অনিত্য, অজ্ঞানমণ্ডিত ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের প্রতিষেধক। স্থূল-সূক্ষ্ম উপাধিগ্রস্ত অনর্থময় জীব বাস্তববস্তু শ্রীকৃষ্ণে সম্বন্ধ-সংস্থাপনে অসমর্থ হইয়া তাঁহার সহিত তন্মায়া-রচিত জড়শক্তিপরিণতির বৈষম্য না জানিয়া তাহাতে অভিনিবিষ্ট হন এবং তাদৃশ বিবর্ত্তে পতিত হইয়া মায়া-বৈচিত্র্য-রহিত অবস্থাকেই 'ব্রহ্ম' ও তাঁহার সহিত নির্ভিন্ন হওয়াকেই 'অভিধেয়' বলিয়া বিচার করিয়া থাকেন। কেহ বা বিবর্ত্তে পতিত হইয়া জড়-ভোগের প্রভুরূপে নিজেন্দ্রিয়দ্বারা স্বীয় অনর্থময় অবস্থার পরিপোষণ

করেন। এই দুই প্রকার অভক্তির অনুষ্ঠান—ভক্তিস্বরূপ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। রসময়ী ভক্তি নীরস বা বিরস-জাতীয় পরিণামদ্বয়ে কখনই পরিচিত হন না। জীবের স্বরূপ-বোধাভাবে ভুক্তি ও মুক্তি কোনও সময় প্রয়োজন-তত্ত্বরূপে প্রতিভাত হয়, আবার কোন সময়ে ভক্তির স্বরূপ-বোধের অভাবে ভক্তিকে সাধন জানিয়া মুক্তি বা ভুক্তিকে সাধ্যজ্ঞান হয়। প্রকৃত-প্রস্তাবে শুদ্ধজীব ভজন-বলে ভুক্তি মুক্তিকে প্রাপ্য না জানিয়া তাহাদিগের প্রভু হইয়া পরমৈশ্বর্য্যময়ী ভক্তির পরিচর্য্যায় তাহাদিগকে নিযুক্ত করেন। ভক্তির পরিচারকরূপেই কর্ম্ম ও জ্ঞানের অধিষ্ঠান, কর্ম্ম ও জ্ঞানের দাসীরূপে কদাপি শুদ্ধভক্তির অধিষ্ঠান থাকিতে পারে না। কর্ম্মের বৈরস্য ও জ্ঞানের নিরসতা রসময়ী ভক্তির প্রতিকূলে অবস্থিত। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে ভক্তির স্বরূপ-নির্ণয়ে অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনের কথারই প্রাধান্য। গৌণভাবে ঐ প্রাধান্যের সমর্থন-জন্য প্রতিকূলভাবসমূহের নিষেধোক্তি বর্ণিত আছে। কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন-বিচারে বিষ্ণুর বিভিন্ন সেবা-প্রকাশ-সমূহ কৃষ্ণের আংশিক বৈভব প্রকাশ করে। কৃষ্ণের প্রভুত্ব ও বিভুত্ব অপহরণ করিয়া যে প্রাপঞ্চিক-বুদ্ধিবৃত্তির চাঞ্চল্যে জীবের আসুরিকভাব সমূহের উদয় হয়, তাহাতে অভক্তিরই স্বরূপ পরিলক্ষিত হয়। তজ্জন্য প্রতিকূল-কৃষ্ণানুশীলন-বিষয়ে অনর্থময় বিবর্ত্তবাদী জীব আপনাকে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরত করিয়া তোলে। সুতরাং প্রভু ও ভক্তরূপ সেব্য-সেবক-ভাবরাহিত্যে যে দুর্গতি উপস্থিত হয়, তজ্জাতীয়-বিকৃত-বস্তুধারণা কৃষ্ণের প্রতিকূল অনুশীলনপর্য্যায়ে প্রাধান্য লাভ করে। প্রপঞ্চে প্রকটিত কংস-জরাসন্ধাদি দুষ্প্রবৃত্তির অবতার-সমূহ ভক্তিরহিত হইয়া ভুক্তি-মুক্তিকে প্রয়োজন-জ্ঞানে যে প্রতিকূল কৃষ্ণানুশীলন করেন, তাহা পূর্ব্বকথিত নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানের পর্য্যায়ে প্রপঞ্চে অবতরণ মাত্র।

অনুকূলবস্তু-সপ্তক ও দম্ভাবরণ

গুরু, গোষ্ঠ, ধামবাসী, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, নামকীর্ত্তন ও মন্ত্রোচ্চারণ অনুকূলভাবে ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের সেবা করিতে পারে আর প্রতিকূলভাবে সেব্য হইবার পিপাসায় তত্তদ্বস্তুর কৃষ্ণ-সেবন-ভাবের বিপরীত প্রতিকূল আবরণের প্রকার-ভেদ সৃষ্টি করে। অনুকূল অনুশীলন-কারী বস্তুসপ্তক—ভগবদ্ভক্তির সহায়, আবার 'দম্ভ আসিয়া ঐ বস্তু-সপ্তকের বাস্তববিচারকে আবৃত করিয়া আধ্যক্ষিকদর্শনে কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পথে লইয়া গিয়া বিপথগামী করে।

আত্মবৃত্তি-ভক্তির ক্রমবিকাশ

সাধনভক্তি—রসোদয়ের পূর্ব্বাবস্থিতির নামান্তর অর্থাৎ উহা—রসের প্রাগুদয়ভাবমাত্র; রসোদয়ে ভক্তি আর 'সাধন-ভক্তি' নামে পরিচিত না হইয়া 'ভাব-ভক্তি' নামে অভিহিত হন। স্থায়িভাব রতি প্রাক্কালে 'শ্রদ্ধা'-নামে পরিচিত। স্থায়িভাবের সহিত সামগ্রী-চতুষ্টয়ের সম্মেলনে রসোদয়। সামগ্রী-রহিত অসম্মিলিত রতির প্রাগ্‌দর্শনে সাধনপর্য্যায়ে আমরা "শ্রদ্ধা" অর্থাৎ চিৎসাহিত্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস দেখিতে পাই।

রূপানুগপথে বিচরণের অর্গল

যাহারা জড়সাহিত্যে অপ্রাকৃতের বিবর্ত্ত-দর্শনে প্রমত্ত, তাহারা জড়ালঙ্কারিকের আবরণে প্রতারিত হইয়া 'অজ্ঞ-ভক্ত' হইয়াও আপনাদিগকে প্রকৃত ভক্তপর্য্যায়ে গণনা করে। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে অবগাহনাভাবে তটস্থজীবানুগ আপনার রূপানুগ পরিচয় ভুলিয়া গিয়া শ্রীরূপানুগ 'স্বরূপের রঘু'র আনুগত্য হইতে নিত্যকালের জন্য বঞ্চিত হয় এবং রূপানুগ-গণের চরণে অপরাধ করিয়া বসে। এতাদৃশ বদ্ধজীব আত্ম-বৃত্তি ভক্তির সন্ধান না পাইয়া কখনও বা শ্রীজীবের বিরোধ

কখনও বা রূপানুগ-রঘুনাথের বিরোধ করিয়া বসে। বৈষ্ণবের পক্ষপাত দোষ আছে জানিয়া তাহাদের বিবর্ত্ত উপস্থিত হয়। ঐ ভ্রান্তিই তাহাদিগকে শ্রীরূপানুগধর্ম্মযাজনের অর্গল স্বরূপে বাধা দেয় কখনও কৃষ্ণেতরাভিলাষ, কখনও বা স্বভোগ-তাৎপর্য্যপর কর্ম্মাবরণ, স্বত্যাগ-তাৎপর্য্যপর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ বা মায়াবাদ ভক্তির সন্ধানে বাধা দেয়।

ভক্তিরস

ভক্তিরস—তরল, তাহা প্রাপঞ্চিক রসের ন্যায় শুষ্ক হইতে পারে না। নিত্য রস-সমুদ্রের ক্ষয় নাই এবং তাহা সঙ্কীর্ণ জলাশয় মাত্র নহে। ভজনীয় বস্তু পরিমিতরাজ্যের দ্রব্যবিশেষ নহে বলিয়া তাঁহার সেবামৃতসিন্ধু—অপরিমিত বৈকুণ্ঠ-রস-সমুদ্র।

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে রূপানুগত্যই একমাত্র পথ

ভবরোগাক্রান্ত ভোক্তৃজীব অনর্থমুক্ত হইয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিতে পারিলেই তাঁহার সর্ব্বার্থসিদ্ধি করতলগত হয়। কর্ম্মজ্ঞানাদির আবরণ বা অন্যাভিলাষরূপ স্বেচ্ছাচারের অপব্যবহারসমূহ ভক্তিপথের কণ্টকরূপে সমাগত হয় না। যাহাদের পূর্ব্ব দুষ্কৃতিক্রমে ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিবার রুচি হয় না, তাহারা শ্রীরূপের অনুগের দয়ার উপলব্ধি করিতে পারে নাই জানিতে হইবে। শ্রীদামোদর-স্বরূপের কথিত দয়ানিধি গৌরসুন্দর ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া সেই ভক্তিসমুদ্রের শোভা প্রদর্শন করাইবার জন্যই সেনাপতি শ্রীরূপকে প্রতিকূল-অনুশীলনকারি-জনগণের কল্যাণবিধানার্থ শ্রীব্যাসাসনে উপবিষ্ট করাইয়াছেন। শ্রীরূপানুগ-জনগণই শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি করিতে সমর্থ। অভক্তজনের কথিত মায়া-মরীচিকা কখনই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পথের সন্ধান দিতে পারে না। **তজ্জন্য বিদ্যাবধূজীবন শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে রূপানুগত্বই একমাত্র পথ।**

মহাভাগবতের দর্শন ও শিক্ষা

'পরবিদ্যা' শব্দে ভক্তিই উদ্দিষ্টা; সেই ভক্তিলাভের ইচ্ছা করিয়া অদ্য শ্রীব্যাসপ্রমুখ গুরুগণের চরণে উপস্থিত হইয়াছি। তাঁহারা আমার অভক্তি-মরু-হৃদয়ে কৃপাবারি সেচন পূর্ব্বক তাঁহাদের নিত্যদাস-রূপে গণনা করিয়া সেবায় অধিকার দিন। শ্রীচৈতন্যদেবের কথিত মহাভাগবত-লক্ষণের কথা স্মরণ করিয়া আমি বুঝিতেছি যে,—"যাঁহারে দেখিলে মুখে আইসে কৃষ্ণ-নাম। তাঁহাকে জানিও তুমি বৈষ্ণব-প্রধান॥" আপনারা সকলেই তাহাই (মহাভাগবত) আছেন বলিয়া আমাকে অদ্য শ্রীব্যাসার্চ্চনের অধিকার দিলেন। এই অধিকার-দানের বিনিময়ে আপনাদের ন্যায় মহাভাগবতের অনন্তকাল দাস্যেই নিযুক্ত থাকিব। তজ্জন্য অন্য কোন বেতন আমার প্রার্থনীয় নহে।

জড়-প্রতিষ্ঠাকামী ফল্গুত্যাগীর আদর্শের বিপরীত অকৃত্রিম আচার্য্যের আদর্শে সর্ব্ববস্তু হরিগুরুসেবায় সমর্পণের দৃষ্টান্ত

পরিশেষে "প্রতি-নিবেদনে" আমার বক্তব্য এই যে, আপনাদিগের মহত্ত্বের পরিচায়ক যে সকল বাক্য আমার উদ্দেশ্যে কথিত হইয়াছে, তাহাতে প্রাপঞ্চিকবিচারে আমার কোনও যোগ্যতা নাই বলিয়া ঐ সকল উক্তিই শ্রীগুরুদাসসূত্রে আমার পূর্ব্বগুরুগণের প্রাপ্য বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের শ্রীচরণ-কমলে সমর্পণ করিতেছি। বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত হইয়া ঐ বাণীসমূহ আত্মসাৎ করিতে আমার কোন সামর্থ্য নাই, যেহেতু প্রভুর আদেশে "তৃণাদপি-সুনীচ" ক্ষীণশরীরী আমি এতাদৃশ গুরুভার-বহনে অনিপুণ, সুতরাং এই সকল কথা শ্রীমদ্‌গুরুতত্ত্বের উদ্দেশে প্রেরণ করা ব্যতীত আমার আর গত্যন্তর নাই।

ভবতা মহতা সমর্পিতং ন হি ধর্ত্তুং প্রভবামি বৈভবম্।
উচিতং গুরুবেঽহং অদ্য তং সুবরাকঃ প্রণয়াৎ সমর্পয়ে॥

বহির্ম্মুখতা ও কপটতা

স্থান—চাঁপাহাটী শ্রীগৌর-গদাধর-মন্দির-প্রাঙ্গণ

সময়—শুক্রবার, ১৮ই ফাল্গুন ১৩৩৪, ২রা মার্চ্চ ১৯২৮,

পরিক্রমার ষষ্ঠ দিবস—শ্রীএকাদশী

মঙ্গলাচরণ

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥

শ্রীধাম ভ্রমণের আবশ্যকতা কি?

আমরা আজ্‌কে শ্রীনবদ্বীপের অন্তর্গত ঋতুদ্বীপে উপস্থিত। অনেকে জিজ্ঞেস কর্‌তে পারেন যে নানা স্থান ভ্রমণ ক'রে কি প্রয়োজন? বিশেষতঃ বাড়ীতে বসে থেকে যদি হরিসেবা হয়, তবে অন্যত্র যাওয়ারই বা কি দরকার?

শ্রীধামে সৎসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণ ও ভক্ত্যঙ্গানুশীলন

বাড়ীতে বসে থাক্‌লে আমরা সাধুগণের সহিত মিলিত হ'তে পারি না—তাঁ'দের নিকট হ'তে কথাবার্ত্তা শুন্‌বার অবসর পাই না—আমাদের যখন কাজ না থাকে, তখন অপকর্ম্ম ক'রে বসি—বাজে গল্পে, গুজবে, পরনিন্দায়, পরচর্চ্চায় সময় কাটিয়ে দি'। সাধুদের সঙ্গে থাক্‌লে হরিকথা শুন্‌তে পারি, নিজত্বের বিচারে ভ্রান্তি হওয়ায় যে সকল অপকর্ম্ম ক'রে থাকি, তা'হ'তে নির্ম্মুক্ত হ'তে পারি। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা আমাদের যে অসুবিধা হয়, সাধুর সঙ্গে থেকে হরিকথা শুন্‌লে আমরা সেই, অসুবিধার হাত থেকে ছুটী পেতে পারি।

নির্গুণ ও গুণ-বিচার

হরি—নির্গুণ ; আমরা গুণজাত জগতের মানুষ, আমাদের সকল ইন্দ্রিয় গুণজাত বস্তুর সহিত সম্মিলিত হ'বার যোগ্যতাবিশিষ্ট। এই সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা আমাদের সঙ্গে গুণজাত বস্তুরই সাক্ষাৎ হয়। গুণজাত বস্তুর হাত অতিক্রম ক'রে **নির্গুণ বস্তুর সহিত সাক্ষাতের অন্য কোন রাস্তা নাই—একমাত্র 'কাণ' ছাড়া।** চ'টা ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া-কলাপ যে বস্তুর প্রতি নিযুক্ত হ'তে পারে, সেটা হচ্ছে গুণজাত বস্তু। গুণ ত্রিবিধ,—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক—মর্ত্ত্যমঙ্গল প্রসব করে, রজোগুণের দ্বারা চালিত হ'য়ে আমরা ক্ষণিক মঙ্গল বা অমঙ্গলে ধাবিত হ'তে পারি, তমোগুণের দ্বারা অমঙ্গলের পথে প্রধাবিত হই। যতদিন আমরা জীবিত থাকি, ততদিন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির সার্থকতা মাত্র, মরে গেলে উহাদের কোন সার্থকতা নেই। তখন এই গুণজাত জগৎ আমাদের কাছে স্তব্ধ হ'য়ে যায়। **গুণজাত জগৎ স্তব্ধ হ'য়ে যায় ব'লে নির্গুণ জগৎ স্তব্ধ হ'য়ে যায় না।**

জড়েন্দ্রিয় গুণ-জাত বিষয়-গ্রহণের উপযোগী

আমরা গুণাতীত জগতের আদর কর্‌বার প্রয়োজন মনে করি না, কারণ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি গুণজাত জগতের বস্তু গ্রহণের উপযোগী হ'য়ে পড়েছে। যে সকল কার্য্যে আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ঘটে, আমরা সেই সকল কার্য্যেই চেষ্টাবিশিষ্ট হই। এই পৃথিবীতে নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর বস্তুতে আমরা প্রলুব্ধ হ'য়ে পড়ি। প্রয়োজনবোধে মক্ষিকার গুড় খাবার চেষ্টার ন্যায় আমরা তা'তে ডুবে যাই। যে সকল কথা আমাদের পূর্ব্বে পূর্ব্বে শোনা আছে, তা'তেই আমাদের রুচি হয় ; যে সকল কথা আমাদের শোনা নেই, তা'তে আমাদের রুচি হয় না।

জড়-জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ শব্দ আমাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার ক'রে আমাদিগকে বিষয়ে নিযুক্ত করায়।

ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ও প্রেয়ঃ

আমরা চাই—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি। যে যত পরিমাণে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি দিতে পারে, সে আমাদের নিকট তত প্রিয়। আমরা আশু-প্রয়োজনীয় বা আপাতরমণীয় বিষয়কে আদর ক'রে সংসারে চিরদিন ঐরূপভাবে জীবন-যাপন কর্‌বার জন্য ব্যস্ত হই। আমাদিগের বুদ্ধি মনুষ্যত্বের দিকে যাওয়া দূরে থাকুক, ক্রমে উহা নেবে যাচ্ছে। জড়-জগতে যা'তে জড়তা উৎপন্ন কর্‌তে পারে, তাই আমাদের আশু প্রয়োজনীয় ব্যাপার। পরিবর্ত্তিত রুচিতে জীবের চেষ্টা হচ্ছে—বিমুখতার দিকে যাওয়া।

নির্গুণ শব্দের গুণজাত জগতে ভুবন-মঙ্গলার্থ অবতরণ

নির্গুণ বস্তু স্বেচ্ছায় গুণজাত জগতে আস্‌তে পারেন, তিনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। তা'তে নির্গুণ বস্তুর নির্গুণত্বের কোন অপলাপ হয় না। আমার ন্যায় গুণজাত জড়পিণ্ড যে কথা বলে, সে সকল গুণজাত। কিন্তু শ্রৌত-পথাবলম্বনে আমাদের কর্ণে যে সকল কথা প্রবিষ্ট হয়,—এমন অলৌকিকী শক্তি সেই শব্দের ভেতরে আছে—যে শব্দ শ্রুতিপথে গেলে মানবের চেতনতা প্রস্ফুটিত করিয়ে দেয়। যে শব্দ বিরজা-ব্রহ্মলোক ভেদ ক'রে বৈকুণ্ঠে পৌঁছাতে পারে, যে শব্দ বৈকুণ্ঠ হ'তে ব্রহ্মলোক-বিরজা ভেদ ক'রে চতুর্দ্দশ ভুবনে অবতীর্ণ হয়, সেই শব্দই আমাদিগকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যায়; আর যে শব্দ জড়াকাশ হ'তে উৎপন্ন হ'য়ে কিছুক্ষণ জড়াকাশে থেকে জড়াকাশেই লয়প্রাপ্ত হয়, সেই শব্দ আমাদিগকে নরকের পথে লয়ে যায়। এ সকল শব্দ ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য—আমাদিগকে মূর্খ কর্‌বার জন্য জগতে প্রচারিত হ'য়েছে—

ভূতাকাশে ব্যাপ্ত রয়েছে। খাওয়া, দাওয়া, থাকা, মিথুন-ধর্ম্মে রত হওয়া, মরে যাওয়া যে শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয়, তা'ই এই জগতের শব্দ। জড়বস্তুতে অধিক জড়তা লাভ হ'তে পারে এই শব্দের দ্বারা। চৈতন্যচন্দ্র এ স্থানের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে অবতীর্ণ হয়ে'ছিলেন জগতে পরব্যোমের শব্দ বিস্তার করতে।

যোষিৎসঙ্গ ও তৎসঙ্গিসঙ্গ চেতন-কথা-শ্রবণের অন্তরায়

কিন্তু সেই পরম কৃপাময়ের সেই কৃপা-কথা এখনও লোকের কাণে যাচ্ছে না। তা'রা যোষিৎসঙ্গ করে—যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ ক'রে তা'তেই ভুলে থাকে, এজন্য তা'দের মঙ্গল হয় না—

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িনামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥"

[ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার জন্য যাঁহাদের ইচ্ছা, এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিগণের পক্ষে বিষয়-দর্শন ও স্ত্রী-সন্দর্শন বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু]

সৃষ্টির প্রারম্ভে যোষিৎ ও যোষিতের ভোক্তা এ জগতে আবির্ভূত হ'য়েছেন, তাঁ'রই অবস্তন-সূত্রে এই সকল যোষিৎসঙ্গি-সমাজ জগতে বিস্তার লাভ করায় জগতের এত অমঙ্গল হ'য়েছে। মহাপ্রভুর ভক্তগণ যোষিৎসঙ্গী নহেন—

"মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি' প্রীত হন গৌর-ভগবান্॥"

হরি-কথা কাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হয়?

মহাপ্রভু বাগানের মালী-হিসাবে আমার ভোগের ফুলের তোড়া আমাকে যোগা'বেন, এই বুদ্ধি—ভোগবুদ্ধি; ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর বস্তু। যাঁ'রা ইতর-ব্যোমের শব্দের বাহাদুরী ল'য়ে 'ভবানীভর্ত্তা' হ'বার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ কর্‌ছেন, তাঁ'দের 'বিরুদ্ধমতিকৃতদোষ' মহাপ্রভু দেখিয়েছেন। যে সকল ব্যক্তির সৌভাগ্য হয়, তাঁ'রাই এ সকল কথা বুঝ্‌তে পারেন; **যা'রা ভাগ্যহীন, 'তা'রা কথা শ্রবণ কর্‌ছে' মনে কর্‌লে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শুন্‌লে না—বঞ্চিত হোলো।** আমরা আমাদের সৌভাগ্যক্রমে যদি ভজনীয় বস্তুর সেবা কর্‌বার জন্য প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হই, তা' হলেই আমাদের কাণে কথা যা'বে—আমরা কথা শুন্‌তে পার্‌ব—ধর্‌তে পার্‌ব। যা'র যে অবস্থা, সে অবস্থা হ'তে উন্নত হ'তে হবে—ভাল হ'তে হবে—যমে ছাড়্‌বে না গায়ে বিষ্ঠা মাখ্‌লে। প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগকে দৈবী মায়া ভগবদ্বিমুখতার রাজ্যে উপস্থিত করাচ্ছে। **যে মুহূর্ত্তে আমাদের রক্ষাকর্ত্তা থাকবে না, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের পারিপার্শ্বিক সকল বস্তু শত্রু হ'য়ে আমাদিগকে আক্রমণ কর্‌বে।** যে মুহূর্ত্তে আমরা প্রকৃত সাধুর কাছে হরিকথা না শুন্‌ব,—নিষ্কপটে সাধুর সেবা না কর্‌ব, সেই সেই মুহূর্ত্তটুকুর সুযোগ পেয়েই মায়া আমাদিগকে গ্রাস কর্‌বে।

তথাকথিত পণ্ডিত ও কথকের হরিকথা-কীর্ত্তনের অভিনয়

পশুর যে বৃত্তি, তা'র সঙ্গে যা'রা মানুষের বৃত্তিকে সমান মনে ক'রে চেতনতার বৃত্তিকে হারিয়ে ফেলেছে, তা'রা নির্গুণ হরিকথা শুন্‌তে পারে না। অতএব আমাদের কর্ত্তব্য—কোথায় হরিকথা হচ্ছে—সত্যি

সত্যি চেতন থেকে চেতনময়ী হরিকথা প্রকাশিত হচ্ছে, সেইদিকে মনোযোগ রাখা। জগতে অনুস্বার-বিসর্গ নিয়ে মাথা ও জিহ্বার কসরৎ করার লক্ষ লক্ষ দল আছে; পরব্যোম হ'তে আবির্ভূত চেতনময় শব্দের তাৎপর্য্য তা'দের উপলব্ধি হ'বে না, তা'রা হরিকথা বল্‌তে পারে না, তা'দের কথা গ্রামোফনের গানের মত। তারা বিষয়েই ডুবে যা'বে—সত্যের উপলব্ধি হ'বে না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিচার করেন, আমাদের যেন বাস্তবিক মঙ্গল হয় এবং সে মঙ্গল হ'তে যেন কোনদিন বঞ্চিত হ'তে না হয়। জড়জগতে যত কিছু বস্তু আছে, সেই সকল বস্তু তা'দের বিপরীত ধর্ম্ম উদয় করাবে—পাণ্ডিত্য, 'মূর্খতা' আন্‌বে—সুখ 'দুঃখ' আন্‌বে -দুঃখ 'সুখ' আন্‌বে ইত্যাদি।

অসদুদ্দেশ্য হয় কেন?

কোন ব্যক্তির পূর্ব্বে সদুদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু কিছুদিন পরে তা'র আবার অসদুদ্দেশ্য হলো কেন? সে নির্গুণ হরিকথায় সময় দেয় নাই, কিম্বা শুন্‌বার ছল ক'রে অন্যমনস্ক হয়েছে; সে আপাত-প্রয়োজনীয় সুখের চেষ্টা হ'তে বিরত হ'তে আদৌ চেষ্টা করেনি, অসৎ লোকের পরামর্শ গ্রহণ ক'রে ইন্দ্রিয়জ সুখের জন্য ব্যস্ত হয়েছে। ভগবানের পাদপদ্ম যদি আশ্রয় করি, তা'তে লেখাপড়া শিখি বা না শিখি, বল থাকুক্ আর না-ই থাকুক্, কিছুতেই অসুবিধা নাই। জীব যে নির্গুণবস্তু; জীব যখন নিজকে গুণবদ্ধবস্তু মনে করে, তখনই তার সগুণ জগতের প্রতি আসক্তি হয়।

ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরোপকারী

ভগবানের দাস-সমূহ মানবগণের উপকারের জন্য ইহজগতে আগমন করেন। তাঁ'দের জগতের কোন কর্ত্তব্য নেই -এ জগতে আস্‌বার

কোন আবশ্যকতা নেই—জীবের বিপরীত রুচিকে পরিবর্ত্তিত করাই সর্ব্বাপেক্ষা দয়াময়দের একমাত্র কর্ত্তব্য। ক্ষুধিতকে অন্নদান প্রভৃতি পণ্ডশ্রম হ'য়ে যায়, যদি মূল বিষয় হ'তে আমরা তফাৎ হই।

জগতের প্রেয়ো বস্তু-সমূহ এক একটি 'টোপ' মাত্র

ভোগরাজ্যে প্রতিমুহূর্ত্তে জীবকে আকর্ষণ কর্‌ছে, মায়া টোপ দেখিয়ে আমাদিগকে সর্ব্বদা বিদ্ধ কর্‌ছে, স্ত্রী-হাতী দ্বারা বনের পুরুষ হাতী বশ ক'রে শৃঙ্খলিত কর্‌বার মত মায়া যোষিৎসঙ্গাদির লোভ দেখিয়ে জীবকে সংসারে আবদ্ধ কর্‌ছে। অসদ্‌বস্তুকে সত্য জ্ঞান ক'রে তা'তে উপকার হ'বে মনে ক'রে জীব দৌড়াচ্ছে। মায়া সুখটাকে রেখেছে মানুষকে বঞ্চনা কর্‌বার জন্য। জগতে যা কিছু আমার ভোগের চক্ষে সুন্দর—ভালো, সেগুলি সব বড়্‌শী। যে ভোগী হ'বে, সে বঞ্চিত হ'বে—বিদ্ধ হ'বে। খাবে দাবে নরকে যাবে—এই বুদ্ধি, বিচারসম্পন্ন মানবজাতিকে গ্রাস ক'রেছে—এর চেয়ে আর লজ্জার কথা কি!

প্রেয়ঃকামীকে রক্ষা করিবার কৌশল

এই বুদ্ধির হাত হ'তে রক্ষা কর্‌বার জন্য Sugar coating দিয়ে Quinine খাওয়াবার ন্যায় গৌরসুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। ইতর ব্যোমের অসৎশব্দ মানুষকে সর্ব্বদা ইতর বিষয়ে টেনে নিচ্ছে—এই শব্দটাই যত গোলমাল কর্‌ছে। মানুষ এই শব্দে আকৃষ্ট হ'য়ে মৃগের ন্যায় মায়াবী ব্যাধের বাণে বিদ্ধ হচ্ছে। তাই গৌরসুন্দর হরিকথার সঙ্গে তাল-মান-লয় সংযোগ ক'রে 'জিলেটি'ং দিয়ে কুইনাইন খাওয়াবার ব্যবস্থা কর্‌ছেন। তৌর্য্যত্রিক—যাহা পাপের আকর—মহাপাপিষ্ঠদের কার্য্য; তাহা কামদেবের সেবায় নিযুক্ত না হ'লে বিষ উদ্গীরণ কর্‌বেই কর্‌বে।

কাপট্যপূর্ণ জগতে কপটেরই আদর

যে সকল সাধু জীবগণকে বিপথগামী না করেন, সেই সকল সাধুর আদর নাই। হরিকথার নামে বর্ত্তমানকালে যাঁ'রা লোককে বিপথগামী কর্‌ছেন, তাঁ'দের নিকট হ'তে বঞ্চিত হওয়াই বর্ত্তমান-কালের একটা যুগধর্ম্ম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যাঁ'রা প্রকৃত সাধু—যাঁ'রা অসাধুকে ধোরে দিতে চাচ্ছেন, অসাধুগণ, কপটগণ চোরগণ তা'দিগকে আবার উল্টো "ঐ চোর"—"ঐ অসাধু"—"ঐ ভণ্ড" ব'লে লোককে ধোঁকা দিয়ে নিজেদের পালা'বার একটু ফাঁক খুঁজে নিচ্ছে। মায়া কিছুতেই মানুষকে নিষ্কপট হ'তে দেবে না—কতরকম ক'রে খাঁটি সাধুর কাছ থেকে দূরে রেখে দেবার কল-কৌশল সৃষ্টি কর্‌ছে।

প্রাকৃত-সহজিয়াগণের হিংসাময়ী অবৈধী ইন্দ্রিয়পরা চেষ্টা

কুলিয়ায় রাসলীলার গান হচ্ছে—কত শ্রোতা! আর কীর্ত্তনীয়ারই বা কত তাল-মান ভাঁজার কসরৎ; কিন্তু বিদ্যাসুন্দর শুন্‌লে যে নরকের পথে ধাবিত হ'তে হয়, রাইকানুর গান (?) শুনেও তাই হচ্ছে। এতে অদ্বিতীয় কামদেবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হচ্ছে না, সেখানে নিজেরাই কামদেব সাজ্‌বার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে। রাই-কানুর গান এদের মুখ হ'তে বের হ'তে পারে না। কৃমি যেমন মানুষের সব রক্ত খেয়ে ফেলে—মানুষকে পুষ্ট হ'তে দেয় না, তেম্‌নি এদের যত চেষ্টা, সব অমঙ্গলের পথে যাওয়ার সোপান মাত্র। যা'দের ইন্দ্রিয় জয় হয়নি', তা'রা কি ক'রে রাই-কানুর গান গাইতে বা শুতে পারে? মহাদেবের জন্য যে ব্যবস্থা, আমার ন্যায় ক্ষুদ্র

প্রাণীর জন্যও কি সে ব্যবস্থা হ'তে পারে? এত লোক যে কালকূট-বিষ পান করতে ধাবিত হচ্ছে—'সুধা' মনে ক'রে গরলের ভাণ্ড বরণ ক'রে নিচ্ছে, তখন আচার্য্যের চীৎকার কি একবারও এদের কাণে যাবে না? সদ্‌বৈদ্য রোগীর মঙ্গলের জন্য বিনা দর্শনীতে প্রাণপণে চেষ্টা করছেন, আর রোগিগণ সেই বৈদ্য-বিনাশ-কার্য্যে উঠে পড়ে লেগেছে! নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারছে! যে-শাখায় বসেছে, সেই শাখাই কাটছে!

কপটতা ও দুর্ব্বলতা, কপটের মঙ্গল নাই

কপটতা একটা আলাদা জিনিষ, আর দুর্ব্বলতা স্বতন্ত্র জিনিষ। **কপটতা-রহিত ব্যক্তিরই মঙ্গল হয়।** আচার্য্যকে ঠকাব—বৈদ্যের চোখে ধূলি দেবো—আমার অসৎপ্রবৃত্তি-কালসাপকে কপটতার কোটরে লুকিয়ে রেখে দুধ কলা দিয়ে পুষ্‌ব—লোককে জান্‌তে দেবো না—লোকের কাছে 'সাধু' বলে প্রতিষ্ঠা নেবো—এ সকল বুদ্ধি দুর্ব্বলতা-মাত্র নহে, কিন্তু ভীষণ কপটতা; এদের কোনকালেই মঙ্গল হয় না। মঙ্গলের পথটাকে যা'রা প্রথম মুখেই রুদ্ধ করেছে, তা'দের মঙ্গল হ'বে না। সাধুদের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হ'তে—নিষ্কপট হওয়ার প্রবৃত্তি নিয়ে, বিনীতভাবে সাধুদের মুখ-বিগলিত কথা শুন্‌তে শুন্‌তে ক্রমপথে মঙ্গল হয়। যদি আমরা লোক-দেখান সাধুসঙ্গ করি, তা'হলে আমাদের নরক-প্রবৃত্তি দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'তে থাকবে। গৌরসুন্দর যে আদর্শ দেখিয়েছেন, তা'তে কপটতার স্থান নাই। ছোট হরিদাসের আদর্শে কপটতা ছিল। আমার মত সাধুর বেশ ধারণ ক'রে যদি কেহ অন্য কার্য্যে ব্যস্ত হ'য়ে যায়—'ত্রিদণ্ড' নিয়ে রাবণের ন্যায় সীতাহরণের দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করে, তা'হলে সে নিজের গলায় নিজে ছুরি দিলে— হরিভজনের নামে আর কিছু করলে! লক্ষ লক্ষ জন্ম যদি আমাদের দুর্ব্বলতা থাকে

তা'তে বিশেষ ক্ষতি নেই, কিন্তু একবার যদি কপটতা আশ্রয় করি—সাধুর বেশ, সাধুর নাম নিয়ে সীতাহরণের প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হই, তা'হলে অসুবিধা-সর্পীকে চিরতরে গলায় জড়িয়ে ফেল্‌লাম। **পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গ লক্ষ লক্ষ যোনিতে থাকা ভাল, কিন্তু তথাপি কপটতা আশ্রয় করা ভাল নহে।** কপটের প্রতি কখনও গৌরসুন্দরের কৃপা হয় না—

"যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥
(ভাঃ ২।৭।৪২)

[ভগবান্ অনন্তদেব যাঁহাদের প্রতি কৃপা করেন, তাঁহারা যদি কপটতা-রহিত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হন, তাহা হইলে সেই দুস্তরা অলৌকিকী মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। ঐ সকল কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য দেহে "আমি" ও "আমার" বলিয়া শরণাগত ভক্তের অভিমান থাকে না।

দুর্গতির কারণ কি?

'আমি কে'—এই কথা আলোচনা না হ'লেই আমাদের দুর্গতি ঘটে—সংসারের নানাপ্রকার প্রলোভনে আমাদিগকে ডুবিয়ে দেয়। যে মুহূর্ত্তে আমরা একটুকুও অসতর্ক হই, সেই মুহূর্ত্তেই মায়া-রাক্ষসী আমাদের গলা টিপে আমাদিগকে গ্রাস ক'রে ফেলে। পারমহংসী কথা

নিয়ত শ্রবণ না করলে এই মায়ার কবল হ'তে উদ্ধার পাওয়ার আর উপায় নেই—

"তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দ-
পাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈ-
র্জুষ্টাদ্গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্॥"

(ভাঃ ৬।৩।২৮)

[মুকুন্দপদারবিন্দের যে মকরন্দরস অসৎসঙ্গবর্জ্জিত, নিষ্কিঞ্চন পরমহংসকুল নিরন্তর পান করিয়া থাকেন, তাহাতে বিমুখ হইয়া যে সকল অসদ্ব্যক্তি নরকের দ্বারস্বরূপ গৃহেই একান্ত আসক্ত, (হে দূতগণ!) তাহাদিগকেই তোমরা আমার সমীপে আনয়ন করিবে।]

সরলতাই বৈষ্ণবানুগত্যময়ী ব্রাহ্মণতা

আপনারা সকলে আশীর্ব্বাদ করুন্ যেন কপটতা-রাক্ষসী আমাকে আশ্রয় না করে; কারণ, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বৈষ্ণবগণ ব'লেছেন **সরলতার অপর নামই—বৈষ্ণবতা। পরমহংস-বৈষ্ণবের দাসগণ—সরল; তাই তাঁহারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ।**

"আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রেঽনার্জ্জব-লক্ষণম্"

পরদুঃখদুঃখী নির্ম্মৎসর আচার্য্যের আত্মদৈন্যছলে লোকশিক্ষা

আমি কোন ব্যক্তিকে কোন কটাক্ষ ক'রে বলছি না, প্রকৃতপ্রস্তাবে যা'তে আমি সরল হ'য়ে নির্গুণ ভগবানের সেবা করতে পারি, আমাকে সকলে মিলে সেই আশীর্ব্বাদ করুন্। বড় বিপন্ন আমি,—আমার তুল্য বিপন্ন আর কেহ নাই, আপনারা আমায় রক্ষা করুন্—সকলের

চরণে আমার এই বিজ্ঞপ্তি—আপনারা আমার মঙ্গল বিধান করুন্। আপনারা যদি আমার মঙ্গল-বিধান করেন, তা'হলে পরম লাভবান্ হ'বেন। আমাকে যে রক্ষা কর্‌বে, ভগবান্ নিশ্চয়ই তাঁ'কে রক্ষা কর্‌বেন। আমি হরিকথা জানিনে—হরিকথা শুন্‌বার জন্যে আমার চেষ্টা থাকে মাত্র; কিন্তু প্রতি পদে পদে কুকর্ম্ম, বিকর্ম্ম, সৎকর্ম্ম আমাকে বাহ্যবিষয়ে প্রধাবিত করিয়ে কপটতা শিখায়। আপনারা দয়া ক'রে আমার মঙ্গল-বিধান করুন্—এই আমার প্রার্থনা সকলের চরণে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য

স্থান—নির্শাচটি, মানভূম

ভক্তিভূষণ ইন্দ্রনারায়ণচন্দ্র মহাশয়ের ভবন

সময়—রবিবার, অপরাহ্ণ ১২ই চৈত্র ১৩৩৪ সন, ২৫শে মার্চ্চ, ১৯২৮

গৌড়ীয় মঠের প্রচারের বাহ্য প্রতীতিতে বিবর্ত্তবুদ্ধি

প্রদ্যুম্নমিশ্রের যেমন রায়রামানন্দের চরিত্র দেখে ভুল হচ্ছিল সেরূপ অনেকের ভুল হচ্ছে—নিজেদের নির্ব্বুদ্ধিতার বলে গৌড়ীয়মঠের প্রচার বুঝ্‌তে গিয়ে। যেহেতু কতকগুলি লোক 'ধর্ম্মবীর' 'কর্ম্মবীর' নাম নিয়ে 'ইয়ং বেঙ্গলের' তরুণ-বঙ্গের মাথা খেয়ে দিয়েছে, সেজন্য আমাদের শত শত গ্যালন রক্ত নষ্ট কর্‌তে হচ্ছে। তথাপি প্রকৃত সত্য কথা খুব কম লোকই ধর্‌তে পার্‌ছে। সত্য কথা বহু লোক নেয় না,—এটা চিরন্তন সত্য, কারণ সত্য কথা 'প্রেয়ঃ' নহে, তাহা 'শ্রেয়ঃ'।

প্রেয়ের গ্রাহক গণমত, শ্রেয়ের গ্রাহক সুদুর্ল্লভ

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ
সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥"

অর্থাৎ, শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ—এই দুইটীই মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু ধীর ব্যক্তিগণ ঐ দুইটীর তত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে অবগত হইয়া একটী—মুক্তির কারণ, অপরটী—বন্ধনের কারণ—এইরূপ বিচার করেন। তাঁহারা 'প্রেয়ঃ' পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃকে বরণ করেন, আর বিবেকহীন মন্দব্যক্তিগণ 'যোগ' অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর লাভ ও 'ক্ষেম' অর্থাৎ লব্ধ বস্তুর সংরক্ষণ,—এতদুভয়াত্মক প্রেয়ঃকে প্রার্থনা করেন।

"শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা-
শ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥

অর্থাৎ, এই শ্রেয়ের কথা শুনিবার লোক বহু পাওয়া যায় না, দুই চার জন পাওয়া গেলেও তাহা শুনিয়াও অনেকেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। আর শ্রেয়ো বিষয়ের তত্ত্ববিৎ ও নিপুণ বক্তা অতীব দুর্ল্লভ। আবার যদিও এইরূপ সুদুর্ল্লভ উপদেষ্টা কদাচিৎ অবতীর্ণ হন, কিন্তু আচার্য্যের অনুগত শ্রোতা আরও সুদুর্ল্লভ।

সব বুঝ্‌দার-জাগতিক লোক!

জগতের লোকগুলি অবিদ্যার সাগরে হাবুডুবু খেয়ে আপনাদিগকে পণ্ডিত 'সব বুঝ্‌দার" মনে কর্‌ছে। কপটতায় আচ্ছন্ন হ'য়ে কেবল সংসারে ওঠা-নামা কর্‌ছে। এই সকল অন্ধের দ্বারা চালিত হ'য়ে জগতের সমস্ত অন্ধসমাজ খানায় ডোবায় প'ড়ে মর্‌ছে,—

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥'

যুক্ত-বৈরাগ্য ও ফল্গু বৈরাগ্যের তাৎপর্য্য-গ্রহণে অসমর্থ গণবাদ

'গৌড়ীয়ে'র শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুর যে দুইটী Motto (নয়বাক্য) আছে—

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥"
"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"

—এ'র মানে সংস্কৃতপাঠীর লাখ্-করা একজনও বুঝ্তে পারে না—বাংলা ক'রে দিলেও তা'র মানে বোঝে না! যে দিন মানে বুঝ্বে, সে দিন বুঝ্তে পার্বে যে, তা'রা এতকাল যা'কে 'ধর্ম্ম' ব'লে মনে করেছে—যা'কে 'ত্যাগ,' 'তপস্যা' ব'লে মনে করেছে,—তা'রা এতকাল যত চেষ্টা করেছে—দুনিয়ার কাছে যত বাহাদুরী দেখিয়েছে, সব ভুল করেছে—বৃথা সময় নষ্ট ক'রেছে মাত্র।

নির্ভীক নিরপেক্ষ সত্য

যে নিরপেক্ষ নয়, সেরূপ অনন্তকোটী বক্তা নরকে চ'লে যাবে; কিন্তু নির্ভীক হ'য়ে যে নিরপেক্ষ সত্য বলা হচ্ছে, শত শত জন্ম পরেও—শত শত যুগ পরেও কেউ না কেউ ইহার নিগূঢ় সত্য বুঝ্তে পারবে। কষ্টার্জ্জিত শত শত গ্যালন রক্ত ব্যয়িত না হওয়া পর্য্যন্ত একটী লোককে সত্যকথা বোঝান যায় না—'সাধুত্ব' কাহাকে বলে, শিক্ষকগণ তা' শেখাতে পারেন না।

ধর্ম্ম-ব্যবসায় ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্য

শ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দ যে-ধর্ম্মের প্রচার ক'রেছিলেন, প্রেয়ঃপন্থী সমাজ তা'কে বিকৃত ক'রে কিরূপ ক'রে ফেলেছে! শ্রীচৈতন্য-দেবের শিক্ষা—গোস্বামিগণের শিক্ষা—শ্রীনিবাসাদি আচার্য্য প্রভুত্রয়ের শিক্ষা আজ অতল জলধিগর্ভে নিমজ্জিত হ'য়েছে। আচার্য্যের কাজটা এখন ব্যবসাদারীতে পরিণত হ'য়েছে—গুরুর নাম নিয়ে শিষ্যের গোলামী কর্ছে—বেশ্যাকে মন্ত্র দিচ্ছে। প্রত্যেক বিলাসী ধনীর বেশ্যা আছে, বৃষলীপতি গুরুক্রবগণের দ্বারা নিজ নিজ বেশ্যাদিগকে মন্ত্র দিচ্ছে—ব্যবসাদার গুরুক্রবগণের ব্যবসায় ক্ষতি হ'বে জেনে এহেন অবৈধ অধর্ম্ম আপত্তি কর্বার উপায় নেই—ধনীর হুকুম তামিল না কর্লে তা'রা

গুরুকে নাকাচ্ ক'রে দেবে। কতকগুলি লোক নির্জ্জনে বসে' বসে' বাজাচ্ছে—কেউ বা পিত্তি বৃদ্ধি কর্‌ছে। ওরূপ মুরার পলায়নে বা ছুঁচোর কীর্ত্তনে কোন মঙ্গল হ'বে না। আর একটা ভাষায় বল্‌তে গেলে ও সব চেষ্টা—ধর্ম্ম নয়, 'দালালী বা বদ্‌মায়েশীর প্রলোভন'। 'দয়া'র নাম ক'রে অপস্বার্থপর মানুষ যে কাজ কর্‌ছে, যদি স্পষ্ট-ভাষায় বলা যায়, তবে তা' ছাড়া আর কিছুই নয়। মাছ যেমন বড়শীর লোভে, পশু যেমন ব্যাধের বাঁশী শুনে' নিহত হয়, আপাত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির আশায় মনুষ্য-জাতিও সেরূপ নরকের পথে যাচ্ছে। তা'দের অপকার্য্যে এগোবার চেষ্টায় বাধা দেওয়াই গৌড়ীয়মঠের একটা কার্য্য।

অসমোর্দ্ধ পরদুঃখদুঃখী

আমরা একজনের জন্য দু'শ গ্যালেন রক্ত ব্যয় কর্‌তে প্রস্তুত আছি—যদি একটী লোকেরও সত্যিকথা শুন্‌বার কাণ হয়। গৌড়ীয়মঠের নিঃস্বার্থ দয়াশীল প্রত্যেক লোক এই মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির চিৎশরীরপুষ্টির জন্যে দু'শ গ্যালন রক্তপান করাইয়া ব্যয় কর্‌বার জন্য প্রস্তুত থাকুক্। লাখ্ লাখ্ বদমায়েশ লোক সরল-প্রকৃতি হিতাহিত-বোধহীন ধনীর নিকট গিয়ে ধনীদের নরকপথে পাতিত কর্‌ছে; গৌড়ীয় মঠ সেরূপ হিংসার কার্য্য কখনও করেন না, বা প্রশ্রয় দেন না।

সত্যকথা অপ্রাসঙ্গিক নহে

সত্য বস্তুর প্রকৃত আলোচনাকে আমরা অনেক সময় অপ্রাসঙ্গিক মনে করি—আমরা ধর্‌তে পারি না ব'লে। আমি অন্যমনস্ক ব'লে—আমি মৎলবী ব'লে—আমি ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব'লে আচার্য্যের সত্য কথা কখনও অপ্রাসঙ্গিক নহে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ মনোধর্ম্মের প্রচারক নহেন

গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ Mental speculationists নহেন, তাঁ'রা মনের ধর্ম্মে চালিত ন'ন। এই পাজি মন—এই বদ্‌মাইশ মনের কাম-ক্রোধাদির দাস্য কর্‌বার খুব রুচি; জগৎকে কাম-ক্রোধাদির দাস্যে নিযুক্ত কর্‌বার জন্যে পাজি মনের উপদেষ্টার বেষ-গ্রহণ।

প্রকৃত পরোপকারের স্বরূপ

অনন্তকোটী জীব আনখ-কেশাগ্র বিষ্ণু-বিমুখ হ'য়ে অনন্তকোটি-ভাবে ঈশ্বর-বিদ্বেষ কর্‌বার জন্যে এই কয়েদখানায়—এই মহামায়ার দুর্গে এসে পড়েছে; এদের মধ্যে থেকে একটা লোককে যদি বাঁচাতে পার, তা'হলে অনন্তকোটী হাসপাতাল করা অপেক্ষা তাহাতে অনন্তগুণে পরোপকারের কাজ হ'বে। বাস্তবিক সত্যি সত্যি দয়া—অমন্দোদর-দয়া দু' পাঁচ দিনের দয়া নহে,—একদিনের জন্যে ক্ষুধা-নিবারণের দয়া নহে, প্রকৃত নিত্য, পরম চরম সত্যিকার দয়া—দান শ্রীচৈতন্যদেব বিতরণ করেছেন।

প্রেয়ঃপথের প্রশ্রয়দাতা শুভানুধ্যায়ী আচার্য্য নহেন

আমি অজীর্ণ-রোগী; একটা ডাক্তারকে ডেকে আন্‌লুম, এনেই বল্‌ছি,—আমার জন্যে পোলাও-কালিয়া ব্যবস্থা করুন'; ডাক্তার আমার রুচি অনুসারে আমার 'প্রেয়ঃ' ব্যবস্থা করে দর্শনী নিয়ে চ'লে গেলেন, এরূপ লোককে ডাক্তার বলা যায় না। flatterer (তোষামোদকারী) গুরু নহে—প্রচারক নহে। যা'রা popular হ'বার জন্য—যা'রা কার্য্য ফতে কর্‌বার জন্য জনমত অর্থাৎ জগতের অনন্তকোটি রোগীকুলের রুচি বা প্রেয়ের মতে মত দিয়ে চল্‌ছেন, সে সকল লোক শুভানুধ্যায়ী নহেন—শুভানু-

ধ্যায়ীর বিরুদ্ধমতাবলম্বী; সে-সকল লোকের কথা শুন্‌বো না। ডাক্তারকে ডাক্‌লাম—আমার ব্যাধির চিকিৎসা কর্‌তে তাঁ'কে যদি আমি dictate (হুকুম তামিল করিবার আদেশ) করি তা'হলে ডাক্তার ডাকা হলো না,—তাঁবেদার ডেকে নিজের পায়েই নিজে কুড়ুল মারা হলো মাত্র। লোক-দেখানো ডাক্তার ডেকে ডাক্তারকে দিয়ে রোগের কুপথ্য ব্যবস্থা করার চেষ্টা হলো। যাঁ'রা সত্যি সত্যি ডাক্তার, তাঁ'রা রোগীর dictate (অনুজ্ঞা) অনুসারে চলেন না, আর যা'রা চতুর লোক-ঠকান ডাক্তার—দর্শনীই যা'দের কাম্যবস্তু, তা'রা রোগীর ভবিষ্যৎ ভা'লর দিকে না চেয়ে নিজের পকেট-টাই দেখে। আমাদের মনের মত না হ'লে যা'কে বরখাস্ত কর্‌তে পারি কিম্বা যা'কে দিয়ে আমার বদ্‌মাইশী দুষ্টুমী বুদ্ধির সমর্থন করিয়ে নিতে পারি, তা'কে 'আচার্য্য' বা 'গুরু' বলা যায় না। একজন চার-বছরের শিশু যদি দাম্পত্য-রসের কথা বুঝ্‌তে চায়, কিম্বা সাত-বছরের বালক যদি সেক্ষপিয়ারের কবিতার কাব্যরস বুঝ্‌তে চায়, আমরা তা'র কথা শুনে' অধিক লাভবান্ হই না। জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করে' নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মার্‌তে পারে—নিজের ছাগলকে মুখের দিকটা বাদ দিয়ে পেছনের দিকটাও কাট্‌তে পারে।

শ্রীচৈতন্যেতরমতের অপসাম্প্রদিকতা

আমি ভারতবর্ষের অধিবাসী কাজেই অনিত্য অভিমানে ভারতবর্ষের interest দেখা আমার কর্ত্তব্য; আবার আমি যদি বিদেশে জন্মগ্রহণ করি, তা'হলে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধ হ'লেও বৈদেশিক interest দেখাটাই আমার কর্ত্তব্য হয়। শ্রীচৈতন্য বা শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত লব্ধ-চেতন ভক্তগণের ঐরূপ দেশগত, কালগত, পাত্রগত-অচৈতন্য-প্রসূত ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতা নাই; তাঁ'রা দেশের

যে উপকার করেন—তাঁ'রা দেশ-ভক্তির যে আদর্শ দেখান, তা'তে একজনের পরিণামে মন্দ-প্রসবকারী সাময়িক উপকার, আর একজনের অপকার বা হিংসা হয় না। সেই উপকারের ফল—সেই দেশ-সেবার ফল—সমগ্র দেশ, সমগ্র পাত্র ও সমগ্র কাল প্রাপ্ত হ'তে পারে; এটা গল্পের কথা নহে—এটা সব চেয়ে বড় সত্যি কথা।

অভিজ্ঞতাবাদ ও তাহার চরমসীমা নির্ব্বিশেষবাদ

একটা বিস্তৃত নদীর পারে বসে' কয়েকজন গুলিখোর গুলি খাচ্ছিল। গুলিখোরদের টিকে ধরাবার আবশ্যক হ'য়ে উঠ্‌ল। ওপারে একটা নৌকোয় আলো জ্বল্‌ছিল। গুলিখোরদের মধ্যে একজন হাত বাড়িয়ে এপারে বসে'ই ওপারের নৌকোর প্রদীপের আগুনে টিকে ধরা'তে যত্ন কর্‌ল। টিকে ধর্‌ছে না' দেখে আর এক গুলিখোর প্রথম গুলিখোরের হাত হ'তে টিকেটা কেড়ে নিয়ে আর একটু দূরে হাত এগিয়ে ধর্‌ল জগতের অভিজ্ঞতাবাদি-দলেরও ঠিক এইরূপ গুলিখোরের মত প্রয়াস! মাঝে এক মাইল, দেড় মাইল নদী, কিন্তু এপারে বসে' ওপারের আলোয় টিকে ধরা তে চায়! জগতের বিদ্যা-বুদ্ধি নিয়ে বিরজা-নদীর পরপারের আলোককে স্পর্শ করিতে চায়! আর এক অভিজ্ঞতা-বাদী এসে বল্লে,—তোমার অভিজ্ঞতার হাতটা আর একটু এগিয়ে ধর, অভিজ্ঞতার হাত বৈকুণ্ঠের আলোক ছুতে পারে না; অভিজ্ঞতার হাত অতদূর প্রসারিত হ'তে পারে না; তাই অনেক সময় এই অভিজ্ঞতা-বাদীদের খুবই পরিশ্রান্ত হ'য়ে নির্ব্বিশেষবাদী হয়ে পড়্‌তে হয়—series expand কর্‌তে গিয়ে 'to infinity' বলে' হাঁপ ছাড়্‌তে হয়।

অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গী

নশ্বর কর্ম্ম-চেষ্টাপরায়ণগণের মত এইজগতে নির্ব্বোধ নেই, তা'দিগকে 'নেতা মনে করে যা'রা দৌড়চ্ছে তা'রা মরীচিকায় কোনদিনই জল

পাবে না। কর্ম্মবীরদের প্রস্তাবিত উপকারটা লোকে কতদিন পাবে? কে পাবে? কোন্ স্থানে পাবে?—এসব কথা একবারও চিন্তা না ক'রে শতকরা প্রায় শতজনই ভুল পথে ধাবিত হচ্ছে। একমাত্র শ্রীচৈতন্য-পদরেণুর সেবা যাঁদের চেতনে কিঞ্চিন্মাত্রও উন্মেষিত হয়েছে, তাঁ'রাই ব্রহ্মা, বৃহস্পতি, ইন্দ্রাদি দেবতার অধিকারিক পদবী তুচ্ছ জ্ঞান করেন—মলমূত্রের ন্যায় বিসর্জ্জন করেন। **ভুক্তি ও মুক্তিকে প্রতিরোধ করার নামই ভক্তি।** চৈতন্যদাসগণ ভুক্তি-মুক্তির ভিখারী নহেন—তাঁ'রা কপট নহেন।

জীবের আত্মবঞ্চনা ও সর্ব্বাপেক্ষা দয়ার কার্য্য

অহো! অচৈতন্য-দাসগণই আজ জগতে 'চৈতন্যদাস' বলে গণিত হচ্ছে! তা'দিগকে যদি 'ভক্ত' বলে' আমরা মনে করি, তা'হলে আমাদের মত নির্ব্বোধ লোক আর কে আছে? **চৈতন্যচন্দ্রের চরণে পুষ্পাঞ্জলি-প্রদানের নামে কুঠারাঘাত কর্‌ছে জগতের ৯৯·১ লোক। জগতের শতকরা প্রায় একশতজনই ঐরূপ। ঐরূপ লোকের ভ্রম অপনোদন করাই সর্ব্বাপেক্ষা দয়ার কার্য্য। সেটা শ্রেয়ঃ পথ, প্রেয়ঃপথ নহে—সেটা** Flattery **নয়—মূর্খ লোককে** 'পণ্ডিত' বলে সার্টিফিকেট্ দেওয়া নয়। চৈতন্যদেবের প্রত্যেক ক্রিয়ায় বর্ত্তমান ভোগপর নির্ব্বুদ্ধিতার কোন সমর্থন নাই।

শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্ম ও খৃষ্ট ধর্ম্ম

মিশ্রিক্ থেকে নৈমিষারণ্যে আস্‌বার পথে Rev. Stanley Jones সাহেবের সঙ্গে খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা হোলো। তাঁ'কে Kennedy সাহেবের কথা বল্‌লাম। Kennedy সাহেব তাঁর 'Chaitanya Movement' বইয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্ম কিরূপ বিকৃতভাবে বর্ণন

করেছেন! Kennedy সাহেব শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মকে খৃষ্টধর্ম্ম অপেক্ষা কম নৈতিক ব'লে মনে করেন! আমি Rev. Stanley Jones সাহেবকে বল্‌লুম যে, বর্ত্তমান প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মও নৈতিক উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে—যদি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচারকগণ নিরপেক্ষভাবে প্রকৃত চৈতন্য-দাসের নিকট চৈতন্যচরিত আলোচনা করেন।

মনগড়া-গৌরাঙ্গ-বাদ বা পৌত্তলিকতা

মানুষের কাণে চৈতন্যদেবের একটী কথাও যাচ্ছে না; চৈতন্যদেবকে নিজের মনগড়া-মত এঁকে—অখণ্ড-চৈতন্যকে—অদ্বয়জ্ঞানকে 'আমার গৌরাঙ্গ', 'তোমার গৌরাঙ্গ,' 'ভূত-প্রেতবাদীর গৌরাঙ্গ,' 'ইন্দ্রিয়তর্পণ-কারীর গৌরাঙ্গ', 'আউল-বাউল-কর্ত্তাভজা-কিশোরীভজা-নেড়া-নেড়ী-সখীভেকী-নবরসিকের গৌরাঙ্গ', 'প্রাকৃত-সহজিয়ার গৌরাঙ্গ', 'নাগরীর গৌরাঙ্গ' 'অন্যাভিলাষীর গৌরাঙ্গ', 'কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগীর গৌরাঙ্গ', 'স্মার্ত্তের গৌরাঙ্গ' প্রভৃতি কত কি ক'রে ফেল্‌ছে! এগুলো—সবই ব্যক্তিবিশেষের মনগড়া পৌত্তলিকতা।

শ্রীচৈতন্য মনোধর্ম্মীর কল্পনায় কবলিত নহেন

সাধুগণের বিশুদ্ধচিত্তে প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনে যে অধোক্ষজ সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন হয়, তাহাই কৃষ্ণের বাস্তবস্বরূপ। তা'পরিত্যাগ ক'রে মানুষের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকামনার জড়-কল্পনায় যে সকল কৃষ্ণের (?) মূর্ত্তি আঁকা হয়, যেমন—'রবিবর্ম্মার কৃষ্ণ', 'কলিকাতার আর্ট স্কুলের কৃষ্ণ', 'বাঙ্গালার কৃষ্ণ', 'বোম্বাইর অঙ্কিত কৃষ্ণ', 'জার্ম্মেণীর চিত্রিত কৃষ্ণ' সেগুলি যেমন সবই মনগড়া পুতুল, সেরূপ 'আমার গৌরাঙ্গ,' 'তোমার গৌরাঙ্গ,' 'সহজিয়াদের গৌরাঙ্গ', 'স্মার্ত্তের গৌরাঙ্গ,' 'নাগরীর গৌরাঙ্গ,'—সবই পুতুল; সবই মায়া—সব অচৈতন্য। গৌরাঙ্গ 'পুতুল' নহেন, তিনি পূর্ণচেতন—স্বয়ং ভগবান্, বদ্ধজীবের মনগড়া পুতুল না হওয়াতেই তিনি

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তিনি বিশ্বের কোন অচৈতন্য জীবের অচৈতন্যজীবের দ্বারা নিয়মিত হন না। অচৈতন্য জীব শ্রীচৈতন্যকে অচেতন-সনাধর্ম্মের কারখানায় অচেতনের ছাঁচে ঢালিয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পুতুলরূপে ইচ্ছামত পিটিয়া গড়িয়া লইতে পারে না।

শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধে বহির্ম্মুখ সমাজের অঙ্কিত বিকৃতচিত্র; শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর অন্য নবীন মতের অপ্রয়োজনীয়তা

চৈতন্যদেবকে লোকে এমন করে এঁকেছে যে, চৈতন্য-দেবের চরণানুচর বল্‌তে গিয়ে আমাদিগকেও লজ্জার পাত্র ক'রে ফেলেছে! আমাদের এমনই পোড়া কপাল যে; শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর আমাদের দেশে আবার নানা-বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচারিত হোল। আমরা শ্রীচৈতন্য-দেবের সনাতনী কথা শুন্‌বার কাণ করিনি ব'লে আমাদের দেশে নবীন-মতের সৃষ্টি হয়েছে ও হচ্ছে। শ্রীচৈতন্য বাংলার দ্বারে-দ্বারে অযাচকে সকলকে চেতনোন্মুখ কর্‌বার জন্য হরিদাস ও নিত্যানন্দকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমরা যে নিত্য হরিদাস—চেতনের নিত্য সহজ-ধর্ম্ম যে হরিদাস্য—হরিদাস্যই যে নিত্যানন্দ দান কর্‌তে পারে—যা'তে খণ্ড, অনিত্য আনন্দের তৃষ্ণা আর থাকে না—যা'তে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ হয়, আমরা চৈতন্যদেবের সেই কথায় উদাসীন হ'য়ে—আমাদের ঘরের অমূল্য নিধি ছেড়ে বাইরে কাচ অন্বেষণ ক'রে বেড়াচ্ছি।

কর্ম্মীর কল্পনা বা ছেলে-ভুলানো ছড়ার ন্যায় ভক্তিকথা নহে "গৌড়ীয়"-পত্র ও "গৌড়ীয় মঠ"

আমরা বেঙের আধুনিক-সম্বল কর্ম্মকাণ্ড নিয়ে ভগবদ্ভক্তের কার্য্য-কলাপের সমালোচনা কর্‌তে যাই! আমরা মনে করি,—'আয় চাঁদ,

আয় চাঁদ, আমার বাদুমণির কপালে টিপ্ দিয়ে যারে 'চাঁদ'—এইরূপ ছেলে-ভুলানো ছড়ার ন্যায় বুঝি ভগবদ্ভক্তির কথা! বহু নিষ্কপট ও সমর্থ লোকের সঞ্চিত বহু গ্যালন রক্ত—'গৌড়ীয়'পত্র ও 'গৌড়ীয়-মঠ'। বাহ্যদর্শনে অন্য লোক হইতে Suck-up-করা—ভগবানের সেবার জন্য উৎসর্গীকৃত রক্ত। তথাপি লোকে শ্রীচৈতন্যের কথা একান্তভাবে শুনুক্—বুঝুক্—আর নিজেদের সত্যিকার মঙ্গল গ্রহণ করুক্।

বহির্ম্মুখ মানব-সমাজ ও শ্রীচৈতন্যজন-সম্প্রদায়

মানবজাতি বল্‌ছে,—প্রত্যক্ষবাদের কথার দ্বারা যদি সময় নষ্ট কর্‌তে পারেন—সে সকল কথার যদি ইন্ধন দিতে পারেন—রোগি-সমাজের যদি dictation শুন্‌তে পারেন, তা' হ'লে আপনাদিগকে 'সাধু' বল্‌ব। আমরা জনসমাজের নিকট ঐরূপ 'সাধু হওয়ার প্রতিষ্ঠা'কে মলমূত্রের ন্যায় বিসর্জ্জন ক'রে প্রকৃত চৈতন্যচরণানুচর সাধুগণের পথ অনুসরণ কর্‌ব।

গৌড়ীয়মঠ আনুকরণিক প্রতিষ্ঠান বা কাপট্য-নাট্যের রঙ্গালয় নহে

গৌড়ীয়-মঠের প্রচার আরম্ভ হ'লে হাওড়ার কয়েকজন উকিল বল্লেন, অমুক মিশনের সহিত ত' আপনারা যোগদান কর্‌তে পারেন। আমরা বল্‌লাম,—ওরূপ হাজার হাজার মিশনের প্রস্তাবিত পথের সম্পূর্ণ বিপরীত হচ্ছে আমাদের পন্থা। তাঁ'রা বল্লেন,—তা'হলে ত' আপনাদের বড় অসুবিধার কথা, আপনাদের কথায় দয়া নেই। আমি বল্লাম,—ইহা দ্বারাই একমাত্র প্রকৃত দয়া হ'বে, আর জগতের প্রস্তাবিত দয়া—দয়ার আপাতমনোহারিণী মূর্ত্তিগুলি দয়ার নামে প্রচ্ছন্নমূর্ত্তিমতী হিংসা—আমি এই কথা প্রমাণ করবার ভার

গ্রহণ কর্‌লাম—যিনি পারেন খণ্ডন করুন। কেউ বল্লেন—Maternity home করাই মহাপ্রভুর দয়ার উদাহরণ। পাশ্চাত্য দেশের Maternity home এর অনুসরণে লোক-দেখানো গলায় মালা-দেওয়া-লোক দু'পয়সা পকেটস্থ কর্‌বার জন্যে, আর দয়া কর্‌বার নাম ক'রে নিজের ব্যভিচারটা গোপনে চা'লাবার জন্য ঐ সকল কারখানা খুলে লোকগুলিকে অমন্দোদয়-দয়ানিধি চৈতন্যের দয়া বুঝ্‌তে বাধা দিল। সে রকম ধরণের কার্য্যে লোকপ্রিয়তা কেনা হ'তে পারে, কিন্তু সেরূপ আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা মহাপ্রভুর অকৈতব দয়া-ধর্ম্মের কাছ থেকে বহুযোজন দূরে। আচারহীনা নারীগণকে প্রসব করিয়ে রক্ষা করা—নীতিশাস্ত্রের নামে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া অনেক স্থানে মহাপ্রভুর দয়ার উদাহরণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। **গৌড়ীয়মঠ বল্‌ছেন এ সকল ভণ্ডগুলিকে Indian Penal Code যে শাস্তি দিতে পারে না, তা' অপেক্ষাও অধিক শাস্তি দেওয়া আবশ্যক।** মহাপ্রভু ছোট হরিদাসের দণ্ডলীলায় এ শিক্ষা দিয়াছিলেন। হরিদাস ভগবান্ আচার্য্যের আদেশে মহাপ্রভুর সেবার নাম ক'রে মাধবীমাতার নিকট হ'তে তণ্ডুল ভিক্ষা করেছিল। সেই হরিদাসের ওপর বিধাতার death sentence ব্যবস্থাপিত হ'য়েছিল। ত্যাগীর বেশ নিয়ে পরদার হরণ কর্‌বার প্রবৃত্তি—কৌপীন নেবার প্রতিষ্ঠার সহিত গোপনে কপটতা-ধর্ম্মবশে পরদার হরণ কর্‌বার প্রবৃত্তি—যা'র, চৈতন্যদেবের দুয়ারে তা'র দ্বার-মানা—চৈতন্যদেব বা তাঁ'র দাসগণ তা'র মুখ-দর্শন করেন না—তা'র শাস্তি নদীতে ডুবে মরা—

"প্রকৃতি দর্শন কৈলে ঐছে প্রায়শ্চিত্ত"।

রসগান ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ

প্রপঞ্চকের কপটতা-লাম্পট্য নষ্ট কর্‌বার জন্য কামদেব শ্রীকৃষ্ণের লীলা ইহজগতে প্রকাশিত। **শ্রীনিবাস, শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর নাম**

দিয়ে যে রাইকানুর গান হচ্ছে, গৌড়ীয় মঠ তা'র বিরুদ্ধে প্রচারক কিন্তু রাইকানুর শুদ্ধ গীতিতে নিজ মঙ্গল-সাধনাই মঠের প্রচার। শ্রীগৌড়ীয়মঠ ঐরূপ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালুব্ধ বদ্ধ জীবকে কখনই পাশমুক্ত সদাশিবের পানযোগ্য কালকূট পান কর্‌তে যেতে দিবেন না। এটা দেখ্‌তে আপাততঃ বড় নির্দ্দয়তার কার্য্য, কিন্তু গৌড়ীয় মঠ জীবকে ওরূপভাবে বঞ্চনা ক'রে বদ্ধ জীবের রুচির অনুকূল প্রেয় জিনিষগুলি যুগিয়ে দিয়ে তা'দের ভীষণ হিংসা কর্‌বার পক্ষপাতী ন'ন। রোগার কটূক্তি সহ্য ক'রে—রোগি-সমাজের কাছে অপ্রিয় হ'য়েও গৌড়ীয় মঠ রোগীকুলের পরিণামে মঙ্গল দেখ্‌ছেন। এটা কত বড় প্রতিষ্ঠাত্যাগ—এখানে কত বড় পরোপকারপ্রবৃত্তি—বঞ্চিত মনুষ্য-সমাজ তা' বুঝ্‌বে না।

পারমার্থিক রাজ্যে যুগান্তরের ইতিহাস

গৌড়ীয়-মঠের প্রচারের মত জগতের পারমার্থিক ইতিহাসে এমন মহা-বিপ্লবের ইতিহাস আর ক'টা হ'য়েছে পারমার্থিকগণ বিচার করবেন। গৌড়ীয় মঠের প্রত্যেক লোক আত্মোৎসর্গ করেছেন মানুষের কাছে যেটা প্রথম-মুখে সম্পূর্ণ অভিনব —কত বড় একটা বিপ্লব, সেইরূপ কথা প্রচার কর্‌ছেন। তাঁ'রা জগতের লাখ্‌ লাখ্‌ পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণের ভয়ে ভীত নহেন—তাঁ'রা লম্পটগণের কাপট্যলাম্পট্য প্রশ্রয় দেবার জন্য প্রস্তুত নহেন। জগতের অসংখ্য অসংখ্য কৃষ্ণবহির্ম্মুখ-জীবনের দুর্ব্বুদ্ধি একচ্ছত্র অপ্রাকৃত—রাজরাজেশ্বর বিশ্বম্ভরের রাজস্ব অপহরণ কর্‌বার জন্যে যে সকল Policy devise (মতলব আঁট্‌ছে) ক'রেছে, সেই দুর্ব্বুদ্ধিকে গৌড়ীয়মঠ যূপকাষ্ঠে বলি দিতে প্রস্তুত, তাঁ'রা জগতের কাছে এক পয়সা চান না, তাঁ'রা জগৎকে পূর্ণ বস্তু—চেতন বস্তু চৈতন্যদেবকে সম্পূর্ণভাবে প্রদান

কর্‌তে চান। তাঁ'রা বলেন,—যা'র কাছে যা' কিছু সম্পত্তি গচ্ছিত আছে, সব সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণের চরণে ডালি দাও। যাঁ'রা যাঁ'রা সর্ব্বস্ব ভগবানের চরণে দিতে প্রস্তুত, গৌড়ীয় মঠ তাঁ'দিগকে ভগবৎপাদপদ্মের পূর্ণ সন্ধান দিয়ে থাকেন।

গৌড়ীয় মঠের সাময়িক উৎসবাদির উদ্দেশ্য

গৌড়ীয়মঠ খাওয়া-দাওয়ার জন্য একটা আড্ডা নহে—মলমূত্রের মাত্রা বৃদ্ধি করার জন্য খাওয়া-দাওয়া বা ধূমপানের দোকান খোলা গৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য নহে। ধূম-ধামপ্রিয়, কৃষ্ণভক্তি বিনা ইতরকার্য্যতৎপর ব্যক্তিগণকে সত্যকথা শুন্‌বার অবসর দিবার জন্যে—তা'দের মঙ্গল কর্‌বার জন্যে গৌড়ীয় মঠের উৎসবাদি।

ভগবান্‌কে নিরাকার প্রতিপন্ন করিবার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য

কৃষ্ণের উৎকট প্রেমাকে নাকচ্ ক'রে নিজের ঘৃণিত লাম্পট্য বৃদ্ধি কর্‌বার জন্য আমরা ভগবানকে "নিরাকার" শব্দে অভিহিত কর্‌তে চাই। ভগবানের নিত্যরূপ নেই—ভগবান্ হস্তপদাদিরহিত হ'লেই আমরা রূপবান্ ও হস্ত-পদাদি সহিত হ'য়ে বেশ দুনিয়া লুটতে পারি! আর ভগবানের যদি রূপ না থাক্‌ল—চক্ষু না থাক্‌ল' তা' হ'লে আমরা গোপনে ব্যভিচার করি—আর যা'ই করি না কেন, ভগবান্ ত' আর তা' দেখ্‌তে পাবেন না! আমরা মনে করি, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাগুলি কিম্বা এই দুনিয়াটা আমাদের ভোগ্য; ভগবানের ভোগ্য নহে। এই জন্য ভগবান্‌কে নির্ব্বিশেষ কর্‌বার জন্য আমাদের আন্তরিক চেষ্টা। এক শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী সকলেই ভগবানকে নির্ব্বিশেষ কর্‌তে চা'ন। জগতের সকল মনোধর্ম্মী লোকেরই

ভগবানকে নির্ব্বিশেষ কর্‌বার জন্য আন্তরিক চেষ্টা। তাঁ'রা মনে করেন, ভোগ আমরা কর্‌বো—প্রতিষ্ঠা আমরা পাবো—ভগবান্ পাবেন কেন?

স্বরাট্‌পুরুষে পরা ও অপরা নীতির চিৎসমন্বয়

কিন্তু গৌড়ীয় মঠ শ্রুতির অনুসরণ ক'রে বলেন,—ভগবান্‌ই সব ভোগ কর্‌বেন্—ভগবানেই উৎকট আসক্তি থাক্‌বে। একটা বিচারে ও ভাষায় যা'কে 'লাম্পট্য' বলা যায়, আবার আর একটা বিচারে ও ভাষায় স্থানান্তরে তা'কেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতি বলা যেতে পারে। যখন পরা ও অপরা সকল সম্পদের মালিকই কৃষ্ণ, তখন তাঁ'র সম্পত্তি তিনি ভোগ কর্‌বেন। এতে অনৈতিকতা বা কিছু আপত্তিজনক লাম্পট্য থাক্‌তে পারে না। আবার এ জগতের জীবের পক্ষে যে লাম্পট্যটা অত্যন্ত হেয়, ঘৃণিত, সেইটাই কৃষ্ণের পক্ষে অনিন্দ্য চিদ্ধামে পরমোপাদেয় ও নিত্যরসের চমৎকারিতাবর্দ্ধনকারী।

ভোগী ও ত্যাগীর মধ্যে স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-তাৎপর্য্য-মাত্র-ভেদ

আত্মবঞ্চক লুব্ধ ভোগিসম্প্রদায় ও ত্যাগিসম্প্রদায় মনে করে, নরকে যা'বার জন্য ভোগ কর্‌বো ত' আমরা—দোলা ঘোড়া চড়্‌বো—অট্টালিকায় বাস কর্‌বো—ভাল ভাল রূপ দেখ্‌বো—সুন্দর গন্ধ শুঁক্‌বো—চর্ব্ব্যচূষ্য-লেহ্য-পেয় আস্বাদন কর্‌বো—মধুর স্বর শুন্‌বো—কোমল জিনিষ স্পর্শ কর্‌বো! আর ত্যাগী ও-গুলিকে বেশী দিন ভোগ কর্‌তে পারে না ব'লে, স্ত্রৈণের স্ত্রীর সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করার ন্যায় ভোগ্য বস্তুগুলির ওপর ক্রোধ ক'রে একটা ফল্গুত্যাগের পোষাক নিয়ে থাকে। ত্যাগী—অতৃপ্ত-আসক্ত ক্রোধী ও ভোগী মাত্র। ঐরূপ ত্যাগ ও ভোগের কথা গৌড়ীয় মঠ বলেন না। গৌড়ীয় মঠ

বলেন,—কৃষ্ণই অদ্বিতীয় ভোক্তা, কৃষ্ণই দোলা-ঘোড়া চড়্বেন—কৃষ্ণই অট্টালিকায় বাস কর্বেন—কৃষ্ণের নয়নোৎসবের জন্য যাবতীয় রূপ—কৃষ্ণের জিহ্বার লাম্পট্য বর্দ্ধনের জন্যই যাবতীয় উৎকৃষ্ট ভোজ্য সামগ্রী—কৃষ্ণের মুক্তপ্রগ্রহ-স্পর্শ-মহোৎসবের জন্যই যাবতীয় সুকোমল বস্তু। ইহ জগতে যা'রা পরমভোক্তা কৃষ্ণের সেবা বিস্মৃত হ'য়ে এক একটা ছোট খাট কৃষ্ণ' সেজে ব'সেছে, তা'দিগকে বিদ্ধ কর্বার জন্য মায়া রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের এক একটা টোপ ফেলেছে।

গৌড়ীয় মঠের ত্যাগ ও 'ত্যাগ'শব্দের সাধারণ রূঢ়ি

মহাপ্রভুর ভক্তগণের ত্যাগ—গৌড়ীয় মঠের ত্যাগ—ফল্গুত্যাগীর ভূয়ো ত্যাগের মত নহে। কেউ বল্লেন, ইনি দশহাত কাপড় ত্যাগ ক'রে পাঁচ হাত কাপড় পর্ছেন—কেউ বল্লেন, তিনি জুতো ত্যাগ কর্ছেন—কেউ বল্লেন তিনি খাওয়া পরিত্যাগ করেছেন, এসব ত্যাগের চেহারা ভোগীর কাছে বাহাদুরী নিতে পারে, কিন্তু মহাপ্রভুর ভক্তগণের কাছে এগুলির কপটতা ধরা পড়ে।

গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের চরিত্র

গৌড়ীয় মঠের প্রত্যেক ব্যক্তির সমস্ত ধন-প্রাণ ভগবানের উপলব্ধি করিয়ে দিচ্ছে। যাঁ'হার যে পরিমাণে উপলব্ধি, তিনি তা'তে সেই পরিমাণে সহায়তা কর্ছেন। Stipend-holder – পুরুৎশ্রেণী—গুরু শ্রেণীর মত নিজে খাবো দাবো আর কতকগুলি মরণশীল আত্মীয়স্বজন নামধারীর ব্যভিচার লাম্পট্য ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রশ্রয় দেবো এই জন্য গৌড়ীয় মঠ এক কাণা কড়ি কখনও সংগ্রহ করেন না। গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের উদয়াস্ত পরিশ্রমের ফলে যে অর্থ সং-

গৃহীত হয়, তাহার শেষ 'পাই' পর্য্যন্ত জগতের (ভ্রান্তিজন্য ক্লেশপর) ইন্দ্রিয়-তর্পণের কথায় ব্যয়িত হয়। গৌড়ীয় মঠের লোকেরা বেশী মোহনভোগ খেতে পারেন না—চা, পান, ডিম্ব, কর্কট, বরুণাম্ল, তামাক, নস্য, চুরুট, সিল্কের গেরুয়া, ডিম্ব প্রভৃতি পান-ভোজনে রত হ'তে পারেন না—সকল প্রকার বোগ্‌ড়া মোটা চা'ল, বিশ্বম্ভর যাহা প্রসাদ-রূপে প্রদান করেন, তাহাও অত্যুত্তম প্রসাদ সহ গ্রহণ করেন—উদয়াস্ত ভগবৎসেবার জন্য নিযুক্ত থাকেন।

শ্রীগৌর ও গৌরজনের পতকাবাহী শ্রীগৌড়ীয় মঠ

চৈতন্যচন্দ্র ৪৪০ বৎসর পূর্ব্বের লোক—তিনি ম'রে গেছেন এরূপ নহে—তিনি নিত্যকাল আছেন—তিনি গৌড়ীয় মঠকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করেছেন। শ্রীগৌরহরি জগতের অতিবিচক্ষণ বুদ্ধিমান্ জনগণের দ্বারা মঠবাসীকে দণ্ডিত জীবের ন্যায় কেবল ব্যবহারিক দুঃখও প্রদান করেন না তজ্জন্য বৈষ্ণবে গুরুবুদ্ধি বিচার নষ্ট না ক'রে মঠসেবকের সেবকগণ তাঁ'দের সেবা করেন। মূঢ়গণেরও হিংসা কর্ত্তে দেন না।

চতুর্থ খণ্ড সম্পূর্ণ

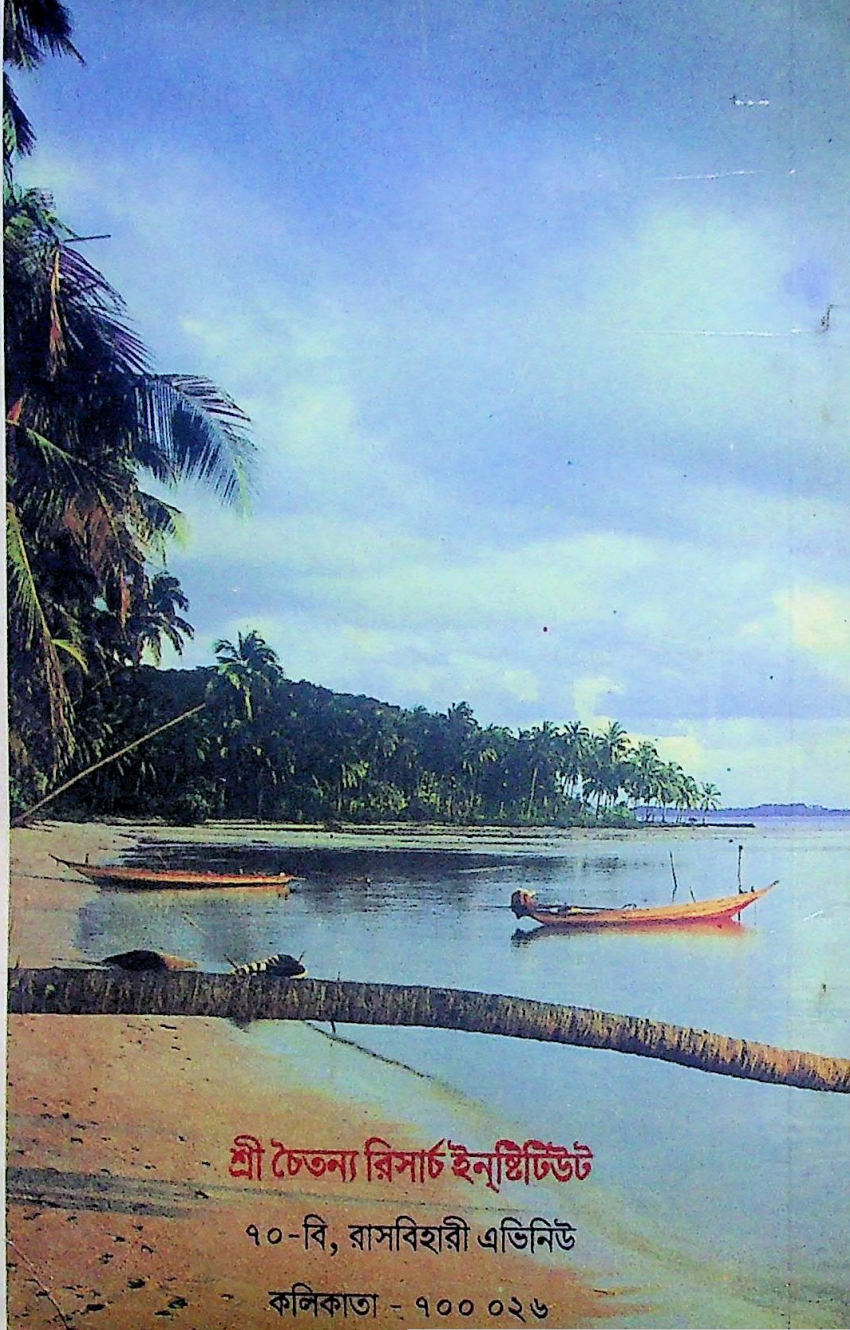

শ্রী চৈতন্য রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট

৭০-বি, রাসবিহারী এভিনিউ

কলিকাতা - ৭০০ ০২৬